



সাতোত্ৰ নাশা দত্ত

MAHARAJA
BIR BIKRAM COLLEGE
LIBRARY

Class No..... ୫୭.....

Book No..... ମ. ଦ. ୨୨୩.....

Accn. No..... ୨-୭୫.....

Date..... ୧୦/୧୧/୩୭.....



বিদায়-আরতি



কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ বিরচিত
কবি-পরিচয় সম্বলিত



আর. এইচ. শ্রীমানী এণ্ড সন্স

২০৪নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা।

চতুর্থ সংস্করণ
পরিমার্জিত ও পরিবর্তিত
দাম : তিন টাকা

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা
শ্রীহিন্দু রক্ষিত

শ্রীঅজিত শ্রীমানী কর্তৃক ২০৪নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত
এবং নিউ মদন প্রেস ৯৫নং বেচু চার্টার্ড ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে
শ্রীকার্তিক চন্দ্র দে কর্তৃক মুদ্রিত

তুটী

বিষয়	প্রথম পংক্তি	পৃষ্ঠা
হিন্দোল-বিলাস—প্রাণে মনে হিলোল বনে বনে হিন্দোল		১
ঘুমতী নদী—ঘুরে ঘুরে ঘুমতী চলে, ঠুমুরী তালে ঢেউ তোলে !		৩
জাফ্রানিছান—যে দেশেতে চড়ুই-পাখীর চাইতে প্রচুর বুলবুলি,		৫
আলোর পাথার—কে বাজালে মাঝ-দিনে আজ প্রহর-রাতের সুর সাহানা !		৯
কয়াধু—কার তরে এই শয্যা দাসী, রচিম্ আনন্দে ?		১০
মল্লিকুমারী—সকল প্রাণীতে সমান দৃষ্টি,—কারো প্রতি মোর বৈর নাহি ;		১৬
একটি চামেলীর প্রতি—চামেলি তুই বল,—অধরে তোর কোন রূপসীর রূপের পরিমল !		২২
তুভিকের ভিক্ষা—আজি নিরন্ন দেশ বিপন্ন,		২৪
সিঞ্চলে সূর্য্যোদয়—হৃদে ধুয়ে আধাব-গ্রানি দৃষ্টি যে চাঁদ দিল নিশার চোখে,—		২৫
বর্ষ-বোধন—তোমার নামে নোখাই মাথা ওগো অনাম ! অনির্কচনীয় !		২৭
সর্বদমন—আদি-সম্রাট সর্বদমন—পুরাণেতে যারে ভরত বলে,		৩০
ভোম্মরার গান—কে আসে গুন্‌গুনিয়ে, চেনে তায় কমল চেনে ।		৩৬
কোনো নেতার প্রতি—দশে যা' বর্জ্জন করে, লোকে বলে, সেই আবর্জ্জনা,		৩৭
ভিলক—অটল যে-জন দাঁড়ায়ে ছিল অনেক নির্যাতনে		৩৮
বর্ষার মশা—বর্ষার মশা বেজায় বেড়েছে, খালি শোন শন্ শন্,		৪০
কন্দ-ধাত্রী—কই রে কোথা বর্ষয়ন্তী ? অভয়ন্তী কই ?		৪২
দাবীর চিঠি—রাজার উপর রাজা যিনি প্রণাম ক'রে তাঁর ভ্রীপদে,—		৫১

দোরোখা একাদশী—উড়িয়ে লাঠি আড়াই দিশে দেড় কুড়ি

আম সহ

৫৫

জলচর-ক্লাবের জন্মসং-রঙ্গ—৪৬ বেরডেব সঙের বাসা আমাদের

এই শহর খাসা,

৫৭

নীরব নিবেদন—আজ নীরবে যাব প্রণাম ক'রে

৫৯

ঝর্ণার গান—চপল পায় কেবল ধাই, কেবল গাই পরীর গান,

৬১

বিকর্ণ কি ঘণ্টাকর্ণ—কে করেছে ঠাট্টা তোমায় দিয়ে করিব তত্ত্ব ?

৬৫

বজ্র-বোধন—অযুত ঢেউয়ের তপ্ত নিশান স্থপ্তিহারা

৬৬

কবি দেবেন্দ্র—শামার শিশে সুরের শব্দক হেন

৬৮

বড়দিনে—তোমার শুভ জন্মদিনে প্রণাম তোমায় করুছে অশ্রুপান,

৬৯

কোনো ধর্মধ্বজের প্রতি—প্রেমের ধ্বজ করুছে প্রচার কে গো

তুমি সবুট লাগি নিয়ে,—

৭২

চরুকার গান—ভোম্রায় গান গায় চরুকার, শোন্, ভাই !

৭৪

সেবা-সাম—অলিঙ্গ হ'য়ে আলিঙ্গোছে কে আছি জগতে—

৭৭

মহানামন্—“রাজা নেই ব'নে অরাজক নয় কপিলবাস্তু পুণী,

৮০

দূরের পাঞ্জা—ছিপ্ থান্ তিন্ দাড—তিনজন্ মালা

৮৭

হঠাতের জ্বলোড়—(আমি) পাখার-জনে সঁতাঁব দিতে পেরোছি

. ভেলা !

১০৬

মালাচন্দন—বাংলা দেশের হৃদ-কমলে গন্ধ-রূপে নিলীন হ'য়ে

ছিলে,

১০৭

গিরিরাণী—অঁধার ঘরে বরষ পবে উমা আমার আসে,

১১০

ইন্সান্—ডক্কা নিশান সঙ্গে লইয়া লঙ্কর অকুবান

১১৭

রাজপূজা—রাজার নিদেশে শিল্পী রচিছে দেউল কাকীপুরে,

১২৩

পতিল-প্রমাদ—আমরা কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইল সবে,

১২৫

মধু-মাধবী—রাত-বিরাত কখন্ এলে, মৌন-চারিণী !

১২৬

শরতের আলোয়—আজ চোখে মুখে হাসি নিয়ে মন জানিয়ে—

১৩৭

ঝর্ণা—ঝর্ণা ! ঝর্ণা ! স্নন্দরী ঝর্ণা !

১৪০

কে—চির-চেনার চমক নিয়ে চির-চমৎকাব

১৪১

জৈষ্ঠ-মধু—আহা, ঝুঁকিয়ে মধু-কুনকুলি পালিয়ে গিরেছে বুল্‌বুলি ;

১৪৩

গান—এসেছে সে—এসেছে ! টাপার ফুলে বুলিয়ে আলো হেসেছে !

১৪৪

নরম-গরম-সংবাদ—নবম । বিলুপ্ত হইতে আসিছে—মৃত্যু !—	১৪৫
বল্লাদায়—দামোদরের উদরে আজ একী ক্ষুধা সর্বগ্রাসী !	১৪৬
গুণী-দরবার—আমরা সবাই নাই ভিড়ে ভাই,	১৫০
পরমান্ন—ফুল-ফোটানো আব্‌হাওয়া এই করলে কে গো সৃষ্টি	১৫১
কবি-পূজা—কুবেরের রাজ্য ছাড়ি' উত্তরে যাদের বাড়ী	১৫৩
নবজীবনের গান—বাজা রে শঙ্খ, সাজ দীপমালা	১৫৪
বৈশাখের গান—চলে ধীরে ! ধীরে ! ধীরে !	১৬৩
গান—কুহবনির ঝড় ওঠে গোন	১৬৪
সিংহবাহিনী—মরত-লোকে এলোকেশে ও কে এল তোরা যা	
দেখে ।	১৬৫
মৃতি মেখলা—বিশ্বদেবের দেউল ঘিরিয়া	১৬৬



কবি-পরিচয়

[চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম-এ বিরচিত]

কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা ১২৮৮ সালের ৩০শে মাঘ, শনিবার কলিকাতার সন্নিহিত নিম্ভা গ্রামে তাঁহার মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম রজনীনাথ, মাতা মহামায়া দেবী। কবির পিতামহ সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ও জ্ঞান-তপস্বী অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয়। কবি তাঁহার পিতামহের নিকট হইতে অসাধারণ জ্ঞান-পিপাসা এবং সাহিত্যের রসজ্ঞতা ও সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষমতা লাভ করিয়া অল্প বয়সেই প্রসিদ্ধ কবি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তিনি বাল্যাবধি বিদ্যামুরাগী ও কবিতা-প্রিয় ছিলেন। তাঁহার মাতুল শ্রীযুক্ত কালীচরণ মিত্র মহাশয়ের দ্বারা সম্পাদিত তৎকালীন প্রসিদ্ধ সাপ্তাহিক 'হিতৈষী' নামক পত্রিকায় কবি সত্যেন্দ্রনাথের কবিতা প্রথম ছাপা হয়। 'সবিতা' তাঁহার প্রথম কবিতা-পুস্তক। ইংরেজী ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে 'সন্ধিক্ষণ' নামে তিনি একটি স্বদেশ-প্রেম-মূলক কবিতা-পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তৎপরে 'বেণু ও বীণা', 'হোমশিখা', 'তীর্থ-সলিল', 'তীর্থরেণু', 'ফুলের ফসল', 'জন্মদুঃখী', 'কুল ও কেকা', 'চীনের ধূপ', 'রঙ্গমল্লী', 'তুলির লিখন', 'মনিমঞ্জুষা', 'অভ্র-আবীর', 'হসস্তিকা', পর্যায়ক্রমে প্রায় প্রতি বৎসরে একখানি করিয়া গ্রন্থ তিনি প্রকাশ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে নানা পত্রিকায় প্রকাশিত অনেকগুলি কবিতা সংগ্রহ করিয়া 'বেলাশেষের-গান', 'বিদায়-আরতি', 'ধূপের ধোঁয়ায়' প্রকাশিত হয়।

সত্যেন্দ্রনাথের প্রকৃতি মধুর ও নীরব ছিল। তিনি অল্পভাষী জিতেজিয়, সত্যসন্ধ, স্বদেশপ্রেমী ও সমাজসংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার দানশীলতা ও মাতৃভক্তি, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা এবং বন্ধুবৎসলতা অসাধারণ ছিল।

সত্যেন্দ্রনাথ নানা ভাষায় অভিজ্ঞ এবং নানা বিজ্ঞায় পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচনার মধ্যে ভাষার কারচুপি ও নানা বিজ্ঞার পরিচয় যথেষ্ট পাওয়া যায়। ইতিহাসের ও পুরাণের খুঁটিনাটি তথ্য তাঁহার এত জানা ছিল যে তিনি অবলীলাক্রমে তাঁহার রচনার মধ্যে নানা প্রসঙ্গে উল্লেখ ও আভাস গ্রথিত করিয়া দিতে পারিতেন।

আর সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন ছন্দ-সরস্বতী, নানাবিধ ছন্দরচনা ও উদ্ভাবনে তিনি অপ্রতিদ্বন্দী ছিলেন।

সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্য-সেবা একটি নির্ভীক সত্যনিষ্ঠা ছিল। সেই সত্যের অনুরোধে তিনি স্পষ্টবাদী বীর ছিলেন। তাঁহার আদর্শ ছিল বাস্তব ও বিজ্ঞান-সম্মত—সেই আদর্শকে তিনি তাঁহার কবি-হৃদয়ের স্মৃষ্ণ অনুভূতি দ্বারা ভাষায় ও ছন্দে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন। অতি উচ্চ স্মৃষ্ণ কল্পনা অথবা অবাস্তব সৌন্দর্য্যের মোহে তিনি এই বাস্তব হইতে কখনো দূরে সরিয়া যান নাই। তিনি তাঁহার ছন্দ-সরস্বতীকে মানবের বাস্তব ইতিহাসের সর্বাঙ্গীন প্রগতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকূপে বন্দনা করিয়াছেন।

সত্যেন্দ্রনাথের সাহিত্য-প্রেমার আর-একটি দৃঢ় সম্বল ছিল—মাতৃ-ভাষার প্রতি অসীম প্রগাঢ় অনুরাগ। প্রাচীন বাংলা-সাহিত্য ও প্রচলিত ভাষা হইতে আশ্চর্য্য অধ্যবসায়ের সহিত তিনি খাঁটি বাংলা বুলিকে উদ্ধার করিয়া তাহাকে তাঁহার রচনার মধ্যে দিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিয়া-ছিলেন। তিনি সেই বাংলাদেশের নিজস্ব বাগ্‌দারাকে ও সেই ভাষার ধ্বনিকে অফুবন্ত ছন্দ-রস্বতী বাজাইয়া তুলিয়া নূতন ছন্দ-বিজ্ঞান সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। এই ভাষা ও ছন্দের সৃষ্টিই তাঁহার কবি-প্রতিভার সর্বাঙ্গীণ মৌলিক কীর্তি। খাঁটি বাংলা ভাষা ও সেই ভাষার ছন্দকে উদ্ধার করিয়া তাহাদের সমৃদ্ধ করিয়া তোলাই যেন তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল।

স্বদেশের প্রতি তাঁহার অসীম মমতা ছিল। বর্তমানের যাহা কিছু অধর্ম্ম ও অসত্য, যাহা কিছু ভীকৃত্য ও জড়তা, যাহা কিছু ক্ষুদ্রতা ও মূঢ়তা ছিল তাহাকেই কঠিন ধিক্কার দিতে ও বিদ্রূপ করিতে গিয়া তাঁহার বাণী বেদনার জ্বালায় বিষাক্ত হইয়া উঠিত আবার অতীত ও বর্তমানে যাহা কিছু মহান ও সুন্দর, ভবিষ্যতে যাহা কিছু মহান ও সুন্দর হইবার সম্ভাবনা দেখিতেন, তাহাই তাঁহার মর্ম্মস্পর্শ করিত, এবং তাঁহার বন্দনা-গানে তিনি আত্মহারা হইয়া পড়িতেন।

কবি সত্যেন্দ্রনাথের স্বদেশের প্রতি দরদ এত প্রবল ও তীক্ষ্ণ ছিল যে তিনি পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক কাহিনীর অন্তরালে এমন কি প্রাকৃতিক দৃশ্য বর্ণনা উপলক্ষ্য করিয়াও দেশের অবস্থা দুঃখ দুর্দশা এবং আশা আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইলে ছাড়িতেন না এবং এই প্রকার রচনায় তাঁহার একটি বিশেষ অনন্ত-সাধারণ নিপুনতা ছিল। এইকপে তিনি বহু কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন যাহাদের অন্তরালে কবির হৃদয়-বেদনা অথবা আনন্দ ও আশা প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। দরদী সঙ্কানী পাঠক-পাঠিকা একটু অনুধাবন করিলে ইহার পরিচয় পাইবেন।

কবি সত্যেন্দ্রনাথ বাংলা ১৩২৯ সালের ১০ই আষাঢ় শনিবার কলিকাতায় রাত্রি দু'টায়, চল্লিশ বৎসর পাঁচ মাসের সময় পরলোক গমন করেন।

এমন কবির অকাল তিরোধানে বঙ্গসাহিত্যে যে অপরিমেয় ক্ষতি হইয়াছে তাহা কবি কীটসের অকাল বিয়োগের ন্যায় চিবকাল কাব্য-রসিকদের দীর্ঘনিশ্বাস আকর্ষণ করিবে।

— — — —

বিদায়-আবতি

হিন্দোল-বিলাস

প্রাণে মনে হিল্লোল

বনে বনে হিন্দোল

মেঘে মৃদঙের বোল্‌ মৃদু-মন্তর :

শ্রাবণেরি ছন্দে

কদমেরি গন্ধে

আয় তুই চঞ্চল ! চির-সুন্দর !

নিশাসে কি সৌভভ !

কালো চুলে মেঘ সব !

পশ্লায় পশ্লায় কণ ধর্‌ গো :

কালো চোখে বিদ্যুৎ,

কোনোখানে নেই খুঁৎ,

অদ্ভুত ! অদ্ভুত ! তুই স্বর্গ !

আরো কাছে আয় তুই

কালো চোখে চোখ থুই,

ভুলে থাকি দিন-ছুই দুনিয়ার সব,

বিদায়-আরতি

শুধু হাসি আর গান

শুধু সারঙের তান

ভালোবাসাময় প্রাণ—শুধু উৎসব ।

কে গেছে কে যায় আর

অতশত ভাবনার

ফুরসুৎ নেই আজ নেই, বন্ধু !

তুমি আছ এই খুব,

ধ্যানে ধ'রে ওই রূপ

ভরপুর চিত্তের সব তত্ত্ব ।

এ মিলনে, অশ্রুর

মেশে যদি খাদ্ সুর

কি হবে তা' ? হয় বা কি ভেবে বিস্তর ?

কেয়া-গুঁড়ি তবে মাখ ,

তুলে নে রে লাখে লাখ্

জুঁইফুল,—বিল্কুল চূলে তুই পর ।

আমি দেখি তন্ময়

চেয়ে চেয়ে মন্ময়

শত তারা যাক্ হেসে লাখ ইন্দু ;—

যদিও এ বাদলায়

ঝাঁঝিঁ-ডাকা কাজলায়

নেই চাঁদ,—জ্যোৎস্নার নেই বিন্দু ।

— — —

ঘুম্ভী নদী

ঘুরে ঘুরে ঘুম্ভী চলে, ঠুম্‌রী তালে ঢেউ তোলে !
বেল্-চামেলির চুম্‌কি চুলে, ফুলেল হাওয়ায় চোখ্ ঢোলে !
কুড়্‌ক্ পাখীর উলুর রবে ঘুম ভাঙে তার, দিন কাটে,
ক্ষীরি-দোয়েল্-শালিক-শামা-বুল্‌বুলিদের কন্‌সাটে !
শণের ফুলে ছিটিয়ে সোনা শরৎ তারে সাজিয়ে যায়,
ভিণ্ডি-ফুলের কনক জবা তার নিকষে যাচিয়ে যায় ।
হেমন্ত ভেট ছায় তাহারে আনন্দে দুই হাত ভরি'
মুক্তো-ফাটা গাজর-ফুলের চিকণ চারু ফুলকরী !
শিশির আসে নীল আকাশে বকাণ্‌ ফুলের বক-ধ্বজা,—
উড়িয়ে ঘোষে ফুল্‌ মূলুকের নিত্যদিনের নগরোজা !
সমারোহ সর্ষ-ক্ষেতে জর্দা-ফুলের একজাইএ—
খেলাঘরের খাস্‌ গেলাসের জলুস্‌ বাঁধা-রেশনাই এ !
ঘুরে ঘুরে ঘুম্ভী চলে রিম্‌ঝিমিয়ে মন্তরে,
দিনের আলোর ফুল্‌কিগুলি বুক জুড়ে তার সন্তরে !

*

*

*

ঘুম্পাড়ানি ঘুম্ভী নদী ঘুমিয়ে কি তুই পথ চলি,
ঘুমের ঘোরে ঘুরিস্‌ শুধুই স্বপন-পুরীর বোল্‌ বলিস্‌ !
তুই কিনারায় ফুলের ফসল, পর্ণে শাড়ী ফুল-পেড়ে,
আমের ছায়া নিমের ছায়া এড়িয়ে আগে যাস্‌ বেড়ে ;
বসন্তে তোর ডাইনে বাঁয়ে ফুলের ধুলোট, ফুলের বান,
মগজ ভরে মন হরে তোর সাত-আতরের ঐকতান !
জুলুম শুরু করলে নিদাঘ আঙ্রা-ঝুরো ছুটিয়ে লু,
শিরীষ-চাঁপার অঞ্জলিতে দিস ঢেকে তুই তার চিলু ।

বিদায়-আরতি

কাজরী যখন গায় মেয়েরা, বাদল-মেঘে থির কাজল,
অটেল্ কেয়ার পরাগ মেখে তুই হ'য়ে যাস্ কেওড়া-জল ।
খোস্বায়ে তোর খুসীর হাওয়া সোঁতের পিছন সঞ্চরে,
ফুলগুলো ধায় ফড়িং হ'য়ে উড়ন-ফুলের কপ ধ'রে !
ঘুরে ঘুরে ঘুম্তী চলিস্ ঝুম্কে'-ফুলের বন দিয়ে,
টেউ-ঝিলিকে মাণিক জ্বলে চাঁদের নয়ন নন্দিয়ে ।

*

*

*

সঙ্গীতে তোর তৈরী শরীর রঙ্গ-বীণার রঙ্গিণী !
অল্-গজলির গজল-গানের তুই যে চির সঙ্গিনী !
কৃষ্ণকে তুই করিস্ কবি, কর্ তবে মন চমৎকার,
নূপুর পায়ে চলিস্ মৃদু ছলিয়ে কনক-চন্দ্রহার !
সুলতানেদের সুলতানা তুই, নবাব-বেগম রাজ-রাণী—
অপ্সরা তুই, উর্বশী তুই, চার যুগই তোর প্রেমবাণী !
ছুই হাতে তোর ডালিম-আনার, ভুট্টা-জনার ছড়িয়ে যাস্,
অড়র-চানার মাঝখানে তোর যোজন-জোড়া ফুলের চাষ ।
মস্জিদে তোর টিয়ের মেলা, মন্দিরে তোর চন্দনা,
পিক আহেরী-ময়না মিলে গায় তোমারি বন্দনা ।
আনন্দে নীলকণ্ঠ-পাখী বেড়ায় উড়ে তোর তীরে,
মাছরাঙাকে চম্কে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠে তিত্তিরে !
ফুল-ক্ষেতে আর ফুল-খামারে শঙ্খচিলের আস্তানা—
মুখ-চোখে ঠিক ফুল-বিলাসী সুলতানেরি ভাবখানা ।
ঘুরে ঘুরে আস্ছে তারা, ভাস্ছে ফুলের মুখ চেয়ে,
ঘুরে ঘুরে ঘুম্তী চলে ঘুম-নিঝুমের গান গেয়ে ॥

জাফ্রানিস্থান

যে দেশেতে চড়ুই-পাখীর চাইতে প্রচুর বুল্‌বুলি,
যেথায় করে কাকলি কাক নীনস নিজের বোল্‌ ভুলি',
বারোমাসেই সরল ঘাসে সবুজ যেথা ঘরের চাল,
চালে চালে ফুলের ফসল চুম্বকী-চমক নিতাকাল,
ভূজপাতার ঠোঙায় যেথা আঙুর বেচে সুন্দরী,
হাজার হাজার হৈমবতী বেড়ায় যেথা রূপ ধরি',
পথে ঘাটে রূপ-শতদল পাপড়ি যেথা ছড়িয়েছে,
গিরিরাজের বৃকের পাঁজর আলোক-লতায় জড়িয়েছে,
কোমল-কঠিন মিলছে যেথায় আঙুরে আর আখরোটে,
ভুঁই-টাপারি সহি-স্মৃতি জাফ্রানে নীল ফুল ফোটে,
শৈল-শ্লেটে অলখ্ আঙুল যেথায় দাগা বুলিয়ে যায়,
বলাকা-বকফুলের মালা বিনি-স্মৃতায় ছলিয়ে যায়,
পাহাড়-কোলের ফাঁকগুলি সব যেথায় তরল-সুর ভরা—
দিকে দিকে নূপুর-পায়ে নামুছে ঝোরা শঙ্করা,
হাওয়া যেথা মেওয়ার সামিল, মেওয়া সে অফুরন্ত,
একলা ঝিলম্ব একশো যেথা, শান্ত এবং ছরন্ত !
যেথায় লুকায়—মন্ত্রে যেন—ক্রান্তি যত কায়-মনের,
চিড়-খাওয়া হাড় হয় সে তাজা বাতাস লেগে চীড়-বনের,
বনে ফোটে বনপুষ্প ফুল, পদম ফোটে পল্লবে,
ধূপের গন্ধে আমোদ করে ধূপী-বনের জঙ্গলে,
ফল্‌সা চেয়ে আঙুর সুলভ, ফুলের জল্‌সা রোজ দিনই,
ঝাঁকে ঝাঁকে গুলাব ফোটে, ফোটে গুলেল্‌ যোস্মিনী,

বিদায়-আরতি

লাখে লাখে ম্যজারমণ্ডি গিলাস্-ফুলের খাস্-গেলাস্,
শোষম্-ফুলের নীল সুষমায় আকুল যেথা হয় আকাশ,
মর্ত্তো যাহার নাই তুলনা, তাই যারে কয় ভূস্বর্গ,
মুক্ত ওরে ! দু-হাত ভ'রে দে তুই তারে দে অর্ঘ্য ।

* * *
গোগর-ঝাউয়ের গোকর্ণ-ছাঁদ শাখার তুষার সর্ভেতেছে,
শালের পশম ঝল্‌মলিয়ে ছাগলগুলি চর্ভেতেছে,
শিস্ দিয়ে যায় রাখাল-ছেলে গুজর এবং গকরে,
লাফিয়ে হঠাৎ হাস্‌তে থাকে উছট্‌ খেয়ে টকরে,
ধান চলেছে চাল চলেছে পশমী মোটা বস্তাতে,
মোদো হ'য়ে উঠছে মেতে আপেল-পেয়ার বাস্তাতে,
কঙ্কা-ছাদে নক্সা এঁকে চলছে বৈঁকে ঝিলম্‌ গো,
ফুস্‌ছে ফেনায় সাপবাজী তার দিন-দেওয়ালির কি রঙ্গ !
ঘূর্ণি ঘুরে চকী কেটে চলছে কোথাও ঝড়-গতি,
ঝঙ্কারে তার ঝঞ্ঝা বধির মঞ্জীরে ছড়ায় মোতি,
ঝম্‌ঝমিয়ে যায় রূপসী চাঁদি-রূপার পায় তোড়া,
ফুলিয়ে হোথ। তুলিয়ে কেশর বার হ'ল ওর সাতঘোড়া,
চলছে নেচে কাঁচিয়ে কেঁচে পাহাড়গুলোর অচল ঠাট,
ওঠা-নামার নাগর-দোলায় তুলিয়ে আঁচল পাগল নাট,
তুঁত-পাহাড় আর খয়ের-পাহাড় পাহাড় সাদা ফট্‌কিরি,
নশ্টি রঙের পাহাড়গুলো ভস্ম হেন যায় চিরি',
গৈরিকে সে সাজ্‌ছে কোথাও, মাজ্‌ছে কোথাও নীল পাথর,
জম্‌কে এসে থম্‌কে হঠাৎ ঘোম্টা টেনে হয় নিথর ।

* * *
কঠোর বৃসর নয়কো উষর পাথর হেথা উর্বরা,
এই পাথরের স্তরে স্তরে ফসল ফলে বুক-ভরা,

জাফ্‌সানি স্থান

এই পাথরের পাটায় পাটায় স্বর্গ হ'তে বারম্বার
লক্ষ্মী নামেন, ঐ দেখ গো পৈঁঠা-পাঁড়ি আসন তাঁর !
উথলে দিতে সোনার সরিৎ হরিৎ-বেশে উদয় হন
এই কঠোরের ঘাটে ঘাটে রানায় রানায় তাঁর চরণ !
এই কঠোরে কোমল ক'রে ফসল ফলায় কাশ্মীরী,
অন্ন আয়ু আদায় করে এই পাথরের বুক চিরি' !

*

*

*

পৌছেছি গো পৌছেছি আজ গিরিরাজের অন্তরে,
শিবের বিয়ের ওই যে টোপব ওই যে গো বিরাজ করে,
ঐ যে 'হরমুকুট' উজল ঐ যে চির-চমৎকার,
বেড় দিয়ে ভুজঙ্গ-সাথে গঙ্গা আছেন অঙ্গ যাব,
ঐ যে 'নাক্সা' ঐ যে ধিঙ্গি ঐ যে নন্দী ভঙ্গী সব,
নিচ্ছে মনে আজ বা মোরা শুনব শিবের শিঙাব বব,
মূর্তিমতী হৈমবতী কবির কন কাশ্মীরে,
ফুটেছে এই সোনার কমল গিরিরাজের বুক চিরে,
তপের তাপের শেষ নাহি এব, শিবের আশা-পথ চেয়ে,
ছুঃসহ ক্লেশ সইল কত উষা-প্রভা এই মেয়ে ।

*

*

*

সার দিয়েছে সফেদ তরু দীর্ঘ পথের দুই ধারে,
লক্ষ ময়ূরপুচ্ছ-চামর হেল্ছে হাওয়ার সঞ্চারে,
সবুজ ঘাসেব গাল্ছে, 'পরে গাব্বা পাতে সুন্দরী,
গাছের ছায়ায় গাব্বা—তাতে টুকুরো রোদের ফুলকরী,
চীনার গাছের ধবল বাহু মেল্ছে পাতার পাঁচ আঙুল,
দেবের ভোগা ফল্ছে গো সেব, ফুটেছে হোথা আনার-ফুল,

বিদায়-আরতি

বাদাম-গাছের পাংলা পাতায় লাগছে হাওয়া দিক্-ভোলা,
হাসছে আলো আকাশভরা, হাসছে হাসি দিল্-খোলা ।

*

*

*

সপ্তসেতুর শহরে আজ নূতন হিমের পড়ছে ঘের,
শৈল-পটে বরফ-হরফ নূতন কে গো লিখছে ফের,
হ্রদের জলে কমল লুকায়—মন্ত্রে যেন যায় উড়ে,
পদ্মফুলের পাপড়ি শুকায় পদ্মপাতার কোল জুড়ে',
শিঠিয়ে ওঠে কাঁটার মালা বেগ্নি পাতায় পানফলের,
ট্যাপের ট্যাঁপা ফলগুলো সব শীতের শাসন পাচ্ছে টের,
সর্ষেফুলের ঝাঁঝালো মউ, পদ্মফুলের মউ মিঠে,—
মৌমাছির ভিয়েন্ করে, নেই অপচয় এক-ছিটে,
ভাসা ক্ষেতে খাটছে চাষা শেষ-ফসলের তদ্বিরে,
কাংড়িতে ফের ভরছে আগুন বুড়োবুড়ী গম্ভীরে,
হাঁজীর মেয়ে আজকে সাঁঝে প্রাচীন কাঁথা জড়িয়েছে,
শীতের বাতাস প্রাচীন গাথা পাণ্ডু পাতা ছড়িয়েছে,
বরফি-কাটা ক্ষেতের পরে জাফরানে ফুল ফুটল রে,
শিশির-জলে ঘুম-জড়ানো চোখের ঘুম কি টুটল রে !
নীল-লোহিতের বিভূতি ওই লেগেছে আজ আস্মানে,
লেগেছে যোস্মিনীর ফুলে, আর লেগেছে মোর প্রাণে,
নীলের কোলে সোনার কেশর, নীলসুখেতে' স্পন্দমান,
নীলপাহাড়ের ফুলদানীতে প্রফুল্ল জাফ্রানিস্থান ।

আলোর পাথর

কে বাজালে মাঝ-দিনে আজ প্রহর-রাতের সুর সাহানা !
শঙ্খ-গোর মেঘের মেলায় শঙ্খ-চিলের মিলায় ডানা ;
জর্দা-কাঠির গম্বুজেতে ময়না জেগে স্বপ্ন দেখে,
শিউলি-ফুলি হাওয়ায় ভেসে ঘাসের ফুলে ফড়িং ঠেকে !

গাছের গোড়া গোল্টি ক'রে নিকিয়ে ছায়া ছায় নিভতে,
সেই চাতালে রাখাল আসে একটুকু গা গড়িয়ে নিতে ।
জলের তালে ঢুলছে মাঝি বাঁধা নায়ের ছই-তলাতে,
টুনটুনি ধায় একলা কেবল করম্চা-ডাল টল্‌মলাতে ।

পালান্-ছোঁয়া শাঁওলা ঘাসে বাছুর গরু চরছে পালে,
নাড়িয়ে ছ'কান তাড়িয়ে মাছি লোটন্-ল্যাজের ছেপ্‌কা-তালে,
দীঘির জলে রূপোর ঝিলিক দেখছে ব'সে মাছরাঙা সে,
ঢল্-নামা জল থিতায় গাঙের,—যায় ছাখা তার পাড় ভাঙা যে

পতর-আঁটা গতর নিয়ে চলছে গেতো বোঝাই-ভরা,—
মাঝাই বেলার গোড়েন্ সুরে গোড় দি়য়েছে নেইক বরা ।
দূর কিনারায় পঁজর-খোলা মেরামতের নৌকাখানা
প'ড়ে প'ড়ে খেয়াল ছাখে বত্বাদিনের প্রলয় হানা !

চরের পরে ঝিমায় কাছিম. চোখের পাতে মোতির দানা,
পিঠেতে তার ঝিমায় ব'সে শামুক-খুলি পাখীর ছানা ।
মরালী ধায় লহর তুলে মরাল তাহার ফেরে পাছে,
দোলন-চাঁপার নিখর মোহে মগজটা তার ভ'রে আছে ।

বিদায়-আরতি

মাজা আলোয় সাজন সাজে, বিজন গেহে মুগ্ধ চোখে,—
বাজন বাজে বৃকের তালে, আয়নাতে মুখ দেখছে ও কে !
আতর-ভরা চাওনি দিয়ে আপনাকে ও বরণ করে,
চাঁপাই আলো সাত ঝরোকায় ঝাঁপায় রে ওর চরণ পরে ।

আলোর আতর থিতিয়ে বুঝি এই অপকৃপ রূপ পেয়েছে,
রূপের ধূপের সৌরভে আস্মান ছেয়েছে—প্রাণ ছেয়েছে,
আস্মানে আর পরাণে আজ সোনার পোড়েন্ সোনার টানা,
শুক্রি-ধবল মেঘের মেলায় হংস-মিথুন মিলায় ডানা ।

কয়াধু

[দিতি ও কশ্যপের পুত্র অশুর-সম্রাট হিরণ্য-কশিপুর পত্নী কয়াধু !
ইনি জম্বিনীর কন্যা ও মহিষাসুরের ভগিনী । ইহার চারি পুত্র—প্রহ্লাদ,
সংহ্লাদ, হল্লাদ ও অনুহ্লাদ ।]

কার তরে এই শয্যা দাসী, রচিস্ আনন্দে ?
হাতীর দাঁতের পালঙ্কে মোর দে রে আগুন দে ।
পুত্র যাহার বন্দীশালায় শিলায় শুয়ে, হায়,
ঘুম যাবে সে দুধের-ফেনা ফুলের-বিছানায় ?
কুমার যাহার উচিত ক'য়ে সয় অকথা ক্লেশ,
সে কি রাজার মন ভোলাতে পর্বে ফুলের বেশ ?
ছলল যাহার শিকল-বেড়ীর নিগ্রহে জর্জর,
জম্বলিকা ! রত্ন-মুকুট তার শিরে দুর্ভর !
পার্ব না আর কর্তে শিঙার রাখতে রাজার মন,
জঞ্জালে ডাল্ জঞ্জাল-জাল রাণীর আভরণ ।

করাধু

ফণীর মতন রাজার দেওয়া দংশে মণিহার,
যম-যাতনা এখন এ মোর রম্য অলঙ্কার !
কেয়ুর-কাঁকণ শিথ্লে দে রে, খুলে দে কুণ্ডল,
শিথ্লে দে এই মোতির সীঁথি শচীর আঁখিজল !
রাণীত্বে আর নাই রে রুচি—নাই কিছুরই সাধ,
যে দিকে চাই কেবল দেখি লাজ্জিত প্রহ্লাদ !
যে দিকে চাই মলিন অধর, উপবাসীর চোখ,
যে দিকে চাই গগন-ছোঁয়া নীরব অভিযোগ,
যে দিকে চাই ব্রতীর মূর্ত্তি নিগ্রহে অটল,
সাপের সাথে শিশুর খেলা,—মন করে বিহ্বল ।
মারণ-পটু মার্ছে বটু—মার্ছে বাছারে.
শস্ত্রপাণি দিচ্ছে হানা বালক নাচারে,
কাঁটায় গড়া মার্ছে কোড়া ছুধের ছেলের গায়,
ছাখ্ রে রাগা দাগ্ড়াতে ছাখ্ আমার দেহ ছায় !
প্রাণের ক্ষতে লোহর ধারা ঝরছে লক্ষ ধার,
আর চোখে নিদ্ আসবে ভাবিস্ পালঙ্কে রাজার ?
গুমে গুমে পুড়ে যেন যাচ্ছে শরীর মন,
ক্লান্ত আঁখি মুদলে দেখি কেবল কুস্বপন,
পাহাড় থেকে আছড়ে ফেলে দিচ্ছে পাথরে—
প্রহ্লাদে মোর ; দিচ্ছে ঠেলে সাপের চাতরে ।
জগদ্দলন পাষণ বুকে ফেলছে তরঙ্গে,
চোরের সাজে সাজিয়ে সাজা চোরেরি সঙ্গে !
নির্দোষেরে খুনীর বাড়ি দিচ্ছে রে দণ্ড ।
কালনেমি, কবন্ধ, রাহু দৈত্য পাষণ্ড ।
কভু দেখি ফেলছে বাছায় পাগ্গলা হাতীর পায়—
বিদ্রোহীদের প্রাপ্য সে আজ নিরীহ জন পায় !

বিদার-আরতি

চক্ষুচোখে রক্ত ঝরে দারুণ সে দৃশ্যে,
মর্শ্চোখে কেবল দেখি.....নৃসিংহ বিশ্বে !

*

*

*

হায় ক্ষমতার অপপ্রয়োগ !...হাহা রে আফশোষ,
অপ্রযুক্ত দণ্ড এ যে,....জাগায় বিধির রোষ !
কি দোষ বাছার বুঝতে নারি, অবাক চোখে চাই,
ইচ্ছা করে এ দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও যাই—
অন্য কোথাও—অন্য কোথাও—এ রাজ্যে আর নয়,
ভাগ্যে আমার স্বর্গপুরী হ'ল ভীষণ-ভয়,
চোখের আগে কেবল জাগে ছেলের মলিন মুখ,
খড়্গে জেতা স্বর্গপুরে নাই রে স্বর্গ-সুখ ।
বুঝতে নারি কী দোষ বাছার,....ভাবি অহর্নিশ,
যণ্ড গুরুর শিক্ষা পেয়েও যণ্ডামি তার বিষ,....
এই কি কসুর অপাপ শিশুর ? হায় রে কে জানে,
বিহ্বলতায় বিকল করে এ মোর পরাণে । ..
ফিরে এল শিক্ষা-শেষে শিশু পুলক-মন,
ভীষণ সাপের আবর্তে হায় এই সমাবর্তন !
প্রশ্ন হ'ল—“কি শিখেছে ?” রাজার সভা-মাঝে
কয় শিশু—“তঁার নাম শিখেছি রাজার রাজা যে ;
যাঁর আদি নাই, অন্তও নাই, যে-জন চিরন্তন,
সত্য-মূর্তি স্বতঃস্ফূর্তি অরূপ নিরঞ্জন,
তিন ভুবনের প্রভু যিনি, প্রভু যে চার যুগে,
শিখেছি নাম জপ্তে তাঁহার, গাইতে সে নাম মুখে ।”
ছেলেব বোলে রুষ্ঠ রাজা দেবত্ব-লোভী,
ছেলের দেব-প্রেমে ছাখেন বিদ্রোহ-ছবি ।

কথাধু

বিধির বরে দেবতা-মানুষ-পশুর অবধ্য
মাতেন পিয়ে অহঙ্কারের অপাচ্য মদ্য ।
ভাবেন মনে “হইছি অমর” অবধ্য বলেই !
পরের বধ্য নয় ব’লে, হায়, মৃত্যু যেন নেই !
দেবতা-মানুষ-পশুর বাইরে কেউ যেন নেই আর
বলের দর্পে দণ্ড দিতে ; এমনি ব্যবহার !
দাবী করেন দেবের প্রাণা যজ্ঞ-হবির ভাগ,
ভগবানের জয়-গানে হায় বাড়ে উহার রাগ !
উনিই যেন রুদ্র, মরুৎ, উনিই সূর্য্য, সোম,
ক্ষণস্থায়ী রাজ্যমদে দণ্ডধারী যম ।
ইন্দ্র উনি ইন্দ্রজয়ী, জয়ন্ত, জিষ্ণু,
একলা উনি সব দেবতা, নাসত্য, বিষ্ণু ।
ছেলের বোলে ক্রোধোন্মত্ত দৈত্য ধুরন্ধর,
“আমান আগে অথো বলে ত্রিভুবনেশ্বর !
রাজদেবী অমন ছেলে, ফল বা কি জীয়ে ?
ডুবিয়ে দেব নির্যাতনের নরক সৃজিয়ে ।
খর্ব্ব করে রাজায় যে তার রাখ্বে না মাথা,
দণ্ডবিধান কর্বে, স্বয়ং আমিই বিধাতা !”
বাক্য শুনে বালক বলে বিনয় বচনে—
“হৃদয় আমার নিরত যঁার অর্ঘ্য-রচনে,
পিতার পিতা মাতার মাতা রাজার রাজা সেই,
সত্য তিনি নিত্য তিনি তাঁর তুলনা নেই ;
পিতা গুরু, ... মান্য করি, ... শ্রদ্ধা দিই ভূপে, ...
তাই ব’লে হায় ভুলতে নারি সত্য-স্বরূপে ।
আত্মা ... আপন বিশিষ্টতা ... কর্বে না ক্ষুণ্ণ, ...
স্মরণে যঁার মরণ মরে, ... কৌর্তনে পুণ্য, ...

বিদায়-আরতি

সে নাম আমি ছাড়ব নাকো, ছাড়ব না নিশ্চয় ;
অঙ্গে যিনি, অস্ত্রে তিনি,—শাস্তিতে কি ভয় ?”
কথার শেষে কোটাল এসে বাঁধলে ক’সে তায়,
শান্ত শিশু হাসল শুধু শিষ্ট উপেক্ষায় ।
চ’লে গেল শাস্তি নিতে নিরীহ প্রহ্লাদ—
আত্মলাভের মূল্য দিতে প্রহারে সাহ্লাদ !
মিনতি-বাল্ বল্তে গেলাম দৈত্যপতির
বিমুখ হ’য়ে, আঁকড়ে বুকে নিলাম ক্ষতিরে,
ছেড়ে এলাম সভাগৃহ বাক্য-যন্ত্রণায়
সিংহাসনের আসনে ভাগ ঠেলে এলাম পায়,
ভাব-দেহে যাই লাগল আঘাত, হায় রে কয়াধু,
স্থূল-শরীরও মরিয়া হ’ল, টিকল না যাহু ।
চ’লে এলাম রাজ্য রাজা ডুবিয়ে উপেক্ষায়,—
সত্য যেথা পায় না আদর চিত্ত বিমুখ তায় ।
আমার পথে দেখে এলাম কেবল অলক্ষণ,—
বিশ্বিল মোর বিধবা-বেশ স্তম্ভ অগণন !
ব্যাকুল চোখে চাইতে ফাঁকে চোখ হ’ল বন্ধ,
মশানে স্ব-মুণ্ডে লাথি ঝাড়ছে কবন্ধ !
ক্ষিপ্ত-পারা আকাশে চাই, সেথায় দেখি হায়,
রক্ত-স্নাত সিংহ-শীর্ষ পুরুষ অতিকায়,
অঙ্গে তাহার লুটায় কে রে মুকুট-পরা শির,
সিংহনখে ছিন্ন অস্ত্র চৌদিকে রুধির !
হু’হাতে চোখ ঢেকে এলাম অন্ধ আশঙ্কায়
ভিত্তি-পরে কপাল ঠুকে কেবল প্রতি পায় ।
সেই অবধি শুন্ছি কেবল অন্তরে গুর্গুর্
বিশর্জনের বাজনা বাজায় বিপর্যয়ের সুর,

টলছে মাটি নাগ বাসুকী অধর্মেরি ভার
 হাজার ফণা নেড়ে করে বইতে অস্বীকার ।
 যে বিধি নয় ধর্ম্য, বুঝি, তার আজি রোখ-শোধ ;
 বিধির টনক নড়ায় শিশুর শিষ্ট প্রতিরোধ ।
 বিধি-বহিষ্কৃতের বিধি মানবে না কেউ আর,
 ওই শোনা যায় জন্তুলিকা ! নৃসিংহ-ভঙ্কার !
 রেখে দে তোর শয্যা-রচন রাণীর পালঙ্কে,
 হৃষীকেশের শাঁখ হৃদে শোন্ হর্ষে—আতঙ্কে !
 ভীষণ মধুর রোল উঠেছে রুদ্র আনন্দে,
 সুখের বাসায় সুখের আশায় দে রে আগুন দে ।
 ছুঃখ বরণ করেছে মোর নির্দোষী প্রহ্লাদ,
 সেই ছুখে আজ আঁকড়ে বুকে চল্ করি জয়নাদ ।
 আত্মা চাহে শিশুর রূপে প্রাপ্য যাহা তার,—
 বিদ্রোহ নয় বিপ্লবও নয় ত্রাণ্য অধিকার ।
 উচিত ব'লে দণ্ড নেবার দিন এসেছে আজ,
 উচিত ক'রে পর্তে হবে চোর-ডাকাতেঁর সাজ,
 চিত্ত-বলের লড়াই শুরু পশু-বলের সাথে,
 বত্মা-বেগের হানার মুখে কিশোর-তনুর বাঁধ !
 প্রলয়-জলে বটের পাতা ! চিত্ত-চমৎকার !
 তীর্থ হ'ল বন্দীশালা, শিকল অলঙ্কার ।
 খেদ কিছু নাই, আর না ডরাই, চিত্তে মাইভঃ রব ,
 উচিত ব'লে বন্দী ছেলে এ মম গৌরব !
 কয়াধু তোর জনম সাধু, মোছ রে চোখের জল,
 রাজ-রোষেরি রোশনায়ে তোর মুখ হ'ল উজ্জল !

মল্লিকুমারী

[ইনি মথুরার রাজকন্যা ; মতান্তরে মিথিলার । মহাবীর, পার্শ্বনাথ, শীতলনাথ, শান্তিনাথ, ঋষভদেব প্রভৃতির গায় ইনি একজন জৈন তীর্থঙ্কর । চব্বিশজন তীর্থঙ্করের মধ্যে নারী-তীর্থঙ্কর এই একজন মাত্র । মল্লিকুমারীর আবির্ভাব কাল বুদ্ধদেবের অনেক পূর্বে ।]

সকল প্রাণীতে সমান দৃষ্টি,—

কারো প্রতি মোর বৈর নাহি ;

অজানিতে যদি ঘটে অপরাধ

কীটেরও নিকটে ক্ষমা যে চাহি ।

ছেড়েছি হরিষ-বিষাদের বিষ,

ছেড়েছি সকল উৎসুকতা,

রতি-অরতির ঘুচেছে দ্বন্দ্ব,

মোহের বন্ধ ছিন্ন-লতা ।

অশোকের তলে একাকী বিরলে

করি' তপস্যা পদ্মাসনে,

গেছে দীনভাব, ভীরুর স্বভাব,

সকল শোচনা গেছে তা' সনে ।

বিমল শ্রদ্ধা-নীরে নিরমল

চিত্তে অহিংসা নিয়েছি ব্রত,

সায় হ'য়ে আসে কলুষ-কষায়

নিশি-শেষে দুঃস্বপ্ন মত ।

শুষ্ক-ধ্যানের সাগর-বেলায়

আছি দাঁড়াইয়া শাস্ত-ঐশি,

তবু মনে হয়—এখনো সময়

হয় নি, কি যেন রয়েছে বাকী ।

মল্লিকুমারী

হে অশোক ! মোর তপের সাক্ষী,
তুমি জানো মোর সকল কথা,
স্তব্ধ বৃক্ষ ! তোমার তলায়
সিদ্ধ-শিলার পাই বারতা ।
নিদাঘে দহিয়া, বাদল সহিয়া
জীর্ণ করেছি দেহের দ্রোহ,
গুণ-স্থানের দ্বাদশ সোপানে ;
তবু নয় উপশান্ত মোহ !
তবু সংশয়, তবু মনে হয়
মৈত্রী এ মোর সর্বভূতে
এ শুধু নারার মাতৃ-হিয়ার
মমতা,—দূরে না যায় কিছুতে ।
বর্জন যারে করেছি কঠোরে,
সে এসেছে চুপে ছদ্মবেশে,—
স্নেহ ঘন মোহ-বন্ধন-জালে
জড়ায়ে আমায় বাঁধিতে শেষে !
অগাধের মীন, পথের পিপীলি'
হ'য়ে ওঠে ক্রমে পুত্রসম ;
অশোক ! অশোক ! ফুটাও আলোক,
ভাবনার গ্লানি নাশো এ মম ।
খেলাধরে ছিল পুতুল যাহারা
সব স্নেহ মোর দখল ক'রে
মিনতি করিল মা হ'তে তাহারা
একদা নিশীথে স্বপ্নঘোরে ।
মূর্তি ধরিয়া আমারে সাধিল
আমার হিয়ার মাতৃস্নেহ ;

বিদায়-আরতি

আমি কহিলাম, “বাছারে অ-নাম !
তোদের যোগ্য নাই যে গেহ ।
কঠিন এ ধরা কঙ্কর-ভরা,
নবনীর চেয়ে কোমল তোরা,
ঘুমাইয়া থাক্ এ হৃদি-কমলে
পরিমল-ঘন স্বপন-ডোরা ।
ফিরাইয়া চোখ ফুলাইয়া ঠোঁট
মিলাইয়া গেল মূর্তমায়া,
মমতার ক্ষীর-সায়রের জলে
লীলা-কুতূহলী লুকাল কায়া ।
কেঁপে গেল বুক, মমতার ভুখ্
স্বপনের পাওয়া হারিয়ে ফেলে
হাহাকারে যেন জাগাল আমায়
আঁখিজলে আঁখি-কবাট ঠেলে ।
স্বপ্ন-শিশুর স্নেহে অজানিতে
নেমেছিল যেই পীযুষ-ধারা,
অজানিতে গেল ফিরে সে আবার,
সারা দেহ-মনে হ’ল সে হারা !
না পেয়ে আধার অমৃতের ধার
শিরে উপশিরে মিলাল চুপে,
আজ মনে হয় হ’ল সে উদয়
হৃদয়ে বিশ্ব-মৈত্রী-রূপে ।
ঘুম পাড়াইয়া যারে ঘুমন্তে
রেখেছিল হৃদি-পদ্যপুটে,
মনে হয় সেই জলে মহীতলে
শত রূপে আজ উঠেছে ফুটে ।

মল্লিকুমারী

তুণে অন্ধুরে সেই তুষাতুর—

থাকে পথ চেয়ে, মনেতে মানি,
নিত্য তাদের তৃষ্ণা মিটাই

কলসে কলসে সলিল আনি' ।

পাখী হ'য়ে আসে করিয়া কাকলি

যেন জানেনাক' আমায় বিনে ;
পিপীলিকা হ'য়ে ফেরে পায় পায়,

চিনি দিব আমি রেখেছে চিনে ।

মীন হ'য়ে চায় অনিমেষ-আঁখি

আমারি হাতের অন্ন লাগি',
অতলের ডেরা ছেড়ে আসে এরা

যেন রে আমারি মমতা মাগি' ।

মনে হয় এই চির-কুমারীর

মানস-পুত্র ইহারা সবে,
বিশ্বের প্রাণ করে আহ্বান

মোরে নিশিদিন, নীরব রবে ।

মুখ চেয়ে থাকে, মা বলিয়া ডাকে,

ভুলে ভুলে যাই আমি কুমারী ।

এ-কি অনুরাগ-বন্ধন ? হায় !

এ কি অপরূপ বুদ্ধিতে নারি ।

অঞ্জলি যার অন্নের খালি,

তরুতল যার হয়েছে গেহ,

এ কি মাতৃতা-তৃষ্ণা তাহার

এ কি ব্রতঘাতী ছদ্ম স্নেহ ।

অশোক ! অশোক ! খুলে দাও চোখ,

তুমি যে আমার তপের তরু,

বিদায়-আরতি

তোমার ছায়ায় পাব আমি পাব

কেবলী-জ্ঞানের পরম চরু ।

*

*

*

*

এ কি দেখি ছবি ! সাক্ষী-বিটপী

অকালে ফুটায় কুসুমপাঁতি,—

কি বলিতে চায় ?—কলুষ-কষায়

লাগেনি ?—মলিন হয়নি ভাতি ?

তাই এ পুলক ? ফুলের স্তবক

অকালে অশোক তাই ফুটালে ?

দীর্ঘ-বেলার দুখ অবসান,

তপী তরু মোর ভ্রম ছুটালে ।

মিছে সংশয়,—বন্ধন নয়,

নিখিল জীবিতে এই মমতা,

নিখিল জিনের প্রসাদ ঘোষিছে

পুষ্প-তরুর প্রসন্নতা ।

মিছে এ দ্বন্দ্ব কপট-বন্ধ

রচে নাই বাধা হৃদয়ে ঢুকে,

ফলের কামনা নাই এক কণা,

নিদান-শল্য নাই এ বুকে ।

সকল প্রাণীর হিতে এ শরীর

ব্রতধীর হ'য়ে নিয়োজে যেবা,

তার মমতায় নাইক কষায়,

মমতা তাহার মহতী সেবা ।

জয় ! জয় ! জয় ! নাই সংশয়,

টুটেছে সকল ভুল টুটেছে,

মল্লিকুমারী

আমার তপের সাক্ষী-পাদপে

অকালে প্রসাদ-ফুল ফুটেছে ?

জ্ঞান-আবরণ হ'ল রে মোচন,

মোহনীয় কিছু নাইক প্রাণে,

শুরু-ধেয়ানে সঁতারিয়া চলি

অযোগ-কেবলী গুণস্থানে ।

দেহ-কর্পূর যায় কোন্ দূর,

মনে অনন্ত-বলের লীলা,

জ্ঞান অনন্ত, অফুরান্ সুখ,

নাগালে আমার সিদ্ধশিলা ।

মমতার পথে মোক্ষ আমার,

সাধনা আমার ত্রিকাল ভরি',

বিত্ত আমার চির-চারিত্র,

হৃদয়ে ললাটে রত্ন ধরি ।

প্রসূতি না হ'য়ে শত সন্তান

পেয়েছি, হৃদয়ে নিয়েছি টানি' ;

প্রসবের ব্যথা যে খুসী সে নিক

পালনের ব্যথা আমারি জানি ।

যুগলিক-যুগে হয়নি জনম,

যুগল-সাধনা আমার নহে,

সেই সাধনার সার যে মমতা

মনে ভায়, মোর রক্তে বহে ।

নিখিল প্রাণীর পাপ্‌ড়ি মিলায়ে

মমতার কোলে দিয়েছি মম,

নিখিল প্রাণের চন্দ্রমল্লী

এ হৃদয়ে ভায় চন্দ্র সম !

একটি চামেলীর প্রতি

চামেলি তুই বল,—
অধরে তোর কোন রূপসীর
রূপের পরিমল !

কোন রজনীর কালো কেশে
লুকিয়েছিলি তারার বেশে,
কখন থ'সে পড়লি এসে
ধুলির ধরাতল !

কোন সে পরী গলার হারে
রেখেছিল কাল তোমারে,
কোন প্রমদার সুধার ভারে
টুপ্ টুপে তোর দল !

কোন তরুণীর তরুণ মনে
জাগলি রে কোন পরম ক্ষণে,
বাইরে এলি বল্ কেমনে
সঙ্কোচে বিহ্বল !

সুন্দরী কোন বাদশাজাদীর
কামনা তুই মৌন-মদির,
বান্দা-হাটের কোন সে বাদীর
তুই রে আখিজল !

একটি চামেলীর প্রতি

জ্যোৎস্না-জলের তুই নলিনী
পাল্লে তোরে কোন্ মালিনী,
কোন্ হাটে তোর বিকিকিনি
জান্তে কুতূহল !

সব্জে ঝোপের পান্না-ঝাঁপি
রাখতে নারে তোমায় ছাপি' ;
বাতাস দেছে ঘুরিয়ে চাবি
আল্গা মনের কল !

সৌরভে তোর স্বপন বুলে,
বুল্বেলে ছায় কণ্ঠ খুলে,
পাপিয়া মাতাল মনের ভুলে
বক্ছে অনর্গল !

তোর নিশাসের মসক্বরে
মুসাফিরের মগজ ভরে,
ফুটায় মনে কি মন্তরে
খুসীর শতদল !
অধরে তোর কোন্ রূপসীর
হাসির পরিমল !
চামেলি তুই বল্ !

ছুৰ্ভিক্ষেৰ ভিক্ষা

গান

[উচ্চাৰণ সংস্কৃতানুযায়ী, হ্ৰস্ব-দীৰ্ঘ-ভেদে লঘু গুরু :]

আজি নিৰন্ন দেশ বিপন্ন,
ক্লেশ বিষন্ন লক্ষ হিয়া ;
নিষ্ঠুৰ মৃত্যুৰ নীৰব-ছায়া
ছাইল অম্বৰ পক্ষ দিয়া ।

মৰু ধূসৰ প্ৰান্তৰ ওই,
বিমৰ্ষ অন্তৰ, বৰ্ষণ কই ?
আজি ভিখাৰী বালক নাৰী,
প্ৰাণ ধৰে শিশু অশ্ৰু পিয়া !

অতি দুঃসহ দুৰ্গতি বে,
হতাশ শত কক্ষালে ফিৰে !
“কে দিবি অন্ন ?—কে হবি ধন্য ?”—
পুণ্য পথে ফিৰিছে পুছিয়া !

সিঞ্চলে সূর্য্যোদয়

ছুধে ধুয়ে আঁধার-গ্লানি দৃষ্টি যে চাঁদ দিল নিশার চোখে,—
মিলিয়ে দিল পুষ্প-কলির প্রাণ-কুহরের কুহক জ্যোত্স্নালোকে,—
উপল বহু উচল পথে স্নিগ্ধ-উজল জ্বালিয়ে রতন-বাতি
যাত্রীদলের সাথে সাথে মোন পায়ে চলছিল যে সাথী,—
পথের শেষে থম্কে হঠাৎ চম্কে দেখি মাঝ-গগনের কাছে
রাত্রি-দিবার সন্ধি-রেখার অবাক-চোখে সে চাঁদ চেয়ে আছে—
চেয়ে আছে তুষার-রুচি শ্বেত-ময়ূরের পারা,—
হিমে-হানা, কুণ্ঠিত-কায়, শীর্ণ-শিথিল পাখনা, পেখম-হার।

*

*

*

মিলিয়ে গেছে মুখর জগৎ,—তলিয়ে গেছে অতল মোনতাতে,
পেয়েছে লোপ দৃষ্টি-বাধা,—সকল বাধা সকল সীমার সাথে,
সীমার সমাধ আকাশ অগাধ ভিস্ব হেন বিশ্ব-ভুবন ঘিরে
সুপ্তি ঘেরা জন্ম-কোষে ভ্রূণ-গরুড় পোষে হিমাদ্রিরে !
হারিয়ে গেছে হাওয়ার চলা, নিশাস ফালা ফুরিয়ে গেছে যেন,
সঞ্চরে প্রাণ-বায়ু-বিতান গর্ভ-শয়ান শিশুর নিশাস হেন,
বিস্ময়েরি নূতন বিশ্ব স্বপ্নে মৃদু হাসে।
সকল আঁখি পূর্বমুখী অপূর্বেরি অভ্যুদয়ের আশে।

*

*

*

উষার আভাস জাগল কি রে ?—দিনমণির খুল্ল মণি-কোঠা ?
শুকতারাটির শিউলি-ফুলে লাগল ফিরে অরুণ-রঙের বোঁটা ?
পূব-তোরণে চিড়্ খেল কি দিগ্‌বারণের নিবিড় দস্তাঘাতে ?
ধূংরো-ফুলের ডালি মাথায় তুষার-গিরি জাগছে প্রতীক্ষাতে !

বিদায়-আরতি

মুক্তা-ফলের লাবণ্য কি আমেজ দিল মুক্ত নীলাশ্বরে ?

দিগ্‌বধূরা চামর করে আকাশ-আলোর বিরাট হরিহরে ?

অলখ্ পরী উষারতির রত্ন-প্রদীপ মাগে,

আলোক-গঙ্গা-স্নানের লাগি' জহু, কুবের কনকজঙ্ঘা জাগে ।

*

*

*

সোনার কাঠি ছুঁইয়ে দে রে, এ-নিদ্-মহল কার আছে তজ্‌বিজে ?

বিভাবরীর নীলাশ্বরীর আঁচল ওঠে মোতির আভায় ভিজে ?

হোরার কালো চুলের রাশে কোথায় থেকে ধূপের ধোঁয়া লাগে ।

বন্-কপোতের গ্রীবার নীলে জাফরাণী নীল মিলায় অনুরাগে !

পাশ্-মোড়া ছায় স্বপ্নে উষা আধ-খোলা আধ-ফোটা ফুল পারা

সোনা-মুখের হাই লেগে হয় মুহুমুহু আকাশ আপন-হারা !

বরণ গলে, মেঘ-মহলে দোলে কমল-মালা,

ছোপ রেখে যায় সোনার ধোয়াট, নীল ফটিকের বিরাট তোরণ-আলা !

*

*

*

সাগর-বেলায় ছোট্ট ঝিনুক যেমন রঙে সদাই সেজে আছে—

ফুলের ফোটায় ঢেউয়ের লোটারে যে রঙ ধরা ছায়না তুলির কাছে—

ফিরোজ-মোতি-গোমেদ্-চুনী-প্রবাল-নীলার নিশাস চয়ন ক'রে

আমেজ দিয়ে, আভাস দিয়ে, আব্‌ছা দিয়ে আকাশকে ছায় ভ'রে—

ইন্দ্রলোকে রামধনুকে কবির শ্লোকে যত রঙের মেলা

ভুবন ভ'রে নয়ন ভ'রে তেম্‌নি-ধারা লক্ষ রঙের খেলা !

নিসর্গ আজ আচম্বিতে হয়েছে স্বর্গীয় !

অলখ্ তুলি সেচন করে, লোচন হেরে অনির্বচনীয় !

*

*

*

পারিজাতের দল ছিঁড়ে কে ছোট্ট মুঠায় ছড়ায় গগন হ'তে

দেও-ডাঙাতে টিপ রাঙাতে আনন্দে দুধ-গঙ্গাজলের শ্রোতে,

সিঞ্চলে সূর্যোদয়

কোন ব্রত আজ গৌরী করেন রজতগিরির ভালে সিঁদুর দিয়ে,
হেম হ'ল গা শঙ্করের ওই হৈমবতীর পরশ-পুলক পিয়ে !
আড়াল করে মেঘের মালা গিরিবালার ভরম দিতে ঢেকে,
আড়াল করে যবনিকায় মহাযোগীর মনের বিকার দেখে ।

অলে নেভে তুষার-ভালে আলো ফণে ফণে,
সেই আলোকে স্নান করে আজ বসুন্ধরার উচ্চতমের সনে ।

*

*

*

প্রবাল-বাঁধা ঘাটের পারে তরল পদ্মরাগের নিলয় চিরে—
কে জাগে ? উদ্ভিন্ন ক'রে কমল-যোনির জন্ম-কমলটিরে !
কে জাগে? অরুণ-রাগে ব্যগ্র আঁখির পূরিয়ে বাঞ্ছা যত—
বাস্বের চোখের আলোয় ঘেরা বরণমালা তুলিয়ে লক্ষ শত !
একি পুলক ! দ্যুলোক-ভরা ! আলিস্টিছে হর্ষে অনিবার
আমার চোখের চমৎকারে তোমার আলোর চির-চমৎকার !

রোমে রোমে হর্ষ জাগে, জগৎ ওঠে গেয়ে,
চির-আলোর সাগর দোলে চোখের আলোর সঙ্গটুকুন পেয়ে :

বর্ষ-বোধন

তোমার নামে নোয়াই মাথা ওগো অনাম ! অনির্বচনীয় !

প্রণাম করি হে পূর্ণ-কল্যাণ !

প্রভাত পেলে যে প্রভা আজ, সেই প্রভা দাও প্রাণে আমার প্রিয়,
আলোয় জাগো সকল-আলোর-ধ্যান !

বিদায়-আরতি

সন্দেহী সে ভাবছে—তোমার অব্যাহত কল্যাণেরি ধারা
বন্ধুরতায় বিফল নরলোকে,
চর্মচোখের আশী হ'তে দিনে দিনে যাচ্ছে ঝ'রে পারা,
এবার জ্যোতি জাগাও মনের চোখে ।
বীভৎস ছঃস্বপ্ন-ভরে বিশ্ব-হৃদয় উঠছে মুহু কেঁপে,
হাসছে যেন ভৈরবী ভৈরবে ;
ভয়ের মেঘে ঝাপসা আকাশ, ভয়ের ছায়া সূর্য্যেরে রয় চেপে,
সে ভয় প্রভু ! হরো 'মা ভৈঃ' রবে ।
প্রীতি-শীতল এই পৃথিবী প্রেত-শিলা হয় যাদের উপদ্রবে,
রুদ্র-রূপে তাদের কর নত ;
দম্ভাসুরের দম্ভ কাড়ো, মুখে-মধু কৈতবে—কৈটভে—
মাটির তলে পাঠাও কীটের মত ।

*

*

*

রাজ-বিভূতি তোমার শুধু, বিশ্বধাতা ! তিন ভুবনের রাজা !
ইঙ্গিতে যার জগৎ মরে বাঁচে ;
মৃত্যু যাদের করবে ধূলো, বিড়ম্বনা তাদের রাজা সাজা,
পোকার-খোরাক তোমার আসন যাচে !
মানুষ সাজে বজ্রধারী, তোমার বজ্রদণ্ড নকল ক'রে,
স্পর্ধাভরে পূজার করে দাবী ।
জীয়ন্-কাঠির খোঁজ রাখে না, হয় ভগবান মরুণ-কাঠি ধ'রে,
দেবের ভোজো মুখ দিয়ে খায় খাবি ।
যায় ভুলে সাম্রাজ্য-মাতাল কোথায় মিশর, কোথায় আশুরিয়া,
খাল্দি, তাতার, রোম সে কোথায় আজ,
কই বাবিলন, আরব, ইরাণ ? কই মাসিডন, রয় কিনা রয় জীয়া
রথ-পাখীদের জরদগবের সাজ !

হর্ষ-বোধন

কই ভারতের বরুণ-ছত্র—দিগ্বিজয়ীর সাগর-জয়ের স্মৃতি ?

মহাসোনা সুখত্রা আজ কার ?

যব, শ্রীবিজয়, সমুদ্রিকা, বরুণিকা কাদের বাড়ায় প্রীতি ?

সিংহলে কার জয়ের অহঙ্কার ?

প'ড়ে আছে অচিন দ্বীপে হিস্পানীয়ার দর্প-দেহের খোলা—

ঝাঁজরা জাহাজ তিমির পাঁজর হেন,

পর্ভু গীজের সমান ভাগে গোল পৃথিবীর নিলে যে আধ-গোলা

ফিলিপিনায় পিন পুঁতে ঠিক যেন ।

কোথায় মায়ারাষ্ট্র বিপুল মাওরি-পেরু-লঙ্কা-মিশর-জোড়া ?

ছায়ার দেশে বুঝি স্বপন-রূপে ?

হারিয়ে গতি ধাবন-ব্রতী ময়দানবের সিন্ধুচারী ঘোড়া

বাড়ব-শিখায় নিশাস ফেলে চূপে ।

*

*

*

আজ বরষের নূতন প্রাতে আলোক-পাতে প্রাণ করে প্রার্থনা—

ওগো প্রভু ! ওগো জগৎ-স্বামী !—

প্রণব-গানে নিখিল প্রাণে নবীন যুগেব কর প্রবর্তনা,

জ্যোতির রূপে চিন্তে এস নামি' ।

সকল প্রাণে জাগুক রাজা ; যাক্ রাজাদের রাজাগিরির নেশা ;

জগৎ জয়ের যাক্ থেমে তাওব,

ঘুচাও হে দেব ! নিঃশেষে এই মানুষ জাতির মানুষ-পেষণ পেশা,

চিরতরে হোক সে অসম্ভব ।

দেশ-বিদেশে শুনছি কেবল রোজ রাজাসন পড়ছে খালি হ'য়ে,

সে-সব আসন দখল কর তুমি,

মালিক ! তোমার রাজধানী হোক সকল মূলুক এ বিশ্বনিলয়ে,

সত্যি সনাথ হোক এ মর্তভূমি ।

বিদায় আরতি

তোমার নামে নুইয়ে মাথা, অভয়-দাতা ! দাঁড়াক জগৎ-প্রজা
 ঋজু হ'য়ে তোমার আশীর্ব্বাদে,
তোমার যারা নকল, রাজা ! তাদের সাজা আসুছে নেমে সোজা
 যুগান্তুরি ভীষণ বজ্রনাদে ।
অমঙ্গলের ভুজগ-ফণায় মঙ্গলেরি জ্বলছে মহামণি
 কয় মোরে এই বিভাত-বেলার বিভা ;
বিভাবরীর নাই আয়ু আর, বিমল বায়ু বলছে মুকুল গণি'—
 কমল-বনে আসুছে নবীন দিবা !

সর্বদমন

আদি-সম্রাট সর্বদমন—

 পুরাণেতে যঁারে ভরত বলে,
যঁার নামে সারা ভারতবর্ষ
 আজো পরিচিত ভূমণ্ডলে,
শৈশবকালে খেলা ছিল যঁার
 সিংহের দাঁত গণিয়া ছাখা,
প্রতিভার বলে আর্য্য-দ্রাবিড়
 নিবিড় ক'রে যে বাঁধিল একা,
গঙ্গা-যমুনা-সিন্ধু-কাবেরী
 অভিষেক-বারি দিল যে ভূপে,
হিমালয় হ'তে মলয়-নিলয়
 অঙ্কিত যঁার যজ্ঞ-যূপে,

সর্বদমন

দীর্ঘতমার প্রাণের স্বপন

সত্য করিল যে মহামনা,
তাঁর ছেলে হ'ল কুল-কজ্জল !
হায় ! বিধাতার বিড়ম্বনা !

আর্য্য শবর সবার ভরণে
লভিলেন যিনি ভারত নাম,
তাঁর ছেলে হ'ল প্রকৃতি-রক্ষ,
পীড়নে দক্ষ, পালনে বাম !

সমাগরা নব-খণ্ড মেদিনী
পদতলে, তবু রাজা ও রাণী
অশুখে কাটান দিবস যামিনী
রাজ্য কীর্ত্তি বিফল মানি' ।

স্তিমিত প্রদীপে তৈল টোপায়
মণি-ময়ূরের চঞ্চু দিয়া,
স্থলিত-বচন সর্বদমন

মহিষীরে কন গুরু-হিয়া—
“বড় সাধ ক'রে পুত্রের, রাণী !

নাম রেখেছিলে ভুবনমণি,
নিখিল প্রজার মন্যু কুড়ায়ে

আজ সে ভুবন-মন্যু গণি ।
অন্ধ-আতুরে কশাঘাত করে
শৈশব হতে এমনি রীতি,
দৃঢ়তার চেয়ে রূঢ়তা প্রবল,
যুবরাজ হয়ে পীড়িছে ক্ষিতি ।

কোথা হ'তে ত্রুর এল এ অশুর
তোমার গর্ভে, হায়, মহিষী,

বিদায় আরতি

চণ্ডাল-পনা সব কাজে ওর,

আসে অভিযোগ দিবস-নিশি ।

নিখিল প্রজার ওঠে হাহাকার—

কত আর শুনি, কত বা হেরি,

শুধু কলঙ্ক—কেবল পঙ্ক

ওরে ঘিরে যেন হয়েছে ঢেরি !

বেতালের মতো চিত্ত উহার

নিষ্ঠুরতায় নৃত্য করে

ক্ষত্রিয় হ'য়ে খড়্গ হানে ও

ক্ষমা-ভিখারীর কণ্ঠ 'পরে ।

বিধাতার ও যে করে অপমান,

রাজার বাড়ায় পাপের বোঝা,

শত্রুপুরীর কূপে বিষ দিয়ে

জয়ের রাস্তা করে ও সোজা !

তলোয়ার চেয়ে খুনির ছোরায়

আস্থা উহার দেখি জেয়াদা,

এ যে অকার্য্য, এ যে অনার্য্য,

এ যে ধর্ম্মের অমর্য্যাদা ।

নাম নিতে চায় অতি সস্তায়

যুদ্ধ না ক'রে হত্যা ক'রে,

পিতা আমি ক্ষমা অনেক করেছি,

রাজা আমি দিব শাস্তি ওরে ।

রক্ষা-বেতন করিয়া গ্রহণ

সাজা দিতে কত করিব দেরী ?—

দেশের ইচ্ছা—দেশের ইচ্ছা—

ইচ্ছা সে জগদীশ্বরেরি ।

সর্বদমন

মহিষী ! সে মুঢ়ে এনেছি প্রাসাদে—
নিকটে নজর-বন্দী আছে ;
পীযুষ পিয়েছে যার কাছে, আজ
বিষ পিবে সেই তাহারি কাছে ।
স্থির হও, ...ওকি ? দৃঢ় কর মন, ...
ছেলে সে আমারে', ...ভাখো আমারে, ...
গুপ্ত হত্যা করিতে না কহি
বিষ ব'লে বিষ পিয়াবে তারে ।
কুৎসিত এই অঙ্গের ব্রণ—
মমতা কোরো না অঙ্গাঘাতে ;
কুশ্রী করেছে সুনাম মোদের
কুশ্রী করেছে মানুষ-জাতে ।
সেই সম্মান—শতদিকে যেই
ত্রি-কুলের খ্যাতি বাড়িয়ে তোলে,
নিন্দা-পঙ্কে ডোবায় যে নাম
তারে মানিবে কে পুত্র ব'লে ?
দ্বিজাতি ক্ষত্র ; দ্বিতীয় জন্ম
লভে সে ধর্ম যুদ্ধ ক'রে ;
বীরে ও খুনীতে ভেদ যে মানে না
ঠাই নাই তার ছনিয়া-ভোবে ।
ঘৃণ্য সেজন কর্কশা-মন
কুপায় কুপণ কুপাণ-পাণি,
কুপা ক'রে তার দণ্ডের ভার
তোমার হস্তে দিতেছি রাণী !
দয়া করিয়াছি তোমার পুত্রে—
বধ্য মঞ্চে যাব না নিয়ে,

বিদায়-আরতি

যে হাতে খেয়েছে প্রথম অন্ন

শেষ খাওয়া খাবে তাতেই, প্রিয়ে
ক্ষমা করিব না—মিনতি কোরো না—

ক্ষমার সীমার গেছে বাহিরে,
ক্ষমা যদি করি, সকল পুণ্য

এ রাত্ত করিরে গ্রাস অচিরে ।
জীবনের ধারা স্নান করে যারা

তাদেরি লাগিয়া দণ্ড ধরি,
ভয় করি মনুষ্যত্ব-লোপের,

বংশ-লোপের ভয় না করি ।
শ্রায় মর্যাদা রাখিব অটুট,

বিচার করিব সুদৃঢ় মনে,
রাজ্য দূষিত হইতে না দিব

রাজার দেহের ছুষ্ঠ ব্রণে ।

প্রাণের উৎসে দিয়ে যে গরল

অনেক প্রাণের করিল হানি,
ভুল ক'রে তারে দিয়েছ পীযুষ,

সে ভুল ঘুচাও গরল দানি' ।”
সহসা উঠিয়া সর্বদমন,

ধবলিম রুদ্ধাক্ষ হেন—
শব্দে তুলিল সঙ্কতসুর ;

রাণী নির্ঝাক্, প্রতিমা যেন ।
ইঙ্গিতে এল অভাগা পুত্র

ভুবন-মন্থ্য, প্রহরী সাথে ;
ইঙ্গিতে এল বিষের পাত্র—

মা দিবে যে বিষ ছেলের হাতে ।

বিষের পাত্র হাতে নিয়ে রাণী
বারেক চাহিল স্বামীর পানে ;
নিশ্চল রাজা নিয়তির মত—
অমোঘ নির্দেশ নীরবে দানে !
“পান কর, বাছা, কর্মের ফল”
বিকৃত কণ্ঠে কহিল রাণী,
জননীর দান নিল যুবরাজ
অবিকৃত মুখে যুক্ত-পাণি ।
বারেক হানিল বজ্র-চাহনি,
বারেক বাঁকিল অধর ভুরু,
তার পর মুখ মৃত্যু-পাংশু—
মরণের আগে মরণ-স্মরু ;
অধরের পুটে নিল কালকূট,
রাণী দেখে সব ধোঁয়ায় মেশ—
বিহ্বল-ছুরি চেতনার ডুরি
কাটিল সহসা বজ্র হেসে ।
গরলের কাজ করিল গরল,
বিচারক পিতা দেখিল চোখে,
মহিষীর আর সংজ্ঞা হ’ল না
টুটেছে জীবন চণ্ড শোকে ।
সে দিন হইতে কেহ কোনোদিন
হাসি দেখে নাই রাজার মুখে ,
সংসার-সাধ হ’য়ে গেল বাদ,
আত্ম-প্রসাদ রহিল বৃকে ।

*

*

*

বিদায়-আরতি

গেছে কত যুগ, কত দুখ সুখ,
নাই সে সর্বদমন রাজা,
লুপ্ত বংশ, নাম আছে তবু
শ্রায়-ধরমের স্বর্গে তাজা ।

ভোমরার গান

কে আসে গুন্‌গুনিয়ে, চেনে তায় কমল চেনে ।
অরসিক হুল্ চেনে তার, রসিক চেনে রস ভিয়েনে ।
ঝালো তার অঙ্গেরি রঙ.,
মাখা তায় পরাগ হিরণ,
চ'লে যায় বাজে সারং—হিয়ার সোহাগ হাওয়ায় টেনে
আসে যায় আন্মনে ও ছলিয়ে কলি,
চেনে ও ফুল-মুলুকের অলি-গলি ।
ওরি মন্ত্রে কমল
মেলে তার ছায় শত দল,
হৃদয়ের সাত-মহলা খুলে ছায় বন্ধু মেনে ।

তুলে ঢেউ গুঞ্জ-গাথার কুঞ্জে ঘোরে,
মধু-বিষ মিশিয়ে বিধি গড়লে ওরে,
জানে ও হুল ফোটাতে,
জানে ও ভুল ছোটাতে,
পারে ও ফুল ফোটাতে প্রাণের তারে গমক হেনে ।



কোনো নেতার প্রতি

দশে যা' বর্জ্জন করে, লোকে বলে, সেই আবর্জ্জনা .
তাই শিরোধার্য হ'ল ? তাই হ'ল তব উপার্জন ?
বিদেশীর দরজায় পেয়ে উঞ্চ উচ্ছিষ্টের কণা
থেমে গেল অকস্মাৎ তুণ-পুটে সিংহের গর্জন !

স্বদেশ একদা যারে দিয়েছিল ফুলের মুকুট,
একি হায় সেই তুমি ? মর্যাদায় রাজার অধিক—
ছিল যেই ? এ কি ভিক্ষাবৃত্তি আজ ? একি ঝুটমুট—
ঝুটা সম্মানের লাগি' সম্মানীর লাঞ্ছনা, হা ষিক্ !

জীয়ান্তু জালিয়ঁ-বাগে পুঁতে ফেলে ভারত-মাতায়,
শ্রাদ্ধে দেবে স্বর্ণ-ধেনু ; অগ্রাহ্য সে অমানুষ দান ;
ভাটেরা আশুক ছুটে, দলে দলে, ক্ষতি নাই তায়,
তুমি যে ভিড়েছ সঙ্গে, এই দাগা, এই অপমান ।

না লুকাতে রক্তচিহ্ন, না শুকাতে নয়নের পানি,
প্রবীণ স্বদেশ-ভক্ত ! যেচে গিয়ে হ'লে অগ্রদানী !

তিলক

অটল যে-জন দাঁড়ায়ে ছিল অনেক নির্যাতনে
মর্যাদারি মৌন ধ্বজা তুলে,
প্রতিষ্ঠা যার লক্ষ লোকের নিষ্ঠাপূত মনে,
চিতায় শুয়ে আজ সে সিন্ধুকূলে !

মারাঠা যার চরণ-পাঁড়ি,—কীর্তি দিগ্বিদিকে,
দৃষ্টিতে যার উঠত কমল ফুটে,
বাংলা-মুলুক সত্যি ভালোবাস্ত যে বর্গীকে,
নেই রে সে আর হৃদয় নিতে লুটে !

তীর্থ হ'ল কয়েদখানা যাহার ইন্দ্রজালে,
নির্বাসনে কাঁপত না যার হিয়া,
দিল যে-জন দীপ্তি-তিলক দৃপ্ত দেশের ভালে
বজ্র-মেঘের বিদ্যুতে নিছিয়া ;—

‘কেশরী’ যার বাহন ছিল—দোসর দেশের শুভ,
স্বাতন্ত্র্যে যে ছিল রাজার মত,
‘স্বরাজ’ ছিল স্বপ্ন যাহার, স্বদেশ-প্রীতি ধ্রুব,
সেই মহাপ্রাণ আজকে মরণ-হত !

সাঁচ্চা পুরুষ-বাচ্চা সে যে মর্দ তেজের ছবি—
নয় কোনোদিন ত্রস্ত জুজুর ভয়ে ;
ভিক্ষা-পন্থী নয় ভিখারী, নয় সে প্রসাদ-লোভী,
স্পষ্ট কথা বলত ঋজু হ'য়ে ।

তিলক

খোসামোদের তোষাখানায় ছিল না তার ঠাঁই,
আড়াই-কড়ার অনারেবল্ নয়,
সে ছিল লোক-মাণ্ড তিলক, তুলনা তার নাই,
জাতীয়তার তিলক সে অক্ষয় ।

হৃদয়ে তার নিত্য-উদয় শক্তিরূপা মাতা ;
ললাটে তার বেদের সরস্বতী ,
ভারত-রথের রথী ক'রে গড়েছিলেন ধাতা—
ছত্র-চামর-বিহীন ছত্রপতি !

ভুল-সময়ে এসেছিল হঠাৎ কেমন ক'রে
বিদায় নিল তেমনি অচস্থিতে,—
খুঁজছে যখন দেশের হৃদয় খুঁজছে সকাতারে
যুগের যজ্ঞে পৌরোহিত্য নিতে ।

কারার শেষে ঘরে এসে পায়নি সে যার ছাখা,
সেই সতী আজ ডাক দিয়েছে বুঝি,
বৈতরণীর তরণীতে ভাই পাড়ি ছায় একা
তারার আলোয় পায়ের অঙ্ক খুঁজি ।

চ'লে গেল ডুবিয়ে মশাল ভরা ঘিয়ের ঘটে
স্বদেশ-প্রেমের সজীব মন্ত্র দিয়ে ।
চলে গেল কস্মী ত্যাগী, অস্ত-সাগর-তটে
শরীর রেখে হঠাৎ ছুটি নিয়ে ।

চ'লে গেল মৃত্যু-পারে, রেখে অমর-স্মৃতি,
যম জয়ী যে তার জীবনের ভাতি—
ভবিষ্যতের অন্ধকারে তার সে ভারত-প্ৰীতি
জাগবে যেমন বাতি-ঘরের বাতি ।

বিদায়-আরতি

তার সে চিতার ভস্ম-কণা উড়ে হাওয়ার ভরে
পড়বে যেথা নূতন তিলক হবে,
শ্মশান-শিবা যতই বলুক, সত্য-শিবের বরে
কীর্তি তাহার অমর হ'য়ে রবে ।

বর্ষার মশা

বর্ষার মশা বেজায় বেড়েছে,
খালি শোন শন্ শন্,
ক্ষুদে-ক্ষুদেগুলো ছায় বা থামিয়ে
ভ্রমরের গুঞ্জন !
বাণীর অরুণ চরণ ঘিরে যে
রক্ত-কমল শোভে,
নড়ে ভুলে তার দলে দলে মশা
ছুটেছে রক্ত-লোভে !
আদাড়ের মশা পঁদাড়ের মশা
জুটেছে মানস-সরে,
রক্ত-পদ্মে রক্ত না পেয়ে
ছেঁকে ধরে মধুকরে !
চপল পাখায় বাণীর চরণ
করিয়া প্রদক্ষিণ
ভারতীরে ভণে ভ্রমর “হায় মা !
একি হেরি দুর্দিন !
কোথা হ'তে এল ক্ষুদে-ক্ষুদেগুলো
উড়ে উড়ে সারে সারে,

জুড়ে বসে হের রক্ত-পায়ীরা
মধুপের অধিকারে !
বিশ্রাম নাই ‘পঙ’ ‘পিঙ’ ‘পাঁই’
রব করে ফিরে ঘুরে,
“মোরাও ভোম্‌রা” ভণিতা করিয়া
ভণে যেন নাকী সুরে !
বিকট জরার শাকটিক ওরা
রোগের বাহন জানি,
সহসা ওদের হেরে বাণী-গেহে
মনে আতঙ্ক মানি ।
মানসের জল হ’ল কি গরল ?
হৃদয় কাঁপিছে ত্রাসে !
বাণীর চরণ ঘিরিল কি এরা
পেট পোরাবার আশে !”
হেসে বাণী কন্—“কেন্ উন্ম’ন
কমল-লোভন, ওরে !
ঘোলাটে রাতের অপচার ওরা,
প্রভাতেই যাবে স’রে ।
রবির আলোয় ঘোর আপত্তি
সত্যি ওদের আছে,
কোনো ভয় নাই, পেচকের হাই
ভোরাই আলোর আঁচে—
হবে অদৃশ্য ; তাড়াতে হবে না
কিটিঙের গুঁড়া দিয়া,
হবে না তা ছাড়া, মশার কামড়ে
ভোম্‌রার ম্যালেরিয়া ।”

কন্দ-ধাত্রী

[সপ্তর্ষির পত্নীদের মধ্যে বশিষ্ঠের স্ত্রী অরুন্ধতী বাদে বাকী ছয়জনের পত্নীর নাম যথাক্রমে বর্ষয়ন্তী, অভয়ন্তী, অম্বা, দুলা, নিবহী ও চুপুনীকা ।
এরাই শরবনে পরিত্যক্ত ইন্দ্রের শত্রু তারকাসুরের ভাবী-দমন-কর্তা
রুদ্রের পুত্র কন্দ বা কার্তিকেয়-দেবের ধাত্রী । এঁদের অন্য নাম
কৃতিকামণ্ডলী ।]

কই রে কোথা বর্ষয়ন্তী ? অভয়ন্তী কই ?

—নাম ধ'রে আজ আকাশ-বাণী ডাক দিয়েছে ওই ।

শূণ্য নভে বুলাস্নে আর ব্যথার অনিমেঘ,

দৈব হ'ল সদয়, বুঝি হবে ব্যথার শেষ !

প্রাণে পুষিস্ স্নেহর ক্ষুধা, হৃদয় উপোষী,

শুনিব্ নে কি শিশুর কান্না কাঁদায় ক্রন্দসী ?

গর্ভে ছেলে ধরি নি তাই শূণ্য হবে কোল ?

শুকিয়ে যাবে সব মমতা ? শুন্ব না মা-বোল্ ?

এমন কঠোর ন'ন্ বিধাতা, আকাশ-বাণী তাই

ডাক দিয়েছে সফল হ'তে, চল্ ছ'বে'নে যাই ।

খুঁজে দেখি তিন ভুব'নে কোথায় সে কুমার,

রুদ্র-তেজে জ'ন্মে যে কোল পায়নিক উমার ।

এইদিকে আয়, এইদিকে আয়, এইদিকে আয়, বোন্ !

কচি ছেলের পাম্ কি আওয়াজ ? কান পেতে ভাই শোন্ ।

সন্দেহে সৌভাগ্য-হারা আমরা অভাগী—

একটি শিশুর একটু পরশ ছয় বোনে মাগি ।

*

*

*

এইদিকে আয় ! ..ওই ঢাখা যায় ! আহা চমৎকার !

চোখের পলক কেড়ে-নেওয়া মুখ ঢাখো বাছার !

স্বপ্ন-ধাত্রী

মাগর-সেঁচা মাণিক এ যে সাতটি রাজার ধন,
দৈব-বাণী ভুল বলে নি, ভুল বলে নি, বোন্ !
এ যেন রে নিখিল নারীর মাতৃ-হিয়ার সাধ,
স্বপ্নে-গড়া মূর্তিমন্ত জীবন্ত আহ্লাদ !
এ যেন রে দিব্যছটা মৃত্তিকা 'পরে
ভানুর ভ্রণ ভোরাই মেঘের স্মৃতিকা-ঘরে !
জন্মেছে এই ফুলকিটুকুন্ নেহাৎ অসহায়
দৃষ্টিবিষা বিষধরে ঘেরা বনের ছায় ।
নাইক গেহ মায়ের স্নেহ, নাইক বাছার নীড়,
খাগড়া-শরের খাঁড়ার মতন পাতার খালি ভিড় ।
ভিড় ক'রে কি করিস্ তোরা ? সর্ তো দেখি, দে,
দেখিস্ নে কি ছুধের বাছার পেয়েছে ক্ষিদে ?

* * *

ছয় মা দেবে পীযুষ, ছেলের একটি সবে মুখ ;
কোন্ মাকে ছুখ্ দিবি, ছেলে ? কার ভরাবি বুক ?
ছয় মায়েরি পীযুষ-ব্যথা, সোয়াস্তি নেই আর !
হঠাৎ এ কি ! ছাখ্ দিদি ছাখ্ ! এ কি চমৎকার !
সত্যি এ কি ? স্বপ্ন দেখি ? এ কি রে বিস্ময়
দেখতে দেখতে নতুন মুখ আর নতুন অধর হয় !
এক আকাশে উদয় যেন হ'ল রে ছয় চাঁদ,
এক লহমায় মিটিয়ে দিতে ছয় জননীর সাধ !
আর কেন বোন্ বর্ষয়ন্তী আর কেন বিমন ?
ছয় মায়েরি ক্ষোভ মিটাতে কুমার ষড়ানন !

* * *

ছয় জননী স্তম্ভ পিয়াই চাঁদ-ঝোলানো দোলাতে,
ছয় বোনে হিম্মশিম্ খেয়ে যাই একটি ছেলে ভোলাতে ।

কচি-কচি ঠোঁট রয়েছে হৃদয়-সুধার সন্ধানে,
 চোখ দেখে ওর হয় গো মনে ও আমাদের মন জানে !
 সবার কাছেই নিচ্ছে ও যে নিচ্ছে পরম আগ্রহে,
 জীবন্ত মোঁচাক ও যেন চিত্ত-মধুর সংগ্রহে !
 উঠছে বেড়ে পীযুষ কেড়ে মধুর ভারে টুপ্-টুপে,
 খুশীতে মন তুষ্ঠ ক'রে নেবার যা সব গায় চুপে ।
 পিয়াই ওরে আট-পহরে আনন্দেরি ছন্দ গান ;
 ওর দে'-আলার দীপ্ত আলোয় চন্দ্রতপন স্পন্দমান !
 পিয়াই স্মৃতি, পিয়াই আশা, স্বপ্ন পিয়াই স্তম্ভ সাথ,
 তরুণ আঁখির তারায় হেরি অরুণ-আলোর সুপ্রভাত ।
 সেরা-সেরা তারায় ঘেরা হিন্দোলা ওর প্রশস্ত,
 সোনার কাঠি ছোঁয়ায় ধ্রুব, রূপার কাঠি অগস্ত্য !
 নিদ্ মহলে সিঁদ কাটে ও, স্বপ্নে চীয়ায় সুপ্তকে !
 পরম লোভী হাত বাড়িয়ে ধরতে ও চায় 'লুব্ধকে' !
 ত্রিপুর-বধের বিপুল ধনু হয়েছে ওর খেলনা সে,
 রূপাণ-পাণি কাল-পুরুষের খড়া দেখে খুব হাসে ।
 হাস কুমার ! খেল কুমার ! অপ্রসূতির আঁতুর-ঘরে,
 ছুঁতগাদের আঁচল-আড়ে, বঞ্চিতাদের ধন্য ক'রে ।
 ছয়-ধারাতে স্তম্ভ পিয়াই, শক্তি চীয়াই ছয় ধারাতে,—
 —রক্ত হিয়ায় ক্ষীর মমতায়,—সঞ্চারি বল স্তম্ভ সাথে,—
 শক্তি যাতে রয় নিহিত—সেই শুভ—সেই স্বতঃস্ফূর্তি—
 আত্মাহীনে আত্মা যে ছায়—পুণ্যেরি সে ভিন্নমূর্তি ।
 মূর্তিমন্ত সাস্ত্রনা মোর শক্তিতে হও ওতঃপ্রোত ;
 স্তম্ভ পিয়াই আত্মপ্রদ, পীযুষ পিয়াই বলপ্রদ ।

*

*

*

পীযুষ সনে কে পিয়ালি প্রাণের জ্বালা রে,
 ছয় বোনেরি গলায় মোদের জ্বালার মালা রে !
 অকারণে নির্বাসিত স্বামীর সন্দেহে ;
 অগ্নায়েরি দহন দহে মোদের মন দেহে ।
 স্পষ্ট ক'রে ভাবতে না চাই, ভাবলে হারাই জ্ঞান,
 অভিশাপের তাপে পাছে হয় রে অকল্যাণ !
 অগ্নিকে হায় তুষলে স্বাহা মোদের রূপ ধ'রে,
 ঋষির মনে লাগল ধোঁকা, দিলেন দূর ক'রে,
 সন্দেহে মন বিষিয়ে গেল স্বামী হলেন পর,
 ঋষি স্বামীর পুরুষ-রিষে বিষম আথাত্তর !
 ঘর হারালাম বর হারালাম আমরা ছ'জনা,
 পণ্ড হ'ল নারী-হিয়ার শিশুর কামনা !
 প্রাণের যে সাধ,—আচম্বিতে পঙ্গু নেহারি,
 আকাশে নিশ্বাসের জ্বালা বিফল বিথারি ।
 ক্ষুদ্র শরীর ক্ষুদ্র শোণিত ক্ষোভের পীযুষ পান
 করছে কুমার, অগ্নায়ে সে করবে অবসান ।
 বাছা ওরে কান্তিকেয় ! ছুলাল কৃত্তিকার,
 সুরাসুরের করবে তুমি অগ্নায়ে সংহার ।

*

*

*

রুদ্র-তেজে জন্মেছে যে আভ্যুদয়িক তার,
 সময় ব'য়ে যায় যে, ছাখা নাইক পুরোধার ;
 কই পুরোহিত ? কই পুরোহিত ? অশ্বেষি মহী,
 ঐ যে ঋষি বিশ্বামিত্র বিশ্ববিদ্রোহী !
 উনিই হবেন যাজক মোদের সকল ক্রিয়াতে ;
 পারেন উনি আপন গুণে শক্তি চীয়াতে ;

বিদায়-আরতি

দৈব-জয়ী ঐ যে মুনি, ঐ যে তপোধন,—
ছয় বোনে চল প্রণাম করি, জানাই নিবেদন ।

*

*

*

আভ্যুদয়িক না হ'তে শেষ কাণ্ড এ কি, হায়,
দিগ্গজেদের পাক্‌ড়াতে শুঁড় দামাল ছেলে ধায় !
পাঁচোট পূজার দিন বাছনি আছড়ালে হাতী,
আচোট আকাশ উঠল কেঁপে চাঁদ-তারার পাঁতি !
কাঁপল সাগর আর ধরাধর বাসুকী চঞ্চল,
স্বস্তি না পায় অস্থিরতায় ত্রস্ত অশুরদল ।
রুদ্র-শিশুর শক্তি-দাপে কাঁপে অশুর-রাজ ;
তারক হেরে মারক গ্রহ শিশুর দেহে আজ ।
বালক-বীরের আলীক ভয়ে ইন্দ্র ব্যাকুল-মন,
হাজার অঁখি মেলে কেবল চোখে অলক্ষণ !
তারক-নিপাত রইল মাথায়, রক্ত নয়নে—
বজ্র নিয়ে ইন্দ্র এলেন শিশুর দমনে !
অশুরে যে রাজ্য নেছে, নাই সে খয়াল হায় ;
রোষের ভরে শিশুর 'পরে বজ্র নিয়ে ধায় ।
বাছার গায়ে বাজ হানে রে !...বুজতে গেলাম চোখ,
মুদল না নক্ষত্র-নয়ন—পড়ল না পলক !
দেখতে হ'ল বাধ্য হ'য়ে...কিন্তু কী দেখি !...
বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ,—অবাক—কুমার করে কী ।
বজ্র লুফে ধরল হাতে—আঙুল চিরে তার
পড়ল যত বিন্দু তত রুদ্র-অবতার ;
ছুস্কারে দিক্ কাঁপিয়ে দাঁড়ায় কুমারকে ঘিরে
রুষ্ঠ চোখে ওষ্ঠ চেপে উদ্ধত শিরে ।

স্কন্দ-ধাত্রী

স্কন্দে বলে' “ইন্দ্র হ'য়ে ত্রিলোক তুমিই নাও,
ঈশ্বরতার ঈর্ষাজরা ইন্দ্রকে তাড়াও ।”
রুদ্র-সেনায় ইন্দ্র-সেনায় যুদ্ধ আসন্ন,
এমন সময় কে আসে ওই মরাল-নিষন্ন ।
মাঝে এসে বলেন তিনি, “সম্বরো দেবরাজ,
কী বিপরীত-বুদ্ধি, মরি, দেখি তোমার আজ ।
শত্রু তোমার মারবে যে হায় শত্রু ভেবে তায়
যুদ্ধ কর ?—বজ্র হানো রুদ্র-শিশুর গায় ?
অশুর-কুলের অভিমানের অন্ত্রায়ে জর্জর
অন্ত্রায়ে চাও জয়ী হ'তে অন্ত্র জনেব পর ।
রুদ্র-রোষে স্বর্গ-মর্ত্ত হবে যে ছাবথার,
অস্ত্র রাখো ; এই বালকে দিয়ে সেনার ভাব
রথ ঘুরিয়ে একলা তুমি যাও ফিরে দুর্গে,
এই শিশু কাল বধবে জেনো তাবক-অশুরকে ।”

*

*

*

রুদ্র-সেনার জয়-রবে কে ফিরল হরষে—
জন্ম যাহার রুদ্র-তেজে বহি-উরসে !
ঘুমে আলা ছলল আমার লড়াই খেলিয়ে,
ময়ূর জাগে তারায়-ঘেরা পেখম মেলিয়ে ।
লক্ষ তারা শিশুর সমর ছাথার প্রত্যাশে
চোখ চেয়ে সব ঘুমিয়ে গেছে আকাশ-ফরাশে ।
হিন্দোলাতে স্কন্দ ঘুমায়, চন্দ্র জেগে থাক্ !
ব্রহ্মী-নিশার প্রহর গনি' ছয় বোনে নির্বাক্ !
চতুর্মুখের বাক্য স্মরি' আশার আশঙ্কায়
আন্দোলিত চিত্ত মুহু, মন কত কি গায়

বিদায়-আরতি

ব্রহ্মবাণী মিথ্যা হবার নয়কো, তবে কি—
অত্যাচারের অন্তকারী বালক হবে কি ?—
বজ্রকাটা আঙুলে যার জ্যোৎস্না জড়িয়ে,
পাড়িয়েছি ঘুম ঘুম-পাড়ানি মন্ত্র পাড়িয়ে,
সে মোর হবে দৈত্যজয়ী ?...পূর্বে মনের সাধ ?...
অন্যায়েরি বন্যাজলে পার্বে দিতে বাঁধ ?...
অন্যায়ে কেউ বালক-বধের ফন্দী আঁটে, হায়,
শিশুর দেহও শত্রু দেখে খামোকা চম্‌কায় !
অন্যায়ে কেউ হত্যা করে নারীর নারীত্ব,
পুরুষ-রিষের বিষে-জরা জীবন ও চিত্ত ।
অন্যায়ে কেউ ইন্দ্রলোকের কর্তা হ'তে চায় ।
অন্যায়েরি বন্যাধারায় জগৎ ভেসে যায় ।
অন্যায়েরি অভিযানে স্বর্গ সে ত্রস্ত ;—
অন্যায়ে হায় অস্ত প্রায় আজ পুণ্য সমস্ত !
অন্যায়ের এই সৈন্ত-ঘটায় একলা এ বালক —
করবে ছিন্ন ? তিন-লোকে ফের আল্‌বে সত্যালোক ?
আন্‌বে,শ্রেয় কৰ্ত্তিকেয় ?...কখন হ'ব ভোর ? ..
পথ চেয়ে রই সূর্য্য-রথের, ভাবনাতে বিভোর ।
কোন্‌ হোরা ওই ঘুম চোখে যায় । সুধাই আয়, সখী !
অন্ধকারের আঁচল ভিজে উঠল আলোয় কি ?

*

*

*

আকাশ ফিকে হ'তে হ'তেই অঁধার ! একি হায় !
ঘুরিয়ে ঘোড়া উন্টে দিকে অরুণ ফিরে যায় !
সূর্য্য প্রবেশ করলে শশী ! সকল আলো লোপ !
অকাল-রাহু-অম্বর আসে মূর্ত্তিমন্ত কোপ !

আঁধার নভ পাপের ভিড়ে, বিশ্বে জাগে ত্রাস,
 বাঘের রথে গ্রসন্ আসে কর্তে জগৎ গ্রাস।
 ত্রসন্ আসে পিশাচ-রথে, জন্তু-কুজন্তু,
 নিশানে কাক কালনেমি সে জীবন্ত দন্ত !
 ক্রকুটিতে ভুবন ভ'রে তারক সে দুর্মদ
 যোজনজোড়া হাজার ঘোড়ার ছোটায় বিপুল বথ !
 আমাতিথির অতিথি এই প্রচণ্ড বৃহৎ
 রোদনে দিক্ ভরিয়ে চলে, বোদ্র মুহূর্ত !
 রথের ধূলায় ছায় নভতল, রাত্রি অকালে,
 উর্দ্ধে ধ্রুব নিয়ে তপন সবায় ঠিকালে।
 ছুঁচ গলে না এম্নি জমাট ভরাট অন্ধকার,
 গ্রাসের ত্রাসের আসন্নতায় বিশ্বে হাহাকার !
 পলক-ভোলা তারার আঁখি তাও সে অন্ধপ্রায়,
 কোলের মানুষ যায় না ছাখা, এম্নি আঁধার, হায় !
 কোথায় গেলি অভয়ন্তি !...বাজ পড়ে মাথে,
 সাতটি দিনের বাছা মোদের নাই রে দোলায়ে
 ঘুমন্তে কে করলে চুরি !...ঘটল অনিষ্ট,...
 হায় লো মেঘযন্ত্রী ! মোদের মেঘলা অদৃষ্ট !

*

*

*

*

অন্ধকারের বুক চিরে ও কাদের সিংহনাদ ?
 ভয়ের আঁধার ছিন্ন-করা জাগল কি !...আহ্লাদ
 বিছ্যতেরি হাজার-নরী ছলিয়ে তমসায়।
 সংশয়েরি তমস্বিনীর করলে কে রে সায় !
 কে আসে নিঃশঙ্ক মনে ময়ূর-বাহনে
 অসুর-ছায়া-পিণ্ডী-কৃত-তিমির-দহনে !

বিদায়-আরতি

ঈন্দ্রদেবের মুকুট-বোঝা তারণ ক'রে যে
তারক নামে আপ্নাকে হায় জাহির করেছে,
তাগ ক'রে তায় বাণ হানে কে শৌর্য্য-অবতার ?
এসন-ত্রসন-জন্তু-মহিষ আরন্তে চীৎকার !
ছয়-মায়েরি ছুলাল ও যে বালক ষড়ানন ।
অশুর সাথে শিশুও লড়াই ! অপূর্ব এই রণ !
পাটনে কার হানে কুমার শক্তি শতঘ্নী—
লক্ষ নাগের জিহ্বা যেন উগারে অগ্নি !
বধির ক'রে হাজার বজ্র গাঃর্জ্জ যুগপৎ, ...
টুটিল বুঝি তিমির-কারা...দৈত্য হ'ল বধ !...
কুড়িয়ে-পাওয়া কুমার মোদের অশুরজয়ী, ভাই,
জয়ধ্বনি করতে তোরা কাঁদিস্ কেন, ছাই !
ছোঁয়াচে এই সুখের কান্না...কাঁদতে...জেনেছি...
অন্থা ! ছুলা ! নিবলী ! বোন্ স্বপ্ন দেখেছি ।
তোলাপাড়া করতে মনে পদ্মযোনির বাণী
কখন যে হায় ঘুমিয়ে গেছি কিছুই নাহি জানি ।
ভোরের আলো, ঢাখ্ সুমেরুর গায় কি লেগেছে ?
ছয় জননী'র স্নেহের নীড়ে কুমার জেগেছে ?
ঊষার হাসি মলিন !...মেঘে সূর্য্য ডুবে যায়—
এ যে আমার স্বপ্নে ঢাখা, স্বপ্নে ঢাখা হায় !
স্বপন আমার ফল্গুতে শুরু হয়েছে মন কয়,
ভোরের স্বপন সফল হবে হবে রে নিশ্চয় ।
ক্লেশের এবার শেষ হবে রে শঙ্কা ফুরাবে ।
ছয় জননী'র ভাগের ছেলে ভাগ্য ফিরাবে ।
অপরাজের রাজমহিমায় ছাই দেবে এ ঠিক—
আনন্দ ছয় কৃত্তিকার এই অনিন্দ্য কান্তিক !

দাবীর চিঠি

রাজার উপর রাজা যিনি প্রণাম ক'রে তাঁর শ্রীপদে,—
দাবীর চিঠি পেশ করি আজ বিশ্বজনের পঞ্চায়তে ।
কাহ্নদা-কানুন্ জানিনে ভাই, বলছি সবার করে ধ'বে,
ও বিদেশী ! গোরার জাতি ! তোমরা শোনো বিশেষ ক'রে,
চক্রধরের চক্র যখন ঘুরছে বেগে মর্ত্যলোকে,—
অধঃপাতের তলার মানুষ উঠছে উদ্ধে সূর্যালোকে,—
পোল্যাণ্ড হুচে স্বয়ম্ভু,—পাছে ইরিন্ পাকা পাটা,
তখন যে হোমরুল চেয়েছে খুব বেশী কি তার চাওয়াটা ?
রাজা সুখে বিরাজ করুন, আমরা তাঁরে মান্য করি,
কালো গোরা দুই প্রজা তাঁর দু'য়ে চালায় রাজ্যতরী ;
একলা গোরায় সব করেছে যে কয় সে কয় গল্প-কথা,
কালার গোরার স্বেদ-শোণিতে সাম্রাজ্যের বনদ পৌঁতা ;
আমরা দিছি গাঁটের পয়সা, আমরা দিছি দেহের রক্ত,
করতে মোদের অভেদ রাজার সিংহাসনের ভিত্তি শক্ত ;
এম্পায়ারের চার-পায়া আজ চার মহাদেশ ব্যাপ্ত করে,
কালার গোরার বল যুগপৎ যুক্ত আছে তার ভিতরে ।
সাক্ষী ক্লাইভ-কালো-ফৌজ সাম্রাজ্যের পত্তনেতে,
প্রথম যে ইট বসিয়েছে তা নিজের বুকের পাজর পেতে ;
মিউটিনিতে আমরা ছিলাম তোমাদের পক্ষপাতী,
গোরার হয়ে অনেক গোলা নিইছি মোরা বক্ষ পাতি' ;
অনেক যুদ্ধ জয় করেছি চীন কাবুল ও আফ্রিকাতে,
ধূলায় সোনা ফলিয়ে দিছি সাগর-পারের দ্বীপগুলোতে ;
চৌকী দিছি শাংহায়ে আর মগের দেশে দিইছি মাথা ;
তিব্বতেরও সন্ধি শুলুক—যাক্ সে কথা তুলব না তা ।

বিদায়-আরতি

সে দিনেও যেই ডাক দিয়েছ অমনি গেছি বেল্জিয়মে,
বোঙ্গাদে দাদ তুলতে তোমার ভয় করিনি জ্যান্ত যমে,
ভয় করিনি উড়ো-জাহাজ জহর-ধোয়া হাউইট্জারে,
গোরার সঙ্গে গুথী ও শিখ জান দেছে হাজার হাজারে ।
যুদ্ধে যেমন দুঃসাহসী মন্ত্রণাতে তেমনি সুধী,
শাসন-কাজে সমান পটু, কোন্ দরোজা রাখবে রুধি ?
বাগ্মী মোরা, শিল্পী মোরা, কার্য্যে মোরা বিশ্বজয়ী,
বিজ্ঞানেতেও নইক তুচ্ছ, কারো চেয়েই ক্ষুদ্র নহি !
রাজ্যতরীর দাঁড় টানি রোজ, তোমরা রোজই হালে থাক,
পশ্চিমে ঝড় উঠছে. মাঝি আমাদেরও শিথিয়ে রাখ ,
আমাদেরও দাও অধিকার, নাও তোমাদের সমান ক'রে,
সময়-মত লাগ'ব কাজে, শেখাও যদি হাতে ধ'রে ।
অযোগ্য নই একেবারেই বলছি মোরা জোর গলাতে,
যদিও কালা-আদমী তবু—ইয়াদ রেখো দিনে রাতে—
মোদের ত্যাগে মোদের দানে পুষ্ট বিরাট রাষ্ট্র-হৃদি,
চার মহাদেশ চৌ-পায়া যার তোমার একার নয় সে নিধি ।
খায়ের দাঁড়িপাল্লা দিয়ে করলে ওজন দেখতে পাবে
আমরা নেহাৎ কম যাব না, যদিও আছি পরের তাঁবে ?
কালার গোরার সমান দাবী—মহারানীর ভাষায় কহি,
রাজার উক্তি উড়িয়ে দেবে ?—তোমরা হবে রাজদ্রোহী !

*

*

*

যোগ্যতা নেই ?...দেখ চেয়ে মানব-ইতিবৃত্তময়
কালার দানের অঙ্কগুলি গোরার চাইতে মলিন নয় !
কালা দেছে বাল্মীকি ব্যাস ; গোরা দেছে মিন্টনে !
কালা দেছে বুদ্ধ আশোক ; গোরা দেছে ? কিং জনে ?

দাবীর চিঠি

কালার—জনক যাজ্ঞবল্ক্য ; গোরার ?—আছেন মাটি নো ;
কালার—রঘু রাজেন্দ্র চোল ; গোরার—ক্লাইভ মার্লব্রো ।
কালার দেছে আর্য্যভট্ট, গোরার দেছে নিউটনে,
কালার কৃতী জীবের সেবায়, গোরার vivisectionএ ।
কালার ছিল বৌদ্ধ মিশন, গোরার মিশন খ্রষ্টীয়,
সবাই জানে কালার দেখেই নকল করে সৃষ্টি ও ।
একদিকে এই কণাদ কপিল, অন্য দিকে হিউম মিন্,
একদিকে অমৃতপ্রাশ, অন্য দিকে বোচাম্‌স্ পিল !
কালার ছিল চাণক্য ; আর গোরার ছিল ? ডিজ্‌রেলি !
তুলনা ছাঠি যাক চুলোতে মিছাঠি নামের ভিড় ঠেলি ।
গোরার আছে ম্যাগ্না-কাটা, কালার না হয় নেইক তা,
Bill of Rights নয় কখনো নয় জীবনের শেষ কথা ।
তা' বলে নয় তুচ্ছ কালার, তার পলিটিক্‌স্ নয় আধার,
গোরার আছে পার্লামেন্ট্ আর কালার ছিল সন্তাগার ।
কালার কীর্তি মিশর-দ্রাবিড়-আব-চীনের সভ্যতা,
গোরার কীর্তি ? ডাইনামাইট—সভ্য করার দ্রব্য তা !
গোরার যারে ভব্যতা কয় তিনশো বছর বয়স তার,
কালার যা' গোরারের জিনিস—তার অন্তত তিন হাজার ।
ব্রিটন দেছে ক্রমোয়েল, আর ভারত জামদগ্ন্য-রাম,
কাণ্ডবীৰ্য—চান্স্‌স্টুয়াট্ ;—কালার গোরার মিল তামাম ।

*

*

*

জাতির পাঁতির কল্মী-দামে আজকে না হয় বদ্ধ হাতী,
তাই ব'লে কি ডুবতে দেবে তোমরা না সব সভ্য জাতি ?
জ্ঞানের বাতি আফ্রিকাতে জ্বাল্ছ নাকি ? শুন্তে পাই ।
মানুষ বিক্রী উঠিয়ে দেছ নিত্য শোনাও এই কথাই ।

তবে মোদের সকল দাবী দাবিয়ে কেন রাখতে চাও ?
 দাবীর কথা পাড়তে গেলেই কুঁচকে ভুরু দাবড়ি দাও ?
 মানুষ হতে দাও আমাদের, ঘুচাও মনের এ আফশোষ,
 ঘর-শাসনের দাও অধিকার, হোমরুলে কি এতই দোষ ?
 বোয়ার পোলে, চোয়াড় পোলে, পোলে তাদের দোহারগণ,
 মোদের ভাগ্যে খোঁয়াড় শুধু, বুঝতে নারি এ কেমন ।
 নিজের ঘরের বন্দেজে আর নিজের দেশের খিদ্মতে
 ফিলিপিনোর চাইতে অধম ভাবছ মোদের কোন্ মতে ?
 প্রাপ্য যা তাই চাইছি মোরা—যেটুক মোদের হক দাবী,
 হাঙ্গামা এ নয়কো মোটেই, রুষ্ট মিছে ভুল ভাবি' ।
 সন্দেহে তো ঢের খাটালে, এবার ছুটি দাও তারে,
 সংশয়ে যে বিনাশ করে সাম্রাজ্যেরও আত্মারে ;
 বিশ্বাসেরে পরখ করো, ছাখ নয় বিশ্বাস ক'রে,
 চিন্তে না লোক দেড়শো বছর একত্রে ভাই বাস ক'রে ?
 বুঝতে নারি খেলতে ব'সে খেঁড়ির সঙ্গে আড়াআড়ি,
 শত্রুরই বুক বাড়ছে এতে মিটিয়ে ফেল তাড়াতাড়ি ;
 তোমার হচ্ছে ছকা পাঞ্জা খেঁড়ির কিছুই হচ্ছেনাকো
 বলো তা' কেউ কলিকালে মানবে এমন আশা রাখো ?
 দেড়শো বছর আমরা আছি পাশাপাশি বিশ্বকূলে,
 গঙ্গা এবং যমুনা ধায় সঙ্গমে তরঙ্গ তুলে,
 কালার গোরার এম্পাধার এ, ঠেলবে কারে রাখবে বেছে,
 কালার গোরার যুক্তবেণী হরিহরের মূর্তি এ যে !
 জ্বলছে তেজে গায়ের চক্ষু, গায়ের কণ্ঠে হয় ঘোষণা,—
 আইন তোমার কয় হেঁকে ওই—কেউ ছোটো না কেউ ছোটোনা,
 —বলছে সত্য, বলছে ধর্ম, মনুষ্যত্ব বলছে শোনো,
 বলছে তোমার ঘরের লোকও, বলছে তোমার আপন জনও ;

দোরোথা একাদশী

ব্রিটানিয়ার বিবেক-বুদ্ধি প্রবুক আজ বেস্টার্টরূপে,
ধন্য হবে ব্রিটন,—যদি তাঁর বাণী আজ লয় সে লুফে ;
শক্তি হবে সংহত, দুর্জয় হবে গো বিশ্বের মাঝ—
তিরিশ কোটির হৃদয় যদি লয় জিনি হোমরুল দিয়ে আজ ;
মানুষ মনুষ্যত্বে যদি মান্তে পারে হৃদয় খুলে
চলবে তবে যুগে যুগে বাজিয়ে ভেরী নিশান তুলে ;
অমর হবে মর্ত্যে, সদাই সামনে পাবে পুষ্পিত পথ,
গরীব দেশের হক দাবীতে কান দিলে নাম গাঠবে জগৎ ।
নইলে পরে লাভের ঘরে অমর হ'য়ে অযশ রবে,
হক দাবী যার তার কি ক্ষতি ? পাওনা আদায় হবেই হবে ।
বিশ্ববিধান বিধির বিধান, ন্যায়ের নিধান নিত্যকালে—
হক দাবী যার বুক তাজা তার 'হার' লেখে না তার কপালে

— — —

দোরোথা একাদশী

(শ্রীযুক্ত গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অঙ্কিত চিত্র দেখিয়া)

উড়িয়ে লুচি আড়াই দিস্তে দেড় কুড়ি আম সহ
একাদশীর বিধানদাতা করেন একাদশী,
মুখরোচক এঁর উপবাস,—দমেও ভারী,—অহো !—
পুণ্য ততই বাড়ে যতই এলান্ ভুঁড়ি ব কশি !
ওদিকে ওই ক্ষীণ মেয়েটি নিত্য একাহারী
একাদশীর বিধান পালন করছে প্রাণে ম'রে,
কণ্ঠাতে প্রাণ ধুঁকছে, চোখে সর্ষে-ফুলের সারি,
ভ্রুণাতে জিভ অসাড়, মালা জপছে ঠাকুর-ঘবে ।

বিদায়-আরতি

অবাক্ চোখে বিশ্ব ছাখে হায় গো বিশ্বনাথ,
দোরোখা এই বিধান' পরে হয় না বজ্রপাত ?

*

*

*

নিষ্ঠাবানের সধবাও করেন একাদশী

পতির পাতে প্রচুর ভাবে 'আটকে' বেঁধে বেখে,
আওটা-ছুধে চুমুক লাগান্ পিছন ফিরে বসি'

পাঁতিদাতা পতি-গুরু পাছে ফেলেন দেখে ।

বিড়াল চাটে ছুধের বাটি বাড়িয়ে দিয়ে গলা,

পিঁপড়ে মাছি আমার খোলায় উল্লাসে ভিড় করে,
শাস্ত্র যাদের ভয় দেখিয়ে করিয়েছে নিৰ্জ্জলা

তারাই শুধু হাতের চেটো মেলছে মেনের পরে ।
ভ্রমণে জিভ টান্ছে পেটে, এমনি রোদের তাত,
খস্মসে ছুই চোখের পাতা, হয় না অশ্রুপাত ।

*

*

*

ফোঁটায় ফোঁটায় শিবের মাথায় ঝারার যে জল নানে -

সতৃষ্ণ চোখ সারা বেলা দেখছে শুধু তাই,
কাকটা কখন গুটি গুটি ঢুকে ঠাকুর-ঘরে

অর্ঘ্যপাত্রে মুখ দে' গেল,—একটুও ভঁশ নাই !
চক্ষু দিয়ে প্রাণ-পাখী হায় মেলছে বুঝি পাখা,

ভিস্মি গেছে—ভিস্মি গেছে— জল কে দেবে মুখে ?
কারো সাড়া নেইকো কোথাও মিথো হাঁকা ডাকা—

একাদশীর বিধান-দাতার গর্জ্জ নামা স্মখে !
অধোমুখে বিশ্ব ছাখে, হায় গো বিশ্বনাথ,
পাষাণ 'পরে অশ্রু ঝরে' পড়ে দিবসরাত ।

জলচর-ক্লাবের জলসা-রঙ্গ

(স্বর—“ধনধাত্তে-পুষ্পে ভরা”)

রঙ বেরঙের সঙের বাসা
আমাদের এই শহর খাসা.
তাহার মাঝে আছে ক্লাব এক
সকল ক্লাবের সেরা,
পুকুর-জলে তৈরী সে যে
ঝাঁজির জালে ঘেরা !
এমন ক্লাবটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি,
কাংলা-চিতল কাঁকড়া-কাছিম
বাঙের বিহার-ভূমি !!

কোথায় এমন দলে দলে
হামাগুড়ি দায় রে জলে,
কোথায় মানুষ যায় ভিড়ে, ভাই,
জলচরের ঝাঁকে,

(তারা) ভুঁড়ির বয়ায় ভর দিয়ে সব
বেবাক ভেসে থাকে ।

এমন ক্লাবটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি,
শুক-জলহস্তী-হোয়েল
হিপোর মল্লভূমি !!

বিদায়-আরতি

কাদের জলঝম্প হেরে
মৎস্য ভাগে লক্ষ্য মেরে,
ব্যাঙের কড়র্ কড়র্ ধ্বনি
কণ্ঠেতে মুলতুবি,
(যেন) মর্ত্তে জগঝম্প বাজে
আকাশে ছন্দুভি !
এমন ক্লাবটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি,
উল্লাসে প্রফুল্ল এ যে
ভল্লোড়েরি ভূমি !
হাস-সাঁতার আর নেটিভ ডাইভ
কোথায় এমন করে খুঁইভ,
সাঁতার-বাজের মডেল কোথায়
মাঠিল-মারী ষ্টাইল,
(কোথা) সাব-মেরিনের বহর দেখে
বোম্বটে সব কাহিল ।
এমন ক্লাবটি কোথাও খুঁজে
পাবে নাকো তুমি,
মাছরাঙা পানকৌটি সারস
বকের বিলাস-ভূমি !!

দুধে-দাঁত আর পক্ক কেশী
কোথায় সবাই এক-বয়েসী,
হে ক্লাব ! তোমার তক্তা-ঘাটায়
বাঁধা মোদের টিকি,

নীরব নিবেদন

(আমরা) তোমার সেবায় তাই তো ঢালি

ডজন ডজন সিকি !

এমন ক্রাবটি কোথাও খুঁজে

পাবে নাকো তুমি,

গুগলি শামুক চিংড়ি এবং

মোদের আরাম-ভূমি !!

— — —

নীরব নিবেদন

(বিশ্ববরেন্য শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয় সমীপে)

আজ নীরবে যাব প্রণাম করে

একটু শুধু নিয়ে পায়ের ধূলো,

সংপে মোদের প্রাণের অর্ঘ্য, কবি,

বলব নাকো বাক্য কতকগুলো !

বাক্য যে আজ শুধুই জ্বালার মাল্য,

হৃদয় সে যে রুদ্ধ বাথার ডালি ;

মৌন মুখে তাই তোমারে দেখি

তিরিশ কোটির নয়ন দিয়ে খালি ।

শঙ্কামূঢ় স্বদেশবাসীর পাশে

দেখি তোমায় আত্ম-বোধের স্বাধি !

অভিচারের মন্ত্রে যখন ঘোলা

আকাশ জুড়ে নামে অকাল নিশি ;—

জগৎ যখন নিচ্ছে বিভাগ করে

মারণ এবং উচ্চাটনে মিলে,

বিদায়-আরতি

সে সঙ্কটে সত্য-অমুরাগী
আত্ম-প্রদ মন্ত্র তুমি দিলে ।

আত্মনিষ্ঠ মানুষ স্বয়ম্প্রভু,
মন ব'লে তার একটা মহাল আছে,—
ভয়ঙ্করের ভোজবাজীতে কভু
খাজনা আদায় হয় না কো তার কাছে !

সেই মহালের খবর তুমি দিলে,
সূর্য জাগে তোমার তূর্য্য রবে ;
মানুষ ব'লেই প্রাপ্য যে মর্যাদা
সে মর্যাদা পেতে হবেই হবে ।

গুমোট রাতে অসঙ্কোচের তাওয়া
জাগল—উষার নিশাসটুকুর মত,
নাগালে বৈকুণ্ঠ বুঝি এল—
তোমার পুণ্যে কুণ্ঠা হ'ল হত ।

সত্য কথা সত্যযুগের কথা,
কলিযুগে চারদিকে তার ঘাঁটি,
কলির মানুষ আমরা—ভাবি মনে
কাগান যা' কয় সেই কথাটাই খাটি ।

গোলন্দাজের গোলা যে বোল্ বলে
সেই বুলিটাই বুঝি চরম বলা,
আজ দিয়েছ তুমি সে ভুল ভেঙে
তিরিশ কোটির ঘুচিয়ে মনের মলা !

অপ্রমত্ত তোমার সরস্বতী
ভূভারতে দান করে আজ ভাষা,
সঙ্কারে বল আত্মাতে আত্মাতে,
বাক্যে মনে সত্য হবার আশা ।

ঋণার গান

সাঁচার আদর জাগছে তোমায় হেরে
মিথ্যাচারের মহাজনির হাটে,
কুণ্ঠিত দীন মনের উপর থেকে
ক্রকুটিময় মেঘলা বুঝি কাটে ।

জীবন যাদের অসম্মানের বোঝা,
তলিয়ে যারা আছে অবজ্ঞাতে,
ইচ্ছা করার সহজ শক্তিটুকু
লুপ্ত যেন পঙ্গু পক্ষাঘাতে,
তাদের তুমি মুখ রেখেছ, কবি,
শাঙ্কা ক'রে দিয়েছ ঢের লাজে,
সবার দুখের ভাগ নিয়ে স্বেচ্ছাতে
তকমা ছেড়ে এসে সবার মাঝে ।

সারা ভারত ঋদ্ধ তোমার ত্যাগে,
বুচ্ছ এবার টুটুল মনের জরা,
তিরিশ কোটির প্রাণের স্পন্দ, কবি,
তোমার প্রাণের ছন্দে প'ল ধরা ।

ঋণার গান

চপল পায় কেবল ধাই,
কেবল গাই পরীর গান,
পুলক মোর সকল গায়,
বিভোল মোর সকল প্রাণ !

বিদায়-আরতি

শিথিল সব শিলার পর

চরণ খুই দোতুল মন,

ছপুর-ভোর ঝিঝির ডাক,

ঝিমায় পথ, ঘুমায় বন !

বিজন দেশ, কুজন নাই,

নিজের পায় বাজাই তাল,

একলা গাই, একলা ধাই,

দিবস রাত, সাঁঝ সকাল ।

ঝুঁকিয়ে ঘাড় ঝুম-পাহাড়

ভয় ঢাখায়, চোখ পাকায় ;

শঙ্কা নাই, সমান যাই,

টগর-ফুল-নূপুর পায়,

ঘাঘরা মোর শ্বেত চামর

জরির থান ওড়না গায়,

অলঙ্কার মাণিক-হার,

মুক্ত কেশ, — মুক্তা তায় !

*

*

*

তুহিন-লীন কোন্ মুনির

ছিলাম কোন্ স্বপ্নেতে ।

জন্ম মোর কোন্ চোখের—

কটাক্ষের সঙ্কেতে ।

ঝর্ণীর গান

কোন্ গিরির হিম ললাট
ঘাম্‌ল মোর উদ্ভবে,
কোন্ পরীর টুটল হার
কোন্ নাচের উৎসবে !—

খেয়াল নাই—নাই রে ভাই
পাই নি তার সংবাদই,
পাই লীলায়,—খিলখিলাই—
বলবলির বোল সাধি !

বন্-ঝাড়িয়ের ঝোপ-গুলায়
কান্সারের দল চরে,
শিং শিলায়—শিলায় গায়,-
ডাল্‌চিনির রং ধরে !

ঝাঁপিয়ে যাই, লাফিয়ে ধাই,
ছলিয়ে যাই অচল-ঠাট,
নাড়িয়ে যাই, বাড়িয়ে যাই—
টিলার গায় ডালিম-ফাট ।

শালিক শুক বুলায় মুখ
থল্-ঝাঁঝির মথ্‌মলে,
জরির জাল আঙুরাখায়
অঙ্গ মোর ঝল্‌মলে ।

বিদায়-আরতি

নিম্নে ধাই, শুন্তে পাই
‘ফটিক জল ।’ হাঁকছে কে,
কণ্ঠাতেই তৃষ্ণা যার
নিকুনা সেই পাক ছেঁকে !

গরজ যার জল সঁাচার
পাৎকুয়ায় যাক না সেই,
সুন্দরের তৃষ্ণা যার
আমরা ধাই তার আশেই ।

তার খোঁজেই বিরাম নেই
বিলাই তান—তবল শ্লোক,
চকোর চায় চন্দ্রমায়,
আমরা চাই মুগ্ধ-চোখ !

চপল পায় কেবল ধাই
উপল-ঘায় দিউ ঝিলিক,
হুল্ দোলাই মন ভোলাই,
ঝিল্মিলাই দিগ্বিদিক !

বিকর্ণ কি ঘণ্টাকর্ণ

কে করেছে ঠাট্টা তোমায় দিয়ে কবির তত্ত্ব ?
বিকর্ণ কি ঘণ্টাকর্ণ চেনা তোমায় শক্ত !
বাংলা ভাষার ওজন তুমি বোঝ তো ছাই ঘণ্টা,
মিথ্যে কেন মাথা বকাও গরম কব মনটা ?
রবি-রথের ঘোড়ার খুরেও জন্মে যে-সব ছন্দ
নাই ক্ষমতা বুঝতে তোমার, তাই করো গাল মন্দ ।
ব্যাকরণের চচ্চড়িতে বুদ্ধি-জাতা পণ্ডা,
উদ্ভুটে শ্লোক বানাও নীরস সাত বুড়ি সাত গণ্ডা ।
সংস্কৃতের গণ্ডোপরি বিরাজ কর বিস্ফোটক,
বাংলা ভাষার কেউ তুমি নও, হংস সারস কিম্বা বক ।
ভাব-সাধনার ধার ধারো না, ঠাট্টা জান বৃদ্ধ হে !
ধ্যান-রসিকের তপোবনে নাড়্ছ গ্রীবা গুপ্ত হে !
শাস্ত্র পুঁথি ফুঁড়ে ফুঁড়ে করলে শুধু কীটপনা,
কথার আঁচে টের পেয়েছি পাওনি সুধা এক কণা ।
একটা কথা একশো-বারি বুঝিয়ে কত বল্বে ?
অবোধ মোষের ঘাড় নোয়াতে কত বা ঘি ডল্বে ?
চতুর্মুখের মুখ ব্যথা হয় ঢেঁকির সঙ্গে তর্কে,
এক মুখে কি বল্বে আমি বলুদ ধুরন্ধরকে !
নিমেষে কেউ বোঝে, আবার কেউ বা বছর চল্লিশে,
তারও দ্বিগুণ কাটল বয়েস, আর বোধোদয় হয় কিসে ?

বজ্র-বোধন

অযুত ঢেউয়ের তপ্ত নিশাস স্পৃহারা
ফিরতেছিল হাওয়ায় ছায়া-মূর্তি-পারা
নিদাঘ-দিবস হান্‌তেছিল আগুন-চাবুক,
লুপ্ত সারা জগৎ হতে সোয়াস্তি সুখ ।
শুকনো পাতার সকল-এড়া শিথিল সুরে
তেপান্তরের তপ্ত তামার চাতাল ঘুরে
উঠতেছিল গুমোট ঠেলে মৌন মুখে
বিহ্বালেরি বিত্ত নিয়ে গোপন বুক—
সাগর-তড়াগ-হ্রদের নদের তৃপ্তিহারা
উষ্ণ নিশাস, নীরব ছায়া-মূর্তি-পারা ।

*

*

*

হঠাৎ কখন কোন্‌ গগনের পাণ্ডু হাওয়ার কোন্‌ ইসারায়
শরীর পেল এক নিমিষে ওই অতনু সে কোন্‌ তারায় ?
লক্ষ ব্যথার তপ্ত নিশাস পড়ল হঠাৎ একে বঁধা,
জীবন-মরণ-মন্ত্র যেন মন্দ্র-মধুর শব্দে গাঁথা !
আকাশ হ'ল ভাঙড় ভোলার নেশায় ঘোলা চোখের মত,
ঘোর গুমোটের গুম-ঘরে আজ ঘুলঘুলি সে খুল্ল শত ;
অস্তাচলের সোনার বরণ অঙ্গ হঠাৎ উঠল ঘেমে,
শিউরে সাগর-ঢেউ টিমিয়ে থম্‌থমিয়ে রইল থেমে ;
তালের সারি পাণ্ডু-ছবি কাজল মেঘের মূর্তি দেখে
চমকে উঠে ময়ূর চাঁচায় “কে গা ? এ কে ? কে গা ? এ কে ?”

বজ্র-বোধন

ধায় আকাশের উন্কামুখী হঠাৎ যেন প্রমাদ গনি,
আগুন-ডোরের শূন্যে দোলে ইন্দ্রাণীরই স্নানের দ্রোণী !
বজ্র-বোধন বাজ বাজ, হিয়ায় হিয়ায় তড়িৎ চুয়ায়,
গুমোট-ভরা আঘাত-সাঁঝের জলদ-গহন গগন-গুহায় ।

*

*

*

হৃদের নদের কুড়িয়ে নিশাস নিশান ওড়ে ! নিশান ওড়ে !
লক্ষ হিয়ার মন্থ জাগে প্রলয়-মেঘের মূর্তি ধরে !
আসছে কে গো বাষ্পঘন ! বারুদ-মাথা-অঙ্গ একা,
ঈশান-কোণে দিগ্বাণের হাওদা তোমার যাচ্ছে ঢাখা ;
তোমার সাড়ায় বৃহৎগেরি বৃহৎ ধ্বনি স্তব্ধ বনে,
সিঁহ বারেক গর্জ্জ' উঠে গুহায় পশে ব্রহ্ম মনে,
ঝঞ্ঝা তোমার চারণ-কবি, জগৎ লোটার পায়ের নীচে,
পায়ের ধূলার তলায় বাবা তারাই শুধু অঙ্কুরিছে ।
বাথার তাপে জন্ম তোমার, আস্ছ বাথার আসন দিতে,
নবীন মেঘের গর্ভাধানে মন্ত্র পড় রুদ্রগীতে ।
জীর্ণ যা' তা পড়ছে ভেঙে—জরার ভারে পড়ছে ভেরে,
তোমার সাড়া চমক দিয়ে জাগায় অফুট অঙ্কুরেরে ।
গর্ব যাদের পর্বে পর্বে সে পর্বতের উড়াও চুড়ায়,
বজ্র ! কুশাক্ষুছবি ! তোমার পরশ পাহাড় গুঁড়ায় ।
ঐশ্ব-জরা দগ্ধ ধরা ভাবছে যাবে চিরস্থায়ী !
তোমার সাড়ায় মূর্ছা সে পায়, বজ্র ! হে নীলপদ্মশায়ী ।

*

*

*

তোমার সাড়ায় তুষায় অধীর কোন্ চাতকের পুড়ল ডানা,
কোন্ সে শাণীর ভাঙল শাখা তার কথা নেই তুলতে মানা,

বিদায়-আরতি

তোমার সাড়ায় তরুণ প্রাণের যে বন্যা আজ জলে-স্থলে,
ক্ষতির কথা ভুলিয়ে দিতে হাসছে তারা নানান্ ছলে ।
তোমার সাড়ায় উল্টে গেল শূন্য-শয়ান্ জলের দ্রোণী,
সোহাগ-দ্রোণীর ঝর্ণা-ধারায় আর্দ্র ভুবন দিন রজনী ।
লক্ষ ব্যথার প্রসব তুমি, সূর্য্যে নিবায় তোমার গাথা,
বজ্র ! তুমি দর্পহারী, খড়্গ তুমি অভয়-দাতা !
তোমার বোধন গাইছে কবি, গাইবে কবি সকল কালে,
জীবন-লোকে বরণ তোমার দীপক রাগে রুদ্রতালে !

কবি দেবেন্দ্র

শামার শিশে সুরের স্তবক হেন
প্রাণ ছিল যার গানের উছাস-ভরা,
কণ্ঠ তাহার হঠাৎ নীরব কেন,
শিউলি-বীথির শেষ বুঝি ফুল-ঝরা ।

বাজ্জল কখন বিসর্জনের বাঁশী,
আঁধার এল মুগ্ধ আঁখির 'পরে ;
গোলাপ যখন ফুটেছে রাশি রাশি
গোলাপ-ফুলের ভক্ত গেল মরে' !

মিলিয়ে গেল মরণ-হারি গানে ;
ঝর্ণা হ'ল হঠাৎ গতিহারি ;
যম নিয়মের তপ্ত মরুস্থানে
হারিয়ে গেল সরস্বতীর ধারা ।

বড়দিনে

প্রাণের ভাঁড়ার উঠছে রিক্ত হ'য়ে,
সিক্ত হ'য়ে উঠছে আঁখির পাতা,
একে একে বৈতরণীর তোয়ে
ডুবছে মাণিক ; হচ্ছে নীরব গাথা ।

দবাজ প্রাণের সেই হাসি আজ খুঁজি,
গান গাওয়া সেই তেমনি দবাজ সুরে ;
“দরদী নেই তেমন দরের বুঝি”
—শোকের হাওয়ায় রক্ত-অশোক ঝরে ।

বড়দিনে

তোমার শুভ জন্মদিনে প্রাণাম তোমায় করছে অখণ্ডান,
ভগবানের ভক্ত ছেলে ! ঋষির ঋষি ! ঋষ্ট মহাপ্রাণ !
সাত মনীষীর বন্দনীয় ওগো রাখাল ! ওগো দীনের দীন !
জগৎ সারা চিত্ত দিয়ে স্বীকার করে তোমার কাছে ঋণ ।
হৃদয়-লতার তন্তু দিয়ে বিশ্ব সাথে বাঁধলে বিধাতারে,
পিতা বলে ডাকলে তাঁরে আনন্দেরি সহজ অধিকারে ।
চম্কে যেন উঠল জগৎ নূতনতর তোমার সম্বোধনে ;
শাস্ত্রপাঠী উঠল রুষে, শয়তানেরা ফন্দী আঁটে মনে ;
টিটকারী ছায় সন্দেহীরা ভাবে বুঝি দাবী তোমার ফাঁকা,
ক্রুরের পরে জীবন দিয়ে রক্তে আপন করলে দলীল পাকা ।
মৃত্যুপারের অন্ধকারে ফুটল আলো, উঠল যে জয়গান,
আপনি মরে বিশ্ব-নরে দিলে তুমি নবজীবন দান ।
স্বর্গে মর্ত্যে বাঁধলে সেতু, ধন্য ধরা তোমার আবির্ভাবে ।
মরণ-জয়ী দীক্ষা তোমার জায়াজয়ে অটল লাভালাভে ।

*

*

*

বিদায়-আরতি

তাই তো তোমার জন্মদিনের নাম দিয়েছি আমরা বড়দিন,
স্বরণে যার হয় বড় প্রাণ, হয় মহীয়ান্ চিত্ত স্বার্থলীন ;
আমরা তোমায় ভালবাসি, ভক্তি করি আমরা অখৃষ্টান,
তোমার সঙ্গে যোগ যে আছে এই এসিয়ার, আছে নাড়ীর টান,
মস্ত দেশের ক্ষুদ্র মানুষ আমরা, তোমায় দেখি অবাক্ হ'য়ে,
অশেষ প্রকার অধীনতার ক্রুসের কাঁটা সারা জীবন স'য়ে ।
রাষ্ট্র মোদের কাঁটার মুকুট, সমাজ মোদের কাঁটার শয়্যা সে যে,
যতই ব্যথায় পাশ ফিরি হায় ততই বেঁধে, ততই ওঠে বেজে !
কাণ্ডারীহীন জীবন-যাত্রা, কুকাণ্ড তাই উঠছে কেবল বেড়ে,
যোগ্যতম জবরদস্তি ফেলছে চ'বে জগৎটা শিঃ নেড়ে !
নৃশংসতার হুণ অতিহুণ টেকা দিয়ে চলছে পরস্পরে,
শয়তানী সে অটুহাসে সত্য-বাণীর কণ্ঠ চেপে ধরে !
গির্জা-ভাঙা হাউইট্জারের গর্জনে হায় ধর্ম গেল তল,
মাং হ'য়ে যায় মনুষ্যত্ব, 'কিস্তি' হাঁকে ভব্য ঠগীর দল ।
নিরীহ জন লাঞ্ছনা নয়, সে লাঞ্ছনা বাজে তোমার বৃকে,
নিত্য নূতন ক্রুসের কাঁঠে তোমায় ওরা বিধেছে পেরেক ঠেকে ।

তোমার 'পরে জুলুম ক'রে ক্ষুণ্ণ ক'রে মনুষ্যত্বধারা
রোমের লুকুম-মহকুমা গুঁড়িয়ে গেল, ধুলায় হ'ল হারা ।
আজ বিপরীত-বুদ্ধি-বশে ভুলছে মানুষ ভুলছে কালের বাণী,
তাসের পরে তাস সাজিয়ে ভাবছে হ'ল অটল বা রাজধানী ।
মাড়িয়ে মানুষ উড়িয়ে ধূলো অন্ধ বেগে কবন্ধ রথ চলে,
ওষ্ঠবাসী খৃষ্ট-ভক্তি ডুবছে নিতি নীট্শেবাদের তলে !
তাকায় জগৎ বাক্যহারা ইয়োরোপের মাটির ক্ষুধা দেখে,
ভব্যতা সে ভিস্মি গেছে ভেপসে-ওঠা টাকার গৌজের থেকে,

বড়দিনে

পিতা ! আমার পিতা !”

কোনো ধর্মধ্বজের প্রতি

প্রেমের ধর্ম করছ প্রচার কে গো তুমি সবুট লাথি নিয়ে,—
ডায়ার-মার্ক শিষ্টাচারের লাল-পেয়ালার শেষ তলানি পিয়ে !
কুশলে তো চলছে তোমার অর্দ্ধঘণ্টা ধর্মোপদেশ দেওয়া,—
টিফিন্ এবং টি-এর ফাঁকে ? জম্ছে ভালো খুঁট-কথার খেয়া ?
মুখোস খোলো, মুখস্থ বোল বোলো না আর টিয়াপাখীর মত
মোটো মাসহারার মোহে,—দোরোখা ঢং চালাবে আর কত ?
বয়স গত ; ক্ষ্যাপার মত কামড় দিতে এলে নকল দাঁতে ?
বাঁধানো দাঁত উন্টে গিয়ে, আহা, শেষে লাগবে যে টাকরাতে !
নিরীহ যে সত্যাগ্রহী—কি লাভ হ'ল তারে লাথি মেরে ?
সে করেছে তোমায় ক্ষমা ; তার চোখে আজ নাও দেখে খুঁটেরে ।

*

*

*

“অক্রোধে ক্রোধ জিন্তে হবে,”—সে শিক্ষা কি রইল শিকায় তোলা,
ডিগ্রি নিয়েই ফুরিয়ে গেছে ডাগর-বুলির যা কিছু বোল বোলা ?
উদর তন্ত্র উদারতা ? ধর্ম কেবল কথারই কাণ্ডেনী ?
ডঙ্কা-নাদের পিছন পিছন সত্য নিয়ে খেলছে ছেনিমেনি ?
চেয়ে ছাখো ক্রুশের পরে ক্ষুর কে ওই তোমার ব্যবহারে !
জীবন্তবৎ পাষণ-মূরং !—হেঁটমাথা তাঁর লজ্জাতে ধিকারে ।
কুড়ি শ' বৎসরের ক্ষত লাল হ'য়ে তাঁর উঠছে নতুন ক'রে ।
দেখছে জগৎ—পাথর ফেটে ফোঁটায় ফোঁটায় পড়ছে শোণিত ঝরে ।
দাও ক্ষমাদাও, চোখমেল চাও,—কি কাণ্ড হায় করছ গজাল ঠুকে ?
নিরীহদের নির্যাতনের সব ব্যথা কার বাজছে ছাখো বুকে ।

*

*

*

কিন্মা চাখার নাই প্রয়োজন, তোমরা এখন সবাই বিজিগীষু,
 'জিঙ্গো' আসল ইষ্ট সবার, তার আবরণ-দেবতা মাত্র যীশু !
 ডায়ার-ডোল্ জবরদস্তি,—তাতেই দেখি আজ তোমাদের রুচি ।
 গোবর-দস্ত আইন গ'ড়ে নিষ্ঠুরতায় নিচ্ছ ক'রে শুচি ।
 বীরত্বেরই বিজয়-মালা বর্ষরতার দিচ্ছ গলায় তুলে ।
 অমানুষের করুহ পূজা, সেরা-মানুষ খৃষ্টদেবে ভুলে ।
 মরদ-মেয়ে ভুগছ সমান হুণ-বিজয়ের বড়াই-লাল রোগে,
 ম'নুষকে আর মানুষ ব'লেই চিন্তে যেন চাইছ না, হায়, চোখে ।
 ঢাকের পিছে ট্যাম্‌টেমি-প্রায় টমির খাঁচায় ট্যাশটোশ্‌ও আজ ঘোরে ।
 শয়তানই যে হাওয়ায় হাঁটায় শূণ্যে ওঠায় সে হুঁশ গেছে স'রে ।
 নেইক খেয়াল, আত্মা বেচে জগৎ-জোড়া কিন্ছে জমিদারী !
 কে জানে ক'দিনের ঠিকা, ঠিকাদাবের ঠাকার কিন্তু ভারি !
 পিঙ্গি চলে জঙ্গী ঢালে, কুচ, ক'রে লাল কাগজ-ওলা চলে,—
 নাক তুলে যায় দালাল-ফোড়ে,

আজ দেখি হায় পাদ্রীও সেই দলে !

*

*

*

যাও দ'লে যাও, ডঙ্কা বাজাও, অহঙ্কারের ছায়া ক্ষণস্থায়ী ।
 মিছাই ত্রুতের বিঘ্ন ঘটান অহঙ্কারের হুমকি-ব্যবসায়ী !
 আমরা তোমার চাই না শিক্ষা, চাই না বিদ্যা, হে বিদ্যা-বিক্রয়ী !
 ধর্ম-কথাও পণ্য যাদের তাদের পণ্য কিন্তে ব্যগ্র নহি ।
 মানুষ খুঁজে ফিরছি মোরা,—মানুষ হবার রাস্তা যে বাংলাবে ।
 তিক্ত হ'য়ে গেছে জীবন ঘরের পরের অমানুষের তাঁবে ।
 ফলিয়ে দেবে মর্ত্যে যেজন বুদ্ধ-যীশুর স্বর্গ-সূচন বাণী,
 শহীদ-কুলের হৃদ-শৌর্য্য হৃদয়ে যার পেতেছে রাজধানী,—
 জাতিভেদের টিটকারী যে পরকে শুধুই ছায় না নানান্‌ ছলে,—
 জমিয়ে বুকে জিঙ্গোয়ানীর জবর জাতিভেদের হলাহলে,—

বিদায়-আরতি

ষোলো-আনা মানুষ হবার নিমন্ত্রণ দেন যে সব জনে,—
সেই মানুষে খুঁজছি মোরা, অহর্নিশি খুঁজছি ব্যাকুল মনে ;
নিক্তি ধরে করলে তৌল ওজন সে যার ভজবে পুরাপুরি,
লোভের মোহের মন্ত্রণাতে ভাবের ঘরে করবে না যে চুরি,
পথ চেয়ে তার সই অনাচার দুখ অপার অনন্ত লাঞ্ছনা,
বেশ জানি, “আজ সয় যারা ক্লেশ তাদের তরেই স্বর্গীয় সান্ত্বনা
নিরীহ যেই ধন্য যে সেই ধৃত-ব্রত দৈব মশাল-ধারী
নিঃস্ব যারা তারাই হবে বিপুল ভবে রাজ্য-অধিকারী।”

— — —

চরকার গান

ভোম্‌রায় গান গায় চরকায়, শোন্, ভাই !
খেই নাও, পাঁজ দাও, আম্‌রাও গান গাই !
ঘর-বা'র কর্‌বার দরকার নেই আর,
মন দাও চার্কায় আপনার আপনার !
চরকার ঘর্ঘর পড়শীর ঘর-ঘর ।
ঘর-ঘর ক্ষীর-সব,—আপনায় নির্ভর !
পড়শীর কণ্ঠে জাগল সাড়া,—
দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া !

*

*

*

ঝরকায় ঝরঝর ফুর্ফুর্ বইছে !
চরকার বুলবুল কোন্ বোল কইছে ?—
কোন্ ধন দরকার চরকার আজ গো ?—
ঝিউড়ির খেই আর বউড়ির পাঁজ গো !

চরুকার গান

চরুকার ঘরঘর পল্লীর ঘর-ঘর ।

ঘর ঘর ঘি'র দীপ,—আপনায় নির্ভর ।

পল্লীর উল্লাস জাগ্‌ল সাড়া,—

দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া !

*

*

*

আর নয় আইটাই টিস্-টিস্ দিন-ভর,

শোন্‌ বিশকর্ম্মার বিস্ময়-মন্তর !

চরুকার চর্য্যায় সন্তোষ মন্টায়,

রোজগার রোজদিন ঘণ্টায় ঘণ্টায় !

চরুকার ঘরঘর বস্তির ঘর-ঘর !

ঘর-ঘর মঙ্গল,—আপনায় নির্ভর ।

বন্দর-পত্তন গঞ্জে সাড়া,—

দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া !

*

*

*

চরুকাই সম্পদ, চরুকাই অন্ন,

বাংলার চরুকাই ঝলুকাই স্বর্ণ !

বাংলার মসলিন্‌ বোগদাদ্‌ রোম চীন

কাঞ্চন-তোলেই কিন্তেঁন একদিন ।

চরুকার ঘরঘর শ্রেষ্ঠীর ঘর-ঘর ।

ঘর-ঘর সম্পদ—আপনায় নির্ভর !

সুপ্তের রাজ্যে দৈবের সাড়া,—

দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া !

*

*

*

চরুকাই লজ্জার সজ্জার বস্ত্র ।

চরুকাই দৈতোর সংহার-অস্ত্র ।

চরুকাই সন্তান চরুকাই সম্মান ।

চরুকাই ছুঃখীর ছুঃখের শেষ ত্রাণ ।

বিদায়-আরতি

চরকার ঘর্ঘর বঙ্গের ঘর-ঘর ।

ঘর ঘর সম্ভ্রম—আপনায় নির্ভর ।

প্রত্যাশ ছাড়বার জাগল সাড়া,—

দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া !

*

*

*

ফুরসুৎ সার্থক করবার ভেল্কি !

উস্খুস্ হাত ! বিশ্বকর্মার খেল কি !

তন্দ্রার হৃদোয় একলার দোকলা !

চরকাই একজাই পয়সার টোকলা !

চরকার ঘর্ঘর হিন্দের ঘর-ঘর !

ঘর-ঘর হিক্‌মৎ,—আপনায় নির্ভর !

লাখ লাখ চিত্তে জাগল সাড়া,—

দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া ।

*

*

*

নিঃশ্বের মূলধন, রিক্তের সঞ্চয়,

বঙ্গের স্বস্তিক চরকার গাও জয় !

চরকায় দৌলৎ । চরকায় ইজ্জৎ !

চরকায় উজ্জল লক্ষ্মীর লজ্জৎ !

চরকার ঘর্ঘর গোড়ের ঘর-ঘর !

ঘর-ঘর গৌরব,—আপনায় নির্ভর !

গঙ্গায় মেঘনায় তিস্তায় সাড়া,—

দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া !

*

*

*

চন্দ্রের চরকায় জ্যোৎস্নার সৃষ্টি !

সূর্যের কাটনায় কাঞ্চন বৃষ্টি !

ইন্দ্রের চরকায় মেঘ জল থান থান ।

হিন্দের চরকায় ইজ্জৎ সম্মান !

সেবা-সাম

ঘর-ঘর দৌলত ! ইজ্জৎ ঘর-ঘর !

ঘর-ঘর হিন্মৎ,—আপনায় নির্ভর !

গুজরাট-পাঞ্জাব-বাংলায় সাড়া—

দাঁড়া আপনার পায়ে দাঁড়া !

—

সেবা-সাম

আলগ্ হ'য়ে আল্গোছে কে আছিচ্ জগতে—

জগন্নাথের ডাক এসেছে আবার মরতে !

তফাৎ হ'য়ে তফাৎ ক'রে নাইক মহত্ত্ব,

দশের সেবায় শূদ্র হওয়াই পরম দ্বিজত্ব !

পিছিয়ে যারা পড়ছে তাদের ধরে নে ভাই হাত,

মিলিয়ে নেব কণ্ঠ আবার চল্বে সাথে সাথে,

জগন্নাথের রথ চলেছে, জগতে জয় জয়,—

একটি কণ্ঠ থাকলে নীরব অঙ্গহানি হয় ;

সাথের সাথী পিছিয়ে রবে,—কাদবে নাকি মন ?

এমন শোভাযাত্রা যে হয় ঠেকবে আশোভন ।

*

*

*

চিত্তময়ী তিলোত্তমা ভাবাঙ্কিকা মোর,

মর্ত্তে এস নন্দনেরি নিয়ে স্বপন-ঘোর ;

তোমার আঁখির অমল আভায় ফুটাও অন্ধ চোখ

আদর্শেরি দর্শনেতে জনম সফল হোক ।

জাগ কবির মানসরূপে বিশ্ব-মনস্কাম,—

সর্বভূতে আত্মবোধে মহান্ সেবাসাম ।

*

*

*

বিদায়-আরতি

এক অরূপের অঙ্গ মোরা লিপ্ত পরম্পর,—
নাড়ীর যোগে যুক্ত আছি নইক স্বতন্তর ;
একটু কোথাও বাজলে বেদন বাজে সকল গায়,
পায়ের নখের ব্যথায় মাথার টনক ন'ড়ে যায় ;
ভিন্ন হ'য়ে থাক্ব কি, হায়, মন মানে না বুঝ,—
ছিন্ন হ'য়ে বাঁচতে নারি,—নই রে পুরুভুজ ।

*

*

*

তফাৎ থেকে হিতের সাধন মোদের ধারা নয়,
ভিক্ষা দেওয়ার মতন দেওয়ায় ভরবে না হৃদয়,
অনুগ্রহের পায়সে কেউ ঘেঁসবে না গন্ধে,
আপন জেনে গুদু কুঁড়া দাও খাবে আনন্দে ।
পরকে আপন জানতে হবে, ভুলতে আপন পর,—
অগাধ স্নেহ অসীম ধৈর্য্য অটুট নিরন্তর ।
পিতার দৃঢ় ধৈর্য্য, মাতার গভীর মমতা
প্রত্যেকেরি মধ্যে মোদের পায় গো সমতা ;
পিতার ধৈর্য্য মানব-সেবা কর্ব প্রতিদিন,
মাতার স্নেহ বিশ্বে দিয়ে শুধব মাতৃঙ্গণ ।

*

*

*

দীপ্তিহারা দীপ নিয়ে কে ?—মুখটি মলিন গো !
চক্ৰমকি কার হাতে আছে ?—জাগাও ফুলিঙ্গ,—
জাগাও শিখা—সঙ্গীরা সব মশাল জ্বলে নিক্,
এক-প্রদীপের প্রবর্তনায় হোক আলো দশদিক্ ।
এক প্রদীপে দিকে দিকে সোনা ফলাবে,
একটি ধারা মরু-ভূমির মরম গলাবে ।

*

*

*

সেবা-সাম

সত্য সাধক ! এগিয়ে এস জ্ঞানের পূজারী,
অজ্ঞমনের অন্ধগুহায় আলোক বিথারি' ।
শিল্পী ! কবি ! সুন্দরেরি জাগাও সুসমা,—
অশোভনের আভাস—হ'তে দিয়ো না জমা ।
কর্মী ! আনো সুধার কলস সিঁধু মথিয়া ।
দুঃস্থ জনে সুস্থ কর আনন্দ দিয়া ।
সুখী ! তোমার সুখের ছবি পূর্ণ হ'তে দাও,
দুখী-হিয়ার দুঃখ হর হরষ যদি চাও ।
নইলে মিছে শ্মশানে আর বাজিয়ে না বাঁশী,
হেস না ঐ অর্থবিহীন বীভৎস হাসি ।
এস ওঝা ! ভূতের বোঝা নামাও এবারে,
নিজের রুগ্ন অঙ্গ জেনে রোগীর সেবা রে ।
জীবনে হোক সফল নব ত্রিবিদ্যা-সাধন,—
সহজ সেবা, সরল প্রীতি, চিত্ত-প্রসাধন ।

* * *

বিশ্বদেবের বিরাট দেহে আমরা করি বাস,—
তপন-তারার নয়ন-তারার একটি নীলাকাশ ।
এক বিনা দুই জানোনাকো একের উপাসক,
সবাই সফল না হ'লে তাই হব না সার্থক ।
নিখিল-প্রাণের সঙ্গে মোদের ঐক্য-সাধনা,
হিয়ার মাঝে বিশ্ব-হিয়ার অমৃত-কণা ।
সবার সাথে যুক্ত আছি চিত্তে ভেঁনেছি—
প্রীতির রঙে সেবার রাখী রাঙিয়ে এনেছি—
কাজ পেয়েছি, লাজ গিয়েছে, মেতেছে আজ প্রাণ,
চিত্তে ওঠে চিরদিনের চিরনূতন গান ।

বিদায়-আরতি

বৈঁচে ম'রে থাকব না আর আলগ্—আলগোছে ;
লগ্ন শুভ, রাখব না আজ শঙ্কা-সঙ্কোচে ।
বাড়িয়ে বাহু ধরব বুকে, রাখব মমত,
মোদের তপে দক্ষ হ'বে শুষ্ক মহত্ত্ব ।
মোদের তপে কোঁকড়া কুঁড়ির কুণ্ঠা হ'বে দূর,—
শতদলের সকল দলের স্মৃতি পরিপূর ।
জগন্নাথের রথ চলিল, উঠেছে জয়রব,
উদ্বোধিত চিত্ত,—আজি সেবা-মহোৎসব ।

—

মহানামন্

(প্রথম হলুকা)

“রাজা নেই ব'লে অরাজক নয়
কপিলবাস্তু পুরী,
সন্তাগানের সন্তোরা আছে,
বাজা ও.র বাজা তুরী ।
নগর-জ্যেষ্ঠ শ্রীমহানামন্
আদেশ করেন সবে,—
রাজদস্যুর এই দস্যুতা
নিরোধ করিতে হবে ।
কোশল-ভূপতি প্রসেনজিতের
তনয় পিতৃঘাণী—
বুদ্ধ পিতার রাজ্য হরিয়া
দেমাকে উঠেছে মাতি ;

মহানামন্

পর-ধন পর-রাজ্যের ক্ষুধা

প্রাণে জ্বলি ধ্বংস ধ্বংস ;

দাসীর পুত্র দস্যু হয়েছে

দারুণ এ বিরুদ্ধক ।

এই নগরের মালক্ষে ওর

মা একদা ছিল দাসী,

মহামনা মহানামনের দ্বারে

অন্নপিণ্ড গ্রাসি'

পুষ্ট যে হ'ল, তাহারি পুত্র

ছয়ারে পেতেছে থানা,

ঘোচাতে মায়ের দাস্যের স্মৃতি

বুঝি হেথা দেছে হানা ।

অধমের ধাবা ধরেছে ধূষ্ট

ভুলে গেছে উপকার,

অধঃপাতের পিছল পথে পা

দিয়েছে কুলাঙ্গার ।

ভেবেছে দর্পী—শাক্যসিংহ

বনে গিয়েছেন ব'লে—

শাক্যকুলের পৈতৃক ভিটা

হরণ করিবে ছলে ;

খবর পেয়েছে—হিংসাবৃত্তি

ছেড়েছে শাক্য-কুল—

তাই সে এসেছে নিরস্ত্র জনে

করিবারে নিশ্চূল ।

হার মেনে ফিরে গেছে বারেবার,

আবার এসেছে ভেড়ে,

বিদায়-আরতি

ধুষ্টের চুড়ামণিরে এবার
সহজে দিব না ছেড়ে ।
বুদ্ধের জ্ঞাতি শাক্য আমরা
করি না প্রাণের হানি,
তবুও যুঝিব সহজে না দিব
রাজাহীন রাজধানী ।
অমোঘ-লক্ষ্য আমরা শাক্য
হইনা মুষ্টিমেয়,
লড়িবে ভৃঙ্গ হাতীর সঙ্গে,
যুঝিব,—না ছাড়ি শ্রেয় ।
ঘোষণা দেছেন নগর জ্যেষ্ঠ
শোনো ওগো শোনো সবে—
প্রাণীর প্রাণের হানি না করিয়া
যুদ্ধ করিতে হবে ।
কে করিবে এই নূতন লড়াই ?
এস জোড়া-তুণ এঁটে,
শত্রুর মোরা প্রাণে না মারিব,
ছেড়ে দিব কান কেটে ।
শত্রু-সৈন্য বিব্রত করা
এই আজিকার ব্রত,
কোশলের সেনা ভোলে না যেন রে
শাক্য রণের ক্ষত ।
প্রাণে প্রাণে দেশে যায় যাক ফিবে
কান-কাটা পল্টন
মরণ-অধিক লজ্জার লেখা
বহে যেন আমরণ ।”

মহানামন্

(দ্বিতীয় হল্কা)

সাড়া প'ড়ে গেল পাড়ায় পাড়ায়,
কপিলবাস্তু জুড়ে,
নিদ্রা তন্দ্রা ভয় সব যেন
মন্ত্বেতে গেল উড়ে ।
প্রহর না যেতে বস্মে চস্মে
ছেয়ে গেল দশদিক্—
মরাল সহসা সাঁজোয়া পরিয়া
সজারু সাজিল ঠিক ।
রাজাহীন দেশে জনে জনে রাজা,
জনে জনে দুর্জয়,
স্বদেশের মান রাখিতে সমান
ব্যগ্র ও নির্ভয় ।
মজুর কৃষাণ গোপনে আপন
হাতিয়ারে ছায় শাণ,
চারিদিকে শুধু 'সাজ' 'সাজ' 'সাজ',
চারিদিকে 'হান্' 'হান্' ।
বাহির হইল বিরাণী হাজার
শাক্য তীরন্দাজ,
হাতীর সমুখে ভীমরুল-পাঁতি
অভিনব রণ আজ—
একদিকে বাহ কোশল-সেনার
পিষিতে চাহিছে চাপে,
আর দিকে যত হিংসা-বিরত
রুদ্ধ-আবেগে কাঁপে ।

বিদায়-আরতি

বাণে বাণে প্রাণ অস্থির তবু
সমঝি' যুঝিছে সবে,
প্রাণের হানি না করিয়া যে আজ
যুদ্ধ করিতে হবে ।
লঘু-করে বাণ করে সন্ধান
শূলঘু ক্ষিপ্ৰগতি
অশ্ব-চালনে অঙ্গ-হেলনে
বিদ্যুৎ-হেন জ্যোতি ।
তীর হানি' শুধু কোশল-সেনার
কান-কুণ্ডল কাটে,
ঝরা-পাতা হেন কাটা কানে কানে
ছেয়ে ফেলে মাঠে ঘাটে !
কেটে পাড়ে তুণ ধনুকের গুণ
অমোঘ লক্ষ্যে বিঁধে,
সারথির হাতে বল্লী ঘোড়ার
কেটে দিয়ে যায় সিঁধে ।
করে টলমল বিকল কোশল-
সেনা অদ্ভুত রণে,
বাণ দিয়ে যেন করে বিদ্রূপ
শাক্যেরা খুসী-মনে ।
ঢালে ভেঁতা করে শত্রুর খাঁড়া,
খড়্গ না হানে ফিরে,
অদ্ভুত যোঝা যুঝিছে বৌদ্ধ
নিরঞ্জনার তীরে ;
বুকের উপর শত্রুর ছুরি,—
মরণ সে ধ্রুব জানে,

মহানাগন্

হাতে হাতিয়ার, শত্রুরে তবু
মারিবে না কেউ প্রাণে !
হাজারে হাজারে বুদ্ধের জ্ঞাতি
চলেছে মরণ ভেটে,
হাস্ত-বদনে মরিছে শাক্য
মৃত্যুর কান কেটে ।

(তৃতীয় হল্কা)

সন্ধ্যা আসিল, ক্ষণিক সন্ধি
আনিল অন্ধকার,
শাক্য-দুর্গে তূর্য্য ধ্বনিল—
ফেরো সবে এইবার ।
শাক্য-কুলের মোমাছি ওরে !
মোচাকে দে রে চাবি,
হের বিব্রত শ্রাবস্তি-সেনা
হস্তী মদপ্রাবী ।
অসমান রণ চলে কতখন ?
এইবার ফিরে আয় ।—
শাক্য-গড়ের কোমর-কোঠায়
বাজে তুরী উভরায় ।
পড়ে অর্গল দুর্গ-দুয়ারে,
পরিথায় ফোলে জল,
কান-কাটা সেনা কান দাবী ক'বে
করে দূরে কোলাহল !
প্রাণ-হারা সেনা সেই কোলাহল
শুনিবারে নাহি পায়—

বিদায়-আরতি

দাবীর চেয়ে সে ঢের বেশী দিয়ে
শুয়েছে মৃত্তিকায় ।

(চতুর্থ হল্কা)

কপিলবাস্তু করি' অবরোধ
ব'সে আছে বিরুদ্ধক,
ঘাঁটি-মুহড়ায় কড়া পাহারার
বেড়া দেছে কণ্টক ।
যুদ্ধ নাহিক দীর্ঘ দিবস
কাটিছে শুষ্ক ব'সে,
শাক্য-দুর্গ দূরন্দাজের
ধাক্কায় নাহি ধসে ।
রসদ ফুরায় কি হবে উপায় ?
ফোজ উঠিছে ক্ষেপে,
ছাউনির ধারে ব্যাধি উকি মারে,
কত রাখা যায় চেপে ?
চোখ-রাঙানিতে ভুরু-ভঙ্গীতে
চেপে রাখা যায় কত ?
অসন্তোষের আক্রোশ নিতি
ফণা তোলে শত শত ।
“ছাউনী নাড়িব” কহে বিরুদ্ধক ।
মন্ত্রী তা শুনি কয়—
“আমাদের চেয়ে অবরুদ্ধেরা
ঢের বেশী ক্লেশ সয় ;
দাঁতে তৃণ করি' তারা তো এখনো
আসেনি শিবিরে সবে ;

মহানামন্

এখন নড়িলে শত্রু হাসবে,
লোকে অপযশ হবে ;
এখন নড়িলে পায়ে ঠেলা হবে
করগত সিদ্ধিরে ।”
সেনাপতি কয় “মুখ দেখানো যে
দায় হবে দেশে ফিরে ।”
কহে বিরুদ্ধক “তাই হোক ; তবে
পল্টন খুসী নয় ।”
“আছে কুটনীতি পল্টন মোর”
মন্ত্রী হাসিয়া কয় ।

(পঞ্চম হল্কা)

শাক্য-পুরের সন্তাগারেতে
সন্ত মিলেছে যত,
শত্রুর দূত এনেছে যে চিঠি
তাহারি বিচারে রত ।
শুদ্ধোদনের শূণ্য আসনে
বুদ্ধের ছবি ভায়,
বাজাহীন দেশে রাজার যে কাজ
দশে মিলে করে তায় ।
পাকা পাকা যত মাথা ঘেমে উঠে,
কথা উঠে কত শত,
পত্রের 'পরে টিপ্তনি করে
যার যেবা মনোমত ।
“শাক্যের প্রতি নেই বটে প্রীতি,
নেইও বিশেষ ঘৃণা”,

বিদায়-আরতি

লিখেছে কোশল, “দ্বার যদি খোলো
দেখে যাই এই দেশ,
তীর্থ সাকার এ দেশ আমার
মায়ের মাতৃভূমি,
এরে ছারখারে দিতে নারি, শুধু
পথ-রজ যাব চুমি।”
“সে তো বেশ” কহে সন্ত জিনেশ ;
“বড় বেশ নয়” কন—
সন্ত দেবল, “ছল এ কেবল
চোরের এ লক্ষণ।”
সন্ত নালদ কহিল “রসদ
দুর্গে আদৌ নাই,
আজ নয় কাল দুর্গ-দুয়ার
খুলিতেই হবে, ভাই ;
অনশনে নিতি মরে ছেলে বুড়া
পুত্র কণ্ঠা জায়া
কপিলবাস্ত্র জুড়িয়া পড়েছে
মৃত্যু-কপিণ ছায়া।
মরার অধিক যন্ত্রণা নেই
মরিতেই যদি হয়,
অস্ত্রে মরিব, অনশনে হেন
তিলে তিলে মরা নয়।
তর্ক বাড়িল, আওয়াজ চড়িল
শান্ত সন্তাগারে,
বোঝা নাহি যায় কি যে হবে, হায়,
কোন দল জিনে হারে।

মহানামন্

অনশন ? কিবা অস্ত্রে মরণ ?

বকাবকি এই নিয়ে,—

যমের মতিষ গুঁতোবে কিন্তু

কোন্ শৃঙ্গটা দিয়ে ?

নাম-গুটিকার কুণ্ডাতে শেষে

গুটি দিল গিয়ে সবে,

গুটি গুণে ঠিক হইল—হা ধিক্

দুয়ার খুলিতে হবে !

(ষষ্ঠ হল্কা)

দুর্গদ্বারের অর্গল আজ

খুলিতে গিয়াছে টুটে,

পলটন লয়ে পশে বিরুদ্ধক

কল-কোলাহল উঠে ।

কি অদ্ভুত ? কোথা গেল দূত—

ময়ূরপুচ্ছধারী ?

পলটন লয়ে কেন পশে পুরে ?

এ দেখি জুলুম ভারি !

একা এসে দেশ দেখে চলে' যাবে

এই কথা ছিল আগে.

বাজদম্মার দম্মা-স্বভাব

কোন্ ছুতা পেয়ে জাগে ?

শাকাপুরীর ধনৈশ্বর্য

দেখে আপনার চোখে

লোভের নাড়ীটা হয়েছে প্রবল

ঠেকাবে কে বল ওকে ?

বিদায়-আরতি

পল্টনশুলা করে লুঠন,
যার-তার ঘরে ঢুকি'
নাগরিকে আর সৈনিকে, হায়,
বেধে গেল ঠোকাঠকি ।
ভুলি প্রতিজ্ঞা রাজা বিরুদ্ধক
ভ্রকুম করিল জারি—
“শাকার কুল কর নিশ্চুল
কি পুরুষ কিবা নারী ।”
ঘরে ঘরে ওঠে ক্রন্দন-রোল —
কাঁদে নারী কাঁদে শিশু,
নাহি দেয় কান তাহে শয়তান
নিদাকণ বিজিগীষু !
আগুন জ্বলিছে, খড়্গা ঝলিছে,
রক্তে ফিনিক্ ছোটে,
তর্জনে হাহাকারে একাকার
আঁত ধূলায় লোটে ;
আহত লোকের বুকের উপরে
ছুটে চলে ক্ষেপা ঘোড়া,
তাণ্ডবে মাতি' নাচে ক্ষেপা হাতী,
বীভৎস আগাগোড়া ।

(সপ্তম হল্কা)

নগরমুখা শ্রীমহানামন্
ক্ষুর হৃদয়ে হায়,—
জীবন ভিক্ষা মাগিতে প্রজার
চলেছেন দ্রুতপায় ।

মহানামন্

চলেছে বৃদ্ধ ভগ্ন-হৃদয়
মরণ-পাংশু মুখে,
নগ্ন চরণে দাঁড়াইতে রাজ-
দস্যুর সম্মুখে ।
চলেছে সন্তু সুগত পন্থ
ছুটি হাত বৃকে জুড়ে—
দেশের দেশের দুর্গতি দেখি’
দুখের দহনে পুড়ে’ ।
ভাবিছে বৃদ্ধ “এ কি রে বিষম,
এ কি রে মনস্তাপ,
কোন্ কালামুখ রাজ্যকামুক
চিন্তিল মনে পাপ,
সে পাপের ছায়া কায়া ধরি’ পশে
কপিলবাস্তু-পুরে,
পুণ্যের ঘরে একি অনাচার
হাহাকার দেশ জুড়ে ।
বৃদ্ধের দেশে এ কি . র যুদ্ধ.
একি হানাহানি হায়,
প্রাণ দিলে যদি রোধ করা যেত
রুধিতাম আমি তায় ।”

(অষ্টম হল্কা)

ভিক্ষা মাগিছে বৃদ্ধ আপন
দাসীর ছেলের কাছে,—
“জয়তু রাজন্ ! বুড়া একজন
প্রসাদ তোমার যাচে ;

বিদায়-আরতি

নিজ পরিচয় দিতে নাহি ভয়,

মহানামনের নাম

হয়তো শুনেছ,— জননীর মুখে,—

ওগো কীর্তির ধাম !

অতিথি একদা হ'ল তব পিতা

আমারি সে উপবনে,

ভাবী রাণী সনে নয়নে নয়নে

মিলিল শুভক্ষণে ;

এ বুড়া একদা মায়েরে তোমার

করেছে সম্প্রদান,—”

“জানি তা,’ জানি তা,” কহে উদ্ধত,

“ছাড়ি ভণিতার ভাণ

কি প্রসাদ চাও খুলে বল তাই ।”

“নিরীহ প্রজার প্রাণ”—

কহিল বৃদ্ধ নীরবে সহিয়া

অবনিয় অপমান ।

“নিজ প্রাণ লয়ে পালাও বৃদ্ধ,

অধিক কোরো না আশ,”

কহে বিরুদ্ধক—মূর্ত্ত বিরোধ—

হাসিয়া অটুহাস ।

“রাজন্ !” “কি চাও ?— যাও, যাও, যাও,

পালাও সপরিবারে,

এর বেশী কিছু কোরো না ভিক্ষা

আমার এ দরবারে ।

কান-কুণ্ডল কেটেছে আমার

তোমার নিরীহ প্রজা,

মহানামন্

সমুচিত সাজা দিব আমি তার
বলে' দিনু এই সোজা ।”
মৌন ক্ষনেক রহিয়া বৃদ্ধ
কহেন জুড়িয়া কর—
“জননীরে স্মরি” এ ভিক্ষা তবে
দাও কোশলেশ্বর, —
নিশ্বাস রুধি আমি যে অবধি
ডুবিয়া থাকিব জলে
সে অবধি লোক কোরো না আটক,—
যাক যেথা খুসি চ'লে ।
তার পর তুমি দিও জনে-জনে
শাস্তি ইচ্ছামত ।”
“ভাল, তাই হবে”— বলে রাজা ভাবে—
বুড়ার দম বা কত ?
কত পা পালাবে ?—যাবে দেখা যাবে ;
বুড়াটা পালায় যদি !—
তবে এ নগরে কি পথে কি ঘরে
রক্তে বহাব নদী ।”

(নবম হল্কা)

অবারিত দ্বার পালায় যে যার
যেথা ছ'চক্ষু যায়,
কপিলবাস্তু হরিষে বিবাদে
মূরছি পড়িল প্রায় !
কেউ বেগে ধায় পিছে না তাকায়
প্রাণ নিয়ে সোজাসুজি,

বিদায়-আরতি

কেউ যেতে যেতে ফিরে এসে ফের
তুলে নিয়ে যায় পুঁজি ।
বসন ভূষণ ফেলে কেহ ধায়
ছেলে আঁকড়িয়া বুকে,
ফাল্ফ্যাল্ চায় ইতি উতি ধায়
কথা নাই কারো মুখে ;
সোনা কুশাসনে জড়িয়ে গোপনে
বিপ্র পালায় রড়ে,
যেতে তাড়াতাড়ি শ্রেষ্ঠীর ভুঁড়ি
ঝন্ ঝন্ রবে নড়ে !
কাণ্ড দেখিয়া কোশল-সৈন্য
চোখ পাকালিয়া চায়,
বাজার হুকুমে দুহাত গুটীয়ে
দাঁতে দাঁতে ঘষে হায় !

(দশম হল্কা)

হোথা বিরুদ্ধক বিরক্ত মনে
পাটলি হৃদের কূলে
পল গণি' গণি' হয়েছে অধীর
ধবল-ছত্র-মূলে ।
“জনহীন প্রায় হ'ল যে নগরী,
মন্ত্রী, এ কী বালাই,
এখনো যে দেখি মহানামনের
উঠিবার নাম নাই !
অলে দেহ রাগে, কে জানিত আগে
বুড়ার এতটা দম ?

মহানামন্

ফেরফার কিছু নেই তো ভিতরে ?—

সুড়ঙ্গ সংক্রম ?—

ভুব দিয়ে কেউ দেখুক কি হ'ল,—

ফেরফার থাকে যদি

উচিত শাস্তি করিব বুড়ার,

রক্তে বহাব নদী।”

মনে মনে কয় মন্ত্রী—“তেমন

কিসে আর হবে সাথে,

লোক কই আর ?—রক্ত-ত্যা কি

মিটারে অলঙ্কারে ?”

(একাদশ হলুকা)

পল গণি' গণি' গ্রহর কেটেছে,—

না রে আর দেবী নয়,

কোনো কৌশলে ফাঁকি দিয়ে বুড়া

পালায়েছে নিশ্চয় ।

পাটলির জল তোলপাড় করে

কৌশল-রাজের লোক,

মহানামনেরে পাকুড়া করিতে

নাকে মুখে লাগে জেঁক ।

পাঁক তোলে আর আঁকুবাঁকু করে,

টোকে টোকে জল খায় ;

জলের তলায় কই সুড়ঙ্গ ?

কই বুড়া কই ? হায় !

সহসা ফুকারি' কহিল জনেক

“না না পালায়নি কেহ,

বিদায়-আরতি

শালের শিকড় আঁকড়িয়া আছে

আড়ষ্ট মৃতদেহ !

ছল ক'রে বুড়া ডুবেছিল জলে

বুড়ার কি কড়া জান,

জলের তলায় মরিল হাঁপায়ে

বাঁচাতে পরের প্রাণ !”

ক্ৰোধে চীৎকারি' কহে বিরুদ্ধক —

“ভারি ভাবি বাহাচুরী !

থাবি খেতে খেতে খল-পনা—ম'রে

গিয়ে তবু জুয়াচুরী !”

(দ্বাদশ ইলক।)

ক্ৰেশের মবণ বরণ করিয়া

অমর হইল কারা ?

স্মৃতি-ছায়াপথ উজলি' জগৎ

তা'রা হ'য়ে আছে তারা ।

মরণের সাথে করি মহারণ

কারা হল মৃত্যুঞ্জয়,

দেশ-ভায়েদের আয়ু কে বাড়াল

নিজ আয়ু করি ক্ষয় ?

মানুষে মানুষে বিশ্বাস কার

প্রতি নিশ্বাসে বাড়ে ?

কার সংযম চরম সময়ে

যমের দণ্ড কাড়ে ?

কে ধর্ম্মিষ্ঠ স্বদেশনিষ্ঠ

পশ্চের রাখি' মান

দূরের পালা

দেশের সেবায় করিল সহজে
নিজের জীবন দান ?
বীরের স্বর্গে অমল অর্ঘ্য
কারা পায় সব আগে ?
মহানামনের মহা নাম জাগে
তা'-সবার পুরোভাগে ।
শাক্যকুলের দ্বিতীয় সিংহ
বুদ্ধ সে গৃহবাসী—
আড়াই হাজার বছরেও য়ান
নহে তার যশোরশি । *

দূরের পালা

ছিপ্ খান্ তিন্-দাঁড়—
তিনজন্ মালা
চৌপর দিন-ভোর
জায় দূর-পালা !

পাড়ময় ঝোপঝাড়
জঙ্গল, — জঞ্জাল,
জলময় শৈবাল
পাল্লার টাঁকশাল ।

কঞ্চির তীর-ঘর
ঐ চর জাগছে,
বন-হাঁস ডিম তার
শাওলায় ঢাকছে ।

রুক্মিল-রচিত বুদ্ধ-চরিত অবলম্বনে

বিদায়-আরতি

চুপ চুপ—ওই ডুব
ডায় পানকোট,
ডায় ডুব টুপ টুপ
ঘোমটার বউটি ।

ঝক্‌ঝক্‌ কলসীর
বক্‌বক্‌ শোন্ গো,
ঘোমটায় ফাঁক বয়
মন উন্মন গো ।

তিন-দাঁড় ছিপখান্
মন্তর যাচ্ছে,
তিন জন মাল্লায়
কোন্ গান গাচ্ছে ?

*

*

*

রূপশালি ধান বুঝি
এইদেশে সৃষ্টি,
ধূপছায়া যার শাড়ী
তার হাসি মিষ্টি ।

মুখখানি মিষ্টি বে
চোখছুটি ভোমরা
ভাব-কদমের—ভরা
রূপ ঢাখো তোমরা !

ময়নামতীর জুটি
ওর নামই টগরী,
ওর পায়ে ঢেউ ভেঙে
জল হ'ল গোখরী ! .

দূরের পাশা

ডাক পাখী 'ওর লাগি'
ডাক্ ডেকে হৃদ,
ওর তরে সোঁত-জলে
ফুল ফোটে পদ্ম ।

ওর তরে মন্ডরে
নদ হেথা চল্ছে,
জলপিপি ওর মৃদু
বোল বুঝি বোল্ছে ।

ছুই তীরে গ্রামগুলি
'ওর জয়ই গাইছে,
গঞ্জে যে নৌকা সে
ওর মুখই চাইছে ।

আটকেছে যেই ডিঙা
চাইছে সে পার্শ্ব
সঙ্কটে শক্তি ও
সংসারে হর্ষ ।

পান বিনে ঠোঁট রাঙা
চোখ কালো ভোমরা,
রূপশালি-ধান-ভানা
রূপ ছাখো তোমরা ।

*

*

*

পান সুপারি ! পান সুপারি !
এইখানেতে শঙ্কা ভারি,
পাঁচ পীরেই শীর্ণি মেনে
চল্ রে টেনে বইঠা হেনে ;

বিদায়-আরতি

বাঁক সমুখে, সামনে ঝুঁকে
বাঁয় বাঁচিয়ে ডাইনে রুখে
বুক দে টানো, বইটা হানো—
সাত সতেরো কোপ কোপানো ।
হাড়-বেরুনো খেজুরগুলো
ডাইনী যেন ঝামর-চুলো
নাচতেছিল সন্ধ্যাগমে
লোক দেখে কি থমকে গেল ।
জম্জমাটে জাঁকিয়ে ক্রমে
রাত্রি এল রাত্রি এল ।
ঝাপ্সা আলোয় চরের ভিত্তে
ফিরছে কারা মাছেয় পাছে,
পীর বদরের কুদ্রতিতে
নৌকো বাঁধা হিজল-গাছে ।

*

*

*

আর জোর দেড় ক্রোশ—
জোর দেড় ঘণ্টা,
টান্ ভাই টান্ সব—
নেই উৎকণ্ঠা ।

চাপ্ চাপ্ শ্যাওলার
দ্বীপ সব সার সার,—
বৈঠার ঘায় সেই
দ্বীপ সব নড়ছে,
ভিল্ভিলে হাঁস তার
জল-গায় চড়ছে ।

দূরের পালা

ওই মেঘ জমছে,
চল্ ভাই সমঝে,
গাও গান, দাও শিশ্
বকশিশ্ ! বকশিশ্

খুব জোর ডুব্-জল,
বয় শ্রোত্, ঝিঝিঝি,
নেই ঢেউ কল্লোল,
নয় ছব নয় তীর ।

নেই নেই শঙ্কা,
চল্ সব ফুর্তি,—
বকশিশ্ টঙ্কা,
বকশিশ্ ফুর্তি ।

ঘোর-ঘোর সন্ধ্যায়,
ঝাউ-গাছ ঢুল্ছে,
ঢোল্-কল্মীর ফুল
তন্দ্রায় ঢুল্ছে ।

লকলক্ শর বন
বক্ তায় মগ্ন,
চুপ্-চাপ চারদিক্—
সন্ধ্যার লগ্ন ।

চারদিক্ নিঃসাড়্,
ঘোর-ঘোর রাত্রি,
ছিপ্-খান তিন্-দাঁড়,
চারজন যাত্রী ।

*

*

*

বিদায়-আরতি

জড়ায় ঝাঁঝি দাঁড়ের মুখে,
ঝাড়ুয়ের বীথি হাওয়ায় ঝুঁকে
ঝিমায় বুঝি ঝাঁঝির গানে—
স্বপন পানে পরাণ টানে ।

তারায় ভরা আকাশ ওকি
ভুলোয় পেয়ে ধূলোর পরে
লুটিয়ে প'ল আচম্বিতে
কুহক-মোহ-মন্ত্র-ভরে !

*

*

*

কেবল তারা ! কেবল তারা !
শেষের শিরে মায়িক পারা,
হিসাব নাহি সংখ্যা নাহি
কেবল তারা যেথায় চাতি ।

কোথায় এল নোকোথানা
তারার ঝড়ে হই রে কাণা,
পথ ভুলে কি এই তিমিরে
নোকো চলে আকাশ চিরে ।

জলছে তারা, নিবছে তারা—
মন্দাকিনীর মন্দ সোঁতায়,
যাচ্ছে ভেসে যাচ্ছে কোথায়
জোনাক যেন পন্থা-হারা ।

তারায় আজি ঝামর হাওয়া
ঝামর আজি আঁধার রাতি,
অগুন্তি অফুরান্ তারা
জ্বালায় যেন জোনাক-বাতি ॥

দূরের পাশ্চা

কালো নদীর দুই কিনারে
কল্লতরুর কুঞ্জ কি রে ?—
ফুল ফুটেছে ভারে ভারে—
ফুল ফুটেছে মাণিক হীরে ।

বিনা হাওয়ায় ঝিলমিলিয়ে
পাপড়ি মেল মাণিক-মালা ;
বিনি নাড়ায় ফুল ঝরিছে
ফুল পড়িছে জোনাক-জ্বালা ।

চোখে কেমন লাগছে ধাঁধা—
লাগছে যেন কেমন পারা,
তারাগুলোই জোনাক হল
কিন্মা জোনাক হল তারা ।

নিথর জলে নিজের ছায়া
দেখছে আকাশ-ভরা তারায়,
ছায়া-জোনাক আলিঙ্গিতে
জলে জোনাক দিশে হারায় ।

দিশে হারায়, যায় ভেসে যায়
স্রোতের টানে কোন্ দেশে রে ?—
মরা গাঙ আর সুর-সরিৎ
এক হয়ে যেথায় মেশে রে !

কোথায় তারা ফুরিয়েছে, আর
জোনাক কোথা হয় সুরু যে
নেই কিছুরই ঠিক ঠিকানা
চোখ যে আলা রতন উছে ।

* * * *

বিদায়-আরতি

আলেয়াগুলো দপ্‌দপিয়ে
জ্বলছে নিবে, নিবছে জ্বলে,
উন্কোমুখী জিব মেলিয়ে
চাটছে বাতাস আকাশ-কোলে !

আলেয়া-হেন ডাক-পেয়াদা
আলেয়া হতে ধায় জেয়াদা
একলা ছোট্টে বন বাদাড়ে
ল্যাম্পা-হাতে লকড়ি-ঘাড়ে ;

সাপ মানে না, বাঘ জানে না,
ভূতগুলো তার সবাই চেনা,
ছুটছে চিঠি পত্র নিয়ে
বণ্‌রগিয়ে হন্থনিয়ে ।

বাঁশের ঝোপে জাগছে সাড়া,
কোল-কুঁজো বাঁশ হচ্ছে খাড়া,
জাগছে হাওয়া জলের ধারে,
চাঁদ ওঠেনি আজ আধারে !

শুক্‌তারাটি আজ নিশীথে
দিচ্ছে আলো পিচ্‌কিরিতে,
রাস্তা এঁকে সেই আলোতে
ছিপ্‌ চলেছে নিঝুম শ্রোতে ।

ফিরছে হাওয়া গায় ফুঁ-দেওয়া,
মাল্লা মাঝি পড়ছে থকে ;
রাঙা আলোর লোভ দেখিয়ে
ধরছে কারা মাছগুলোকে !

দূরের পালা

চলছে তরী চলছে তরী—

আর কত পথ ? আর ক'ঘড়ি ?

এই যে ভিড়াই, ওই যে বাড়ী,

ওই যে অন্ধকারের কাঁড়ি—

ওই বাঁধা-বট ওর পিছনে

দেখছ আলো ? ঐ তো কুঠি,

ঐখানেতে পৌঁছে দিলেই

রাতের মতন আজকে ছুটি ।

ঝাপ্ ঝাপ্ তিনখান্

দাঁড় জোর চলছে,

তিনজন মাল্লার

হাত সব জ্বলছে ;

গুর্গুর্ মেঘ সব

গায় মেঘ-মাল্লার,

দূর-পাল্লার শেষ

হাল্লাক্ মাল্লার !

—————

হঠাতের হুমোড়

(বাউলের সুর)

(আমি) পাথার-জলে সাঁতার দিতে

পেয়েছি ভেলা !

হঠাৎ ? এ যে হঠাৎ !—এ যে—

হঠাতের খেলা ।

হঠাৎ এল কাল-বশেখী—

মৃত্যু-দারুণ, ভুলব সে কি,

(আবার) ভেমনি হঠাৎ টুটল কি মেঘ

(আলো) ফুটল গুলেলা ।

(আমি) হঠাৎ পেলাম কৃপার কণা, ছিল না হেতু,

(হেরি) স্বর্গে আর এই মর্তে বাঁধা প্রেমেরি সেতু ;

হঠাৎ আমার ফুটল আঁখি,

উঠল গেয়ে অন্ধপাখী

(কালের) ঘেরাটোপের ঘনঘটায়

আজকে অবেলা !

(ওগো) হঠাতের ওই অমনি লীলায় দেখেছি আলো,

(কত) হঠাৎ চেয়ে চোখ ফেরেনি, বেসেছি ভালো,

হঠাতের এই ভরসা নিয়ে

(আমি) হর্ষে চলি বুক বাজিয়ে,

(ওগো) গর-হিসাবে মাণিক পেয়ে,

(আমার) হিসাবে হেলা !

মালাচন্দন

(কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে)

বাংলা দেশের হৃদ-কমলে গন্ধ-রূপে নিলীন হ'য়ে ছিলে,
মূর্তি কখন নিলে
কোন্ মাহেন্দ্র ক্ষণে !

ওগো কবি ! তোমার আগমনে
নিখিল-হৃদয় উঠল ছলে নূতন স্ফুর্তি-ভরে,
কাননে ফুল ফুটল থরে থরে,
চাঁপার হ'ল তরিকান্তি,
অশোক যেন আলোয় আলো করে !
ওগো চমৎকার !

উঠল ভ'রে কানায় কানায় আনন্দে সংসার !
গুমোট কেটে বইল দখিন হাওয়া,
পাথর-চাপা কপাল যাদের তুমি তাদের নিধি হঠাৎ-পাওয়া ।
ওগো গন্ধরাজ !

একি পুলক রাজে তোমার ওই পরিমল-মণ্ডলেরি মাঝ !
স্বর্গে মর্ত্যে একি আসা-যাওয়া !
তুমি এলে, বইল যেন বোধন বেলার হাওয়া !
হাজার পাখীর কূজন গানে শেষ অবসাদ কোথায় গেল ভেসে
বিস্মরণী লতায় ঘেরা কোন্ স্বপনের দেশে !

* * *

ছয় ঋতু গায় তোমার আগে ফুল-মুকুলে পল্লবিত পালা,
স্ববির স্থাবর জগৎ জাগে উচ্চকিত চক্রে কি তার আলা,
মৃত্তিকাময় পৃথ্বী-ছাড়া দূর গগনে কৃত্তিকা ছয় বোন
দীঘল-ব্যথা বক্ষে নিয়ে হ'ল যে উন্মন

বিদায়-আরতি

ধাত্রী তোমার হ'তে ;

হৃদয়-রসের সকল ধারা তোমায় ঘিরে বইল উছল স্রোতে ;

পান ক'রে তায়, স্নান ক'রে তায়,

দান ক'রে তায় ছ'হাত ভ'রে ভ'রে

তৃষার্ত্ত প্রাণ সুধার ধারায়

দিলে সরস ক'রে ।

সরস্বতীর হরষ-বীণায় স্পন্দ রূপে লুকিয়েছিলে তুমি,

কোন্ উষসী জাগিয়ে দিল চুমি'—

তোমায় ওগো মঞ্জুগায়ন্ কবি,

ভালে কি তার এমনিধারা চাঁপার দিনের চাঁপার বরণ রবি ?

মূর্ত্তি ধ'রে সপ্তম রাগ উদয় হ'লে রাগ-রাগিণীর মেলায়,

বাঁশীতে বশ করলে বিশ্ব হেলায় ।

তোমার গানের পেতে সুধার কণা

এল বনের হরিণ ধেয়ে, সাপ নোয়াল ফণা !

* * *

দূর-গগনে নিকট করে তোমার গানের আলো,

ভালোবেসে যে দীপ তুমি জ্বালো

অচেনারে চিনিয়ে সে ছায়, পরকে আপন করে,

তোমার হিয়ার চিন্তা-মণি-ঘরে

বিশ্ব-মানব জন্মা করে, ওঠে বিপুল পুলক-ভরা গীতি,

ছথের মূল্যে আনন্দ ক্রয় চলছে সেথা নিতি,

ছন্দে নাচে জন্ম-মরণ পতন-অভ্যুদয়

মিলিয়ে হাতে হাত,

ছন্দ-ছাড়া নয় সেথা কেউ নয় ;

মস্ত্রে পুত রাখীর সূতায় সেথা সবাই মিলছে সবার সাথ !

* * *

বিশ্ব-নরের জীবন-যজ্ঞে দীপ্ত ভালে তারার তিলক এঁকে

চরুর পাত্র হাতে

উঠলে তুমি কবি ;—

সকল হানাহানির উদ্ধে' থেকে

দৃষ্টি হানো নিশাচরের নৃশংস উৎপাতে

দিব্য পাবক ছবি !

তোমায় হেরে হাল্কা হ'ল চিরব্যথার জগদলন শীলা,

অন্তরায়ণ-অন্তরালে বন্দীমনের শিকল হল ঢিলা !

অসুন্দরের শোধন তুমি, অসত্য আর অমঙ্গলের অরি !

তোমায় বরণ করি ।

আশার গানে আলোর বানে সকল দিলে ভরি',

প্রাণের প্রভায় স শয়েরি ঘুচালে শব্দরী,

নূতন আলো দিলে, নূতন আঁখি,—

উর্দ্ধ-শিকড় অধঃশাখা অশথ-চারী পাখী !

মুগ্ধ হৃদয়—হারাই ভাষা—মূচ্ছি' পড়ে মন,

বনের পুলক ফুল দিয়ে তাই মনের পুলক করছি নিবেদন ।

প্রণাম তোমার করছি অনুপ কবি ।

যার হৃদয়ের মুকুর-আগে বিশ্বপতি ছাথেন বিশ্ব-ছবি

নিত্য দিনই নূতনতর ছাঁদে ;—

চিত্তলোকে পুলক যে ছায়, নূতন আলোক পৌর্ণমাসী চাঁদে !

—

গিরিবাণী

আঁধার ঘরে বরষ পরে উমা আমার আসে,
চোখের জলে তবু এমন চোখ কেন গো ভাসে ?
শরৎ-চাঁদের অমল আলোয় হাসে উমার হাসি,
জাগায় মনে উমার পরশ শিউলি-ফুলের রাশি ;
উমার পায়ের আভা দেখি সকাল-বেলার রোদে,
দেখতে দেখতে সারা আকাশ নয়ন কেন মোদে !
উৎসুকী মন হঠাৎ যেন উদাস হয়ে পড়ে,
শরৎ-আলোর প্রাণ উড়ে যায় অকাল মেঘের ঝড়ে
বরণ-ডালার আলোর মালার সকল শিখা কাঁপে ;
রোদন-ভরা বোধন-বেলা ; বুক যে বাথায় চাপে ।
উদাস হাওয়া হঠাৎ আমার মন টানে কার পানে,
হাসির আভাস যায় ডুবে হায় নয়ন-জলের বানে ।
বছর পরে আসুছে উমা বাজল না মোর শাঁখ,
উমা এল ; হায় গিরিবর, কই এল মৈনাক ?

*

*

*

কই এল বীর পুত্র আমার, কই সে অভয়ব্রতী,
অত্যাচারের মিথ্যাচারের শত্রু উদারমতি ;
কাটতে পাখা পারেনি যার বজ্র তীক্ষ্ণধার ;
পাখনা মেলে মায়ের কোলে আসবেনা সে আর ?
বিধির দত্ত বিভূতি যে রাখলে অটুট একা,—
নির্বাসনে করলে বরণ,—পাব না তার দেখা ?

গিরিরানী

সে বিনা, হায়, শূন্য হৃদয়, শূন্য এ মোর ঘর,
ছিন্নপাখা শৈলকুলের কই সে পক্ষধর ?
আজকে সে হায় লুকিয়ে বেড়ায় কোন্ সাগরের তলে,
মাথার পরে আট পহরে কী তার তুফান চলে !
হারিয়েছে সে স্বৈরগতি, অব্যাহতি নাই,
স্বভাব-স্বাধীন কাটায় যে দিন বন্ধনে একঠাই ।
কত্যা দিয়ে দেবতা জামাই বেঁধেছিলাম আমি,
কি ফল হ'ল ? চোখের জলে কাটাই দিবসযামী ।
'দেবাদিদেব' কয় লোকে তায়, কেউ বলে তায় 'শিব',—
তাঁর বরে হায় হ'ল মোদের ব্যথাই চিরঞ্জীব !
যম-যাতনা হ'ল স্থায়ী শিবকে জামাই পেয়ে,
সোঁৎ বছরে তিনটি দিনের অতিথি হ'ল মেয়ে ;
ছেলে হ'ল পর-চেয়ে দূর—এ দুখ কারে কই ?
হারিয়ে ছেলে হারিয়ে মেয়ে শূন্য ঘরে রই ।
উমার বিয়ের রাত থেকে আর সোয়াস্তি নেই মনে,
রাত্রি দিনে জল না শুকায় এ মোর দু'নয়নে !

*

*

মৈনাকেরি মৌন শোকে মন যে ত্রিয়মাণ ;
বোধন-বেলার সানাই বাজে,—কাঁদে আমার প্রাণ ।
কতদিনের কত কথা মনের আগে আসে,
জলে-ছাওয়া ঝাপসা চোখে স্বপ্ন সমান ভাসে ।
মনে পড়ে মোর আঙ্গিনায় বর-বিদায়ের রথ,
সার দিয়ে খান 'সু-কৃতি' ভোজ তিন কোটি পর্বত ।
ভোজের শেষে হঠাৎ এসে খবর দিল চরে,—
“হেম-সুমেবর হৈমচূড়া ইন্দ্র হরণ করে !”

বিদায়-আরতি

উঠল রুষে বজ্রললাট শৈল কুলাচল,
পড়ল ডঙ্কা যুদ্ধ লাগি', তিনকোটি চঞ্চল !'
বিদায় ক'রে গৌরী-হরে মন্ত্রণা সব করে
বাদল ঘেরা মেঘের ডেরা মেঘ-মণ্ডল ঘরে ।
“বিধাতারে জানাও নালিস” স্থাবর গিরি কয়,
কেউ বলে “বৈকুণ্ঠে জানাও !” লাখ বলে “নয় নয়,
কাঁদতে মা'নর কান্না যেতে চাইনে কারু কাছে,
ইজ্জতে ভাই রাখতে বজায় বল বাহুতেই আছে ।
কর'ব যুদ্ধ, নেইক শ্রদ্ধা আর বাসবের পরে,
পাশব বলে বলী বাসব বুঝেছি অন্তরে ।”
হঠাৎ শুনি নারদ মুনি আসেন দ্রুতপায়,
যুদ্ধ সুসাব্যস্ত হ'ল মূনির মন্ত্রণায় !

*

*

*

আজো যেন শুনছি কানে হাজার গলার মধ্যে থেকে,
মৈনাকেরি কিশোর কণ্ঠ ছাপিয়ে সবায় উঠছে জেগে ;
বলছে তেজী “কিসের শান্তি ? চাইনে শান্তি স্পষ্ট কহি,
দেবতা হ'লে দম্য কি চোর আমরা হব দেবদ্রোহী ।
সুমেরু কোন্ দোষের দোষী ? সর্বভূতের হিতৈষী সে ।
ইন্দ্র যে তার নিলেন সোনা—গায় আচরণ বল'ব কিসে ?
দেবতা হলেও চোর অমরেশ, হরণ তিনি করেন ছলে,
'বৃহৎ চৌর্য্য প্রায় সে শৌর্য্য'—এমন কথা চোরেই বলে,
কিন্মা বলে তারাই যারা বিভীষিকায় ভক্তি করে—
চোর সে যদি হয় জোরালো তারেই পূজে শ্রদ্ধা-ভরে ।
শ্রদ্ধেয় সে নয়কো জানি আমরা শ্রদ্ধা কর'ব না তায়,
স্বর্গপতির বজ্রভয়ে মাথা নত কর'ব না পায় ;

গিরিরাণী

হেম-সুমেরুর হত সোনা দেবো নাকো হজম হ'তে,
পাহাড় মোরা তিন কোটি ভাই করব লড়াই বিধিমতে ।”

*

*

*

আকাশ জুড়ে বিপুলবপু উড়ল পাহাড় ক্রোর—
ধরার উপগ্রহের মালা উক্কি হেন ঘোর !
অন্ধ ক'রে সূর্য্য ওড়ে বিক্র্য বসুমান,
ধবল-গিরির ধবলিমায় চন্দ্রমা সে য়ান ;
তীর-বেগে ধায় ক্রৌঞ্চপাহাড় ক্রৌঞ্চ-কুলের সাধ,
নীল-গিরি নীলকান্তমণির নিশ্চিত ঠিক টাঁদ ;
উদয়গিরি অস্তগিরি উড়ল একতর,
মালাবান্ আর মলয়গিরি ছায় নভ-চহর ;
চন্দ্রশেখর সঙ্গে মহা-মহেন্দ্র পর্বত—
লোমকূপে লাখ ঋষি নিয়ে উড়ল যুগপৎ !
সবার আগে চল্ল বেগে শৈল-যুবরাজ
মৈনাক মোর ;—ফেলতে মুছে শৈলকুলের লাজ ।

*

*

*

আজো আমি দেখছি যেন দেখছি চোখের'পর
দিকে দিকে দিকপালেরা লড়ছে ভয়ঙ্কর !
মেঘের বরণ মহিষ-বাহন যুদ্ধ করেন যম,
অগ্নি যোঝেন রক্তচক্ষু নিঃশেষে নিশ্চয়ম ।
চোরাই সোনার কুমীর হোথা লড়েন কুবের বীর—
সাঁজোয়া সোনার, সোনার খাঁড়া, সোনার ধনুক তীর ।
পবন লড়েন উড়িয়ে ধূলো অন্ধ ক'রে চোখ,
নিশ্চিতি নীল বিষ-প্লাবনে ধ্বংসিয়ে তিন লোক ।

বিদায়-আরতি

সৃষ্টিনাশা যুদ্ধ চলে, আর্ত চরাচর,
আচম্বিতে দিগ্‌বারণে আসেন পুরন্দর ।
হেঁকে বলে বজ্রকণ্ঠে মাহুত মাতলি—
“প্রলয়বাদী তোমরা পাহাড় নেহাৎ বাতুলই ।
বিধির সৃষ্টি করবে নষ্ট ? এই কি মনের আশ ?
বিপ্লবে সব ডুবিয়ে দেবে ? করবে সর্বনাশ ?
ইন্দ্র-দেবের শাসন-প্রথার করবে অমান্য ?—
প্রতিষ্ঠা যার বজ্রে,—ও যা পরম প্রামাণ্য ?”
রুষ্ঠভাষে কয় আকাশে মহেন্দ্র পর্বত,—
“চোরের উকীল ! আমরা মন্দ, তোমরা সবাই সৎ !
লোভাক্ত ওই ইন্দ্র তোমার হরেন পরের ধন,
পরের সোনা হজম ক’রে করেন আফালন ।
বৃহৎ চোরের আফালনে টল্ছে না পাহাড়,
ধর্মনাশা ধর্ম শোনান্ যায় জ্ব’লে যায় হাড় !
পরম্ব নিশ্চিত্ত মনে, ইন্দ্র, কর ভোগ,
তার প্রতিবাদ করলে রোষো—এ যে বিষম রোগ !
যার ধন তার ভারি কসুর, ফিরিয়ে নিতে চায়,
বিপ্লবের আর বাকী কিসে ?—বজ্র হানা যায় !
আর তবে বিলম্ব কেন ? বজ্র হানো বীর !
তাড়শে সাম্রাজ্য-পদের গর্বে বাঁকা শির !
বিধান-কর্ত্তা ! বিধান ভাঙো, জানাও আবার রোষ,
তোমার কসুর নয় সে কিছুই, পরের বেলাই দোষ ।
নেই মোটে ন্যায়ধর্ম কিছুই, ছল আছে আর জোর,
বল্ছি স্পষ্ট, ইন্দ্র নষ্ট, ইন্দ্র সবল চোর !”

*

*

*

গিরিরাণী

হঠাৎ গ'জ্জ উঠ'ল বজ্র ঝলসিয়ে ব্যোম্পথ,
পড়'ল মর্ত্যে ছিন্নপাখা মহেন্দ্র পর্বত ।
পড়'ল বিক্ষ্য যোজন জুড়ে, পড়'ল গোবর্দ্ধন,
হারিয়ে গতি পঙ্গু পাহাড় পড়'ল অগণন,
ঐহতারার মতন যারা ফির্ত গো স্বাধীন
গরুড় সম অসঙ্কোচে ফির্ত নিশিদিন
অচল হ'তে দেখ'ল তাদের, আমার ছ'নয়ন ;
দেখার বাকী ছিল তবু, তাই হ'ল দর্শন—
হর্ষ-বিষাদ মাখা ছবি --- বীরত্ব পুত্রের—
উদ্ভূত বজ্রাগ্নি-আগে দীপ্তি সেই মুখের ।
ঐরাবতের মাথায় হেনে পাষণ করবাল
শ্রোণের বেগে ডুব'ল জলে আমার সে ছুলাল !
বজ্র নাগাল পেল না তার,—মিলিয়ে গেল কোথা,
মূর্ছা-শেষে দেখ'লু কেবল বয় সাগরের সোঁতা !

*

*

*

সেই অবধি চোখের আড়াল, চোখের মণি পর ;
পাখ'না ছুটো যায়নি কাটা এই যা সুখবর ।
শ্রায়-ধরমের মর্যাদা মান রাখতে গেল যারা
হার মেনে হায় লাঞ্ছনা সয়, হেঁটমুখে রয় তারা !
ইন্দ্র নিলেন পরের সোনা—সেই করমের ফলে
আমার মাণিক হারিয়ে গেল অতল সিন্ধুজলে ।
কুঙ্কণে কার হয় কুমতি রোয় সে বিষের লতা,
ফল খেয়ে তার পান্থপাখী লোটার যথাতথা ।
কোথায় পাপের সূত্র হ'ল—উঠ'ল ঝোড়ো হাওয়া,-
দিন-মজুরের উড়'ল কুঁড়ে বুকের বলে ছাওয়া ।

বিদায়-আরতি

কোথায় লোভের ঘৃণা শোলুই জন্মাল কার মনে,—
সাপ হ'য়ে সে জড়িয়ে দিল লোকসানে কোন্ জনে !
ডুবে গেলাম, ডুবে গেলাম, ডুবে গেলাম আমি,
নয়নজলের নুন-পাথারে তলিয়ে দিবস-যামী ।

*

*

*

সবে আমার একটি মেয়ে, শ্মশানে তার ঘর ;
ছেলেও আমার একটি সবে, তাও সে দেশান্তর,
লুকিয়ে বেড়ায় চোরের মতন বড় চোরের ভয়ে ।
কেমন আছে ? কে দেবে তার খবর আবার ক'য়ে ?
হাওয়ার মুখেও বার্তা না পাই ইন্দ্রদেবের দাপে ;
পাখী বলো, পবন বলো, সবাই ভয়ে কাঁপে ।
যুগের পরে যুগ চ'লে যায় পাইনে সমাচার,
আছড়ে কাঁদে পাষণ হিয়া, হয় না সে চূর্মার ।
ভাবনাতে তার হায় গিরি সব চুল যে তোমার সাদা,
উমার আগমনেও হৃদয় শূণ্য যে রয় আধা ।
প্রবোধ কারা ছায় আমারে আগমনীর গানে ?
যে এল না'তারি কথাই কাঁদায় আমার প্রাণে ।

*

*

*

যুগের পরে যুগ চ'লে যায় কঙ্কালে কাল শিকল গাঁথে,
চোরাই সোনায়ে তৈরী পুরী ভোগ করে রাক্ষসের জাতে ।
রক্ষকুলে উদয় হ'ল ইন্দ্রজয়ী দারুণ ছেলে
তাও দেখেছি চক্ষে ; তবু সান্ত্বনা হায় কই সে মেলে,
দেখেছি মেঘনাদের শৌর্য্য,—হেঁট বাসবের উচ্চ মাথা !
হারিয়ে পূজা শত্রু ধরেন শাক্যমুনির মাথায় ছাতা ।

ইন্সাক্

লেখা আছে এই পাষাণীর পাষাণ-হিয়ার পটে সবই,
হয়নি তবু দেখার অন্ত দেখব বুঝি আরেক ছবি।—
ব'সে আছি শৈল-গেহে একলা আমার বিজন বাসে
জাগিয়ে এ মোর মাতৃহিয়া ইন্দ্রপাতের সুদূর আশে।
ব্যর্থ কভু হবে না এই আর্তি হিয়ার তীব্র শাপ—
তার তুষানল—মনস্তাপে, ঘায় যে বৃথা মনস্তাপ।
মাতৃহিয়ায় দুঃখ দিলে জ্বলতে হবে জ্বলতে হবে,
স্বর্গে মর্ত্যে রাজা হ'লেও আসন'পরে টলতে হবে।
অভিশাপের ভস্ম-পুতুল বিরাজ কর সি হাসনে,
নিশ্বাসেরও সহাবে না ভর, মিশবে হঠাৎ স্বপ্ন সনে।

ইন্সাক্

ডগা নিশান সঙ্গে লইয়া
লস্কর অফুরান্
রাজ্য-পরিক্রমায় চলেন
সুলতান্ বুলবান্।
শ্লিঙ্ক নয়নে প্রসাদ-সত্র
প্রতাপ-ছত্র-মাথে
চলেছেন রাজা দিল্লী নগরী
চলে যেন তাঁর সাথে ;
সাথে সাথে চলে উদ্দ-বাজার,
হাজার হাজার হাতী,
চলেছে জোয়ান পাঠাঠা পাঠান
হাতে নিয়ে ঢাল কাতী।

বিদায়-আরতি

বল্লম-ধারী চলে সারি সারি

ফলায় আলোক জ্বলে,
প্রজার নালিশ শুনিয়া ফেরেন
মালিক সদলবলে ।

কত সাজা কত শিরোপা বিতরি'
নগরে নগরে, শেষে
হাওদা নড়িল, ছাউতি পড়িল
বদাউন্পুরে এসে ।

দিল্লীপতির প্রিয়পাত্র সে
বদাউন্-সর্দার,

নগরী সাজিল নাগরীর মতো
ইসারায় যেন তার ।

কোথাও দুঃখ নাই যেন, কোনো
নাইক নালিশ কারু,
ছনিয়া কেবল ঢালা মখমল
চুম্কির কাজে চারু ।

আতর গোলাব আর কিঙ্খাব
যেন বদাউন্পুরে

রাজপুরুষের প্রসাদে প্রজার
হয়েছে আটপত্তরে ।

ভোজে আর নাচে কুচে ও কাওয়াজে
কাটে দিন মৃগয়ায়,

লোক খাসা অতি বদাউন-পতি
সন্দেহ নাই তায় ।

বিশ্রামে বিশ্রান্ত আলাপে
কাটে দিন কোথা দিয়ে,

ইন্সান্

রাজ-অতিথির বিদায়ের দিন

ক্রমে আসে ঘনাইয়ে ।

বদাউন-বনে সেবারের মতো

শীকার করিয়া সারা

দঙ্গল ফিরে সুল্তান সহ

উল্লাসে মাতোয়ারা ।

সঙ্গে চলেন বদাউন-পতি

করিয়া তূর্য্যনাদ,

সহসা কে নারী উঠিল ফুকারি’

“সুল্তান ! ফরিয়াদ !”

চমকি চাহিয়া বদাউন-পতি

বক্বক্ব মিঞা কন—

“দেওয়ানা ! দেওয়ানা ! হটাও উহারে,

কি ছাখো সিপাহীগণ ।”

সুল্তান্ কন—“না, না, আনো কাছে,

কি আছে নালিশ, শুনি ।”

প্রমাদ গণিয়া আড়ে চায় যত

ওম্‌রাহ বদাউনী ।

শাহান্‌শাহের হুকুমে সিপাহী

কাছে গেল জেনানার,

আঁখি বিফারি’ কাছে এল নারী

বাদশাহী হাওদার ।

“কিবা ফরিয়াদ ? কহ ফরিয়াদী,

নালিশ কাহার পরে ?”

“ভয়ে কব ? কিবা নির্ভয়ে প্রভু !”

পুছে সে যুক্ত করে ।

বিদায়-আরতি

“নির্ভয়ে কও !” বলেন হাকিম ।

নারী কয় ঋজুকায়ী,—

“হত্যাকারীরে সাজা দাও, প্রভু !

জগৎপ্রভুর ছায়া !

স্বামীরে আমার হত্যা করেছে

বদাউন-সর্দার,

এই মাতালেব কোড়ার প্রহারে

জীবন গিয়েছে তার ।”

“কে তোর সাক্ষী, মিথ্যাবাদিনী,

কে তোর সাক্ষী, শুনি ?”

“ধর্মের প্রতিনিধি এসেছেন,

বুঝে কথা কও, খুনী !

সাক্ষী খুঁজিছ ? সাক্ষী আমার

সারা বদাউন-ভূমি,

সাক্ষী আমার ওই কালামুখ,

আমার সাক্ষী তুমি ।

সাক্ষী, তোমারি ভৃত্য, যাহারে

গিলেছে পাষণ-কারা,

আমার সাক্ষী রাজপুরুষেরা

নালিশ নিলে না যারা ।”

বজ্রদীপ্ত যুগল চক্ষে

শূলতান্ বুল্বান্

চর-পরিষদ-পতিরে করেন

সঙ্কেতে আহ্বান ।

নিভৃতে তাহারে কি কহিল নৃপ,

নিমিষে ছুটিল চর,

ইন্সান্,

নিমেষে আসিল কয়েদখানার
সাক্ষীর তৎপর ।
আসিল কোরান, সাক্ষী-জবান্-
বন্দী হইল পাকা,
সাক্ষ্য-প্রমাণ-বাক্য নারীর,
নয় মিছে নয় ফাঁকা ।
বচন-দক্ষ মিথ্যা পক্ষ
হেরে গিয়ে হ'ল রূঢ়,
বর্বরতায় গর্বের বেশ
জাহির করিল যুঢ় !
ঘৃণায় বক্র ভুরু ভূপতির,
নয়নে আগুন জ্বলে,
থকুমে লুটাল বক্‌বক্‌ খাঁর
উষ্ণীষ ধূলিতলে ।
ঘোড়া ছেড়ে রাজপথে দাঁড়াইল
বদাউন-সর্দার,
হাতে পায়ে বেঁধে শিকল, সিপাহী
কেড়ে নিল তলোয়ার ।
কোড়া নিয়ে এল কোড়া-বর্দার
বাদশাহী ইঙ্গিতে,
বজ্র-কঠোর স্বরে বাদশার
অপরাধী কাঁপে চিত্তে ।
“দোষী সর্দার, ভুল নাই আর,
দোষীর শাস্তি হবে,
রাজার প্রতিভূ রাজার সুনাম
ঢেকেছে অগৌরবে ।

বিদায়-আরতি

রাজপুরুষেরা প্রজারে বাঁচাবে

চোর-ডাকাতে হাতে,

কে বলো প্রজারে রক্ষিবে রাজ-

পুরুষের উৎপাতে ?

রক্ষক যদি হয় ভক্ষক

কে দিবে তাহারে সাজা ?

রাজপুরুষের রাহু-ক্ষুধা হ'তে

প্রজারে বাঁচাবে ?—রাজা ।

এই তো রাজার প্রধান কৰ্ম্ম,

এ বিধি সুপ্রাচীন,

এই ধর্ম্মের করিব পালন

মানিব না ধনী দীন ।

গরীবের প্রাণ, আমীরের প্রাণ,—

সমান যে জন জানে,

সদ্বারী তারি—সুলতানী তারি—

ছনিয়ার মাঝখানে ;

গরীবের প্রাণ তুচ্ছ যে মানে

অরি তার ভগবান্,

কোড়ার প্রহারে প্রাণ যে নিল, সে

কোড়াতেই দিবে প্রাণ !

আর যারা আজ মুলুকের তাজ

রাজার নিয়োগ পেয়ে,

ছোটোর নালিশ তোলে নাই কানে

বড়দের মুখ চেয়ে,

খুনের খবর গুম্ ক'রে যারা

রেখেছে রাজার কাছে,

রাজপূজা

খুনীর দোসর শয়তান তারা,—

দাও কুলাইয়া গাছে।

বে-ইমানী সনে রফা ক'রে চলা

জানে না মুসলমান,

কাজে আজ করে সে কথা প্রমাণ

ছনিয়ায় বুলবান্।

বলবান্ ব'লে খুনীর খাতির ?

হবে না ; হবে না মাফ,

কসুর করিলে পূরা পাবে সাজা—

এই মোর ইন্সাফ।”

—

রাজপূজা

রাজার নিদেশে শিল্পী রচিছে দেউল কাঞ্চীপুরে,
পরশে তাহার শিলা পায় প্রাণ কাঞ্চন-প্রায় ফুরে !
মঞ্চের পরে বসি' তন্ময় মূর্তি-মেখলা গড়ে,
তার প্রতিভায় পৃথিবীর গায় স্বর্গের ছায়া পড়ে !
ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, ঈশান রূপ ধরে ধ্যানে তার—
প্রাণের নিভৃত ভরি' তারি যত দেবতার অবতার ।
পুষ্পিয়া ওঠে কঠিন পাষাণ পরশ তাহার লভি,
শিল্পীর রাজা গুণী গুণরাজ ফটিক-শিলার কবি ।
অমৃতকুণ্ডে ডুবায়ে সে বুঝি ছেদনী-হাতুড়ি ধরে
অরূপের রূপ দেয় অনায়াসে অলখ-দেবের বরে ।
তার নির্মাণ সৃজন-সমান, বিস্ময় লাগে ভারি,
চমৎকারের মহলের চাবি জিন্মায় আছে তারি ।

বিদায়-আরতি

শিলার স্বর্গে বসি' মশ্‌গুল্‌ যশের মালা সে গাঁথে,
শিষ্য একাকী পিছনে দাঁড়ায়ে পান-বাটা লয়ে হাতে ।
আর কারো নাই প্রবেশাধিকার তার সে কক্ষশালে,
সুস্তারণো তপোবন রচি' প্রাণের আরতি ঢালে ।
ছেনী দিয়ে কাটে, সারাবেলা খাটে, স্বপ্নাবিষ্ট জাগি',
মাঝে মাঝে হাত বাড়াইয়া পিছে তাম্বুল লয় মাগি'—
ফিরে তাকাবার অবসর নাই ; দীর্ঘ দিবস ধরি'
আদ্রার গায়ে আদর মাথায়ে রচে স্বর্গের পরী !
সহসা কি করি' হাতের হাতুড়ি ঠিকরি পড়িল নীচে,
দোসরা হাতুড়ি নিতে তাড়াতাড়ি শিল্পী চাহিল পিড়ে ।
পিছে চেয়ে গুণী ওঠে চমকিয়া বিস্ময়ে অঁখি থির—
তারি ডিবা হাতে কাঞ্চী-নরেশ দাঁড়ায়ে মুকুট-শির !
“একি ! মহারাজ !” কয় গুণরাজ, “অপরাধ হয় মোর,
দিন্‌ মোরে দিন্‌ .. প্রভুরে কি সাজে ? রাজা কন্‌ “দিন-ভোর
এমনি দাঁড়ায়ে আছি ডিবা হাতে, জোগায়েছি তাম্বুল,
দেখিতে তোমার সৃজন-কর্ম, পাথরে ফোটানো ফুল,
তন্ময় তুমি পাও নাই টের, কখন এসেছি আমি,
মোর ইঙ্গিতে কখন যে তব শিষ্য গিয়েছে নামি',
কাজের ব্যাঘাত পাছে ঘটে ভেবে ডিবাটি লইয়া চাহি'
শিষ্যকৃত্য করেছি গুণীর হ'য়ে করক-বাহী ।”
রাজার বচন শুনি' লজ্জায় গুণী, কহে জানু পাতি'
“মার্জনা কর দাসেরে, হে প্রভু, কাজের নেশায় মাতি'
অজানিতে আজ ঘটায়ছে দাস রাজার অমর্যাদা,
সাজা দিন্‌ মোরে ।” রাজা কন্‌, “গুণী, তব গুণে আমি বাঁধা,
ওঠ গুণরাজ ! আমি পাই লাজ, তোমাতে কি দিব সাজা,
বিধির সৃজন-বিভূতি-ভূষিত তুমি সে প্রকৃত রাজা ।

পাতিল-প্রমাদ

মরণ-হরণ কীৰ্ত্তি তোমার, মোর সে ক্ষণস্থায়ী,
আমি প্রভু শুধু নিজের রাজ্যে, বাহিরে প্রভুতা নাহি ।
রাজপূজা তব ভুবন জুড়িয়া, প্রভাব ছুনিবার,
রাজাপিরাজেরও ভক্তি-অর্ঘ্যে, গুণী, তব অপিকার ।”

পাতিল-প্রমাদ

বা

এসহ্য প্রতিবাদ

আমরা কোমর বাঁধিয়া দাঁড়াইনু সবে,
বর্ণ-গর্ব রাখিব পণ ;—
এই চিঁড়ে-ফলারিয়া চিড়িতন আব
উক্ষু-দাতন ইক্ষাবন !
পাতিলের বিল নাকচ বাতিল
করিব আমরা স্পষ্ট কই,
হরবোলা-গাঁই হরতন মোরা,
মোরা হেঁজিপেঁজি মোটেই নই !
আমরা তাহের মতন মোরা চারি জাতি,
আমরা সবাই জ্যান্ত তাস,
তাহের কেল্লা সাকিন্, রয়েছি
ভয়ে ভয়ে পাছে লাগে বাতাস !
অঘরে অজাতে বিয়ে হবে নাকি ?
ছি ছি শুনে লাজে মরিয়া যাই !
তাতে যে বর্ণসঙ্কর হয়
গীতাকার ব্যাস বলেছে তাই !

বিদায়-আরতি

বলেছে মৎস্যগন্ধার ছেলে

অজ্ঞাতে অঘরে বিবাহ নয়,

সত্যবতী ও জাম্ববতীরে

ধামা-চাপা দিয়ে গাওরে জয় :

(কোরাস)

ড্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং

Inter-caste marriage hang !

পাতিল-বিল বাতিল—এই

ছ্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং !

হো হো,

পাতিলের বিল করিতে বাতিল

উদয় হয়েছি আমরা হে,

এই

তামাটে ও মেটে ভুসুটে পাঁশুটে

কুচকুচে কালো জাম্বা হে !

ছি ছি

ভিন্ন বর্ণে বিয়ে কভু হয় ?

বধির হওরে কর্ণ উঃ ।

আরে

বিয়ে হয়নাকো, বিয়ে হয়নাকো,

নিকে হয় অসবর্ণ ভঁ !

দ্যাখ

উচ্চবর্ণ আমরা বেজায়,

আমরা দেশের ভরসা তাই,

শুধু

কলিকাল ব'লে রংটা বেতর,

এক

কলি দিলে হ'ব ফর্সা ভাঙি ।

(কোরাস)

ড্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং,

Inter-caste marriage hang !

পাতিল-বিল বাতিল—এই—

ছ্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং !

ঢাখ জম্বুদ্বীপে বাস ক'রে হ'ল
জামের মতন জেল্লাটা হে !

মোদের Arctic Homeএ ফিরে যদি যাই,
মেরে দিই তবে কেল্লাটা হে !

শুধু জাম খেয়ে রঙে জামুড়ো পড়েছে,
নইলে আর্য্য আমরা খাঁটি ও সাঁচ্চা,
তাই প্রতি পরিবারে চাতুর্ক্য
কিবা কালো, ধলো, বুলু, ব্রাউন বাচ্চা !

তবে রঙের বড়াই কর একজাই,
কৃষ্ণচর্ম্ম শর্ম্মা জাগো !

খেটে খুন্তি-কলমে লেখ বক্তৃতা,
সাড়ে-সাতান্ন ফর্ম্মা দাগো ।

ঢাখ রঙে আছি মোরা রঙের গোলাম—
রঙের টঙের সঙের পাঁতি,
রঙে আছি, তাই টঙে ব'সে আছি,
কেউ বা কাগ্জি কেউ বা পাতি ।
কেউ বা মাচায়, কেউ বা তলায়,
কেউ ঘেঁষাঘেঁষি, কেউ তফাতে,
সব সঙই যদি টঙে ভিড় করে
ধপাৎ হবে যে অধঃপাতে !

(কোরাস) ড্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং
Inter-caste marriage hang !
পাতিল-বিল বাতিল—এই—
ছ্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং !

বিদায়-আরতি

ছাথ সতীদাহ রদ, বিধবা-বিপদ
বাধিয়ে তো ডেকে এনেছ ফাঁড়া,

বাস্ রহিত-গোত্র রুইতন বলে
রঙের এ টঙে দিয়ো না নাড়া।

ছাথ ভেস্বে দিয়ো না রঙের খেলাটা,
ফেলোনাকো দেখে হাতের তাস,
(কিন্তু সনাতন হরতনের টেকা ?—
আরে ! কোথা গেল ? সর্বনাশ !)

আহা গুলিয়ে দিয়ো না, রোসো বাপু, রোসো,
ওই যে চিঁড়ের তিরির গায়—

ছাথ লেখা আছে হরতনের টেকা ,
আর ভয় মোরা করি কাহায় ?

তবে ভেঁজে নাও তাস্, বাস্ ভায়া বাস্,
লম্বা টিকিতে লাগাও মাজা,

মোদের সেট্-ভাঙা তাস, কোরোনাকো ফাঁস,
ক'সে খেলো,—হবে ছক্কা-পাজা।

(কোরাস) ড্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং
Inter-caste marriage hang !
পাতিল-বিল বাতিল—এই—
ছ্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং !

ছাথ অ-আ-ই-উ বলি হাই যদি খালি
তোলা যায় স্বরবর্ণেতে,
টিক্‌টিকি তবে কি করিতে পারে ?—
তোলে না ত কেউ কর্ণেতে।

পাতিল-প্রমাদ

কিন্তু স্বরে ব্যঞ্জনে ঝঙ্কাট যাই
বাক্যের হয় সৃষ্টি গো,
অমনি অর্থেরও খোঁজ পড়ে যায়, পড়ে
আইনেরও খরদৃষ্টি গো,
তাহে ফ্যাসাদের পর ফ্যাচাউ, আসিয়া
করয়ে সমাচ্ছন্ন হে,
এর হেতুটা কি জানো ? —স্বরে-ব্যঞ্জনে
বিবাহটা অসবর্ণ যে !

(কোরাস) ড্যাডাং ডাং ড্যাডাং ড্যাং
Inter-caste marriage hang !
পাতিল-বিল বাতিল—এই—
ছ্যাডাং ডাং ড্যাডাং ড্যাং !

ছাখ বর্ণধর্মের করি' অবহেলা
দেবতারও নাহি অব্যাহতি,
হেঁ হেঁ ফ্যাল্ফালাইয়া কি দেখিছ বাপু ?
বোসো ঐখানে শুনিবে যদি ।
ঐ ঘুঁটিঙের চূণ চেয়ে সাত গুণ
রং ছিল মহেশের সাদা রে !
তিনি করিলেন বিয়ে হলুদ-বরণা
উমারে,—গ্রহের ফের দাদা রে
তাহে কি যে অঘটন ঘটিল, শ্রবণ
কর যদি থাকে কর্ণ, আহা !
হল পার্শ্বতীস্মৃত লম্বোদর
চূণে-হলুদিয়া বর্ণ ডাহা !

বিদায়-আরতি

(কোরাস) ড্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং
Inter-caste marriage hang
পাতিল-বিল বাতিল—এই—
ছ্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং !

দাখ ছাপাখানা হয়ে ছত্রিশ জাতে
শাস্ত্র বেবাক পড়িছে হায়,
নাই পেয়ে পেয়ে অলস্বেয়েরা
মাথায় ক্রমশঃ চড়িতে চায়
আহা ভালো ছিল যবে শাস্ত্র শিকায়,
ধর্ম ছিলেন টিকিতে ভোঃ
এখন ছোট মুখে গুনি বড় বড় কথা,
তর্কে না দায় টিকিতে, ওঃ
আরে শাস্ত্র-তর্ক তোরা কি জানিস্ ?
ভারি দেখি আশ্চর্য্য যে !
জোড়া-ঠ্যাংওলা শাস্ত্র আমরা,
আমাদিগে নাই শ্রদ্ধা রে !
তর্ক মোদের গুনে হাসি পায়,
হায় রে গণ্ডমূর্থ হায় !
শাস্ত্র-তত্ত্ব সোজা নয় মূঢ়,
পূর্ণ সে গূঢ় সুস্মৃতায় !

(কোরাস) ড্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং
নাস্তিক সব তর্কিক hang !
পাতিল-বিল বাতিল—এই—
ছ্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং !

হেঁ হেঁ তপন-তনয়া তপতীর কেন
 নরকুলে বিয়ে হইল রে,
আর ঋষি বশিষ্ঠ বিলোম বিবাহে
 ঘটকালি কেন কৈল রে ।
মানুষের ছেলে, দেব-তার মেয়ে—
 এ ত অনুলোম বিবাহ নয়,
এই ত প্রশ্ন ? শ্রদ্ধাযুক্ত
 চিত্তে শুনহ কিসে কি হয় ।
ছাথ সূর্য্য-সুতারে বিবাহ করিলে
 যম শনি হয় বড়-কুটুম্,
তাই তপতীর সাথে বে'র কথা হ'লে
 দেবতা-কুলের ঘুচিত ঘুম ।
কারণ শনি কি যমকে শ্যালক বলিলে
 হন যদি গুঁরা ক্রুদ্ধ হে,
তবে হয় ত দণ্ড পড়িবে মুণ্ডে
 কিংবা উড়িবে মুণ্ড-শুদ্ধ রে !
আবার জায়া যদি কভু বায়না ধরেন
 ভায়ের বাড়ীতে যাইতে গো,
তবে যম-ঘরে তাঁরে হয় পাঠাইতে,
 আশা ছেড়ে দাও তার চাইতে ও ।
কিন্তু সূর্য্যের মেয়ে খুব-ডো থাকিবে
 সে যে মহাপাপ শাস্ত্রে কয়,
তাই ঘটকালি করি' বিলোম বিবাহ
 দিল বশিষ্ঠ হয়ে সদয় ।
ছাথ সকল অবিধি বিধি হয় তেজী
 তেজপাতাদের পক্ষেতে,

বিদায়-আরতি

আর যমকে তো লোকে বলেই শালক—
তাই বাধিল না সম্পর্কেতে ।
(কোরাস) ড্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং
Inter-caste marriage hang !
পাতিল-বিল বাতিল—এই—
ছ্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং ।

হুঁ হুঁ ঠাণ্ডা করিয়া দিয়াছি,—ওকি ও !
ফের লোকগুলো আসে যে ঝুঁকে,
বলে হরের ঘরগী গঙ্গা কেমনে
করিল বরণ শান্তনুকে ?
বলি অত খবরে কি দরকার শুনি
তামাসা পেয়েছে ? ভারি যে ইয়ে ?
গঙ্গার কথা গঙ্গা জানেন,
যা না সেথা দড়ি কলসী নিয়ে !
হেসে কুটিকুটি, ভারি যে আমোদ,
ফণ্টিনটি সবারি কাছে ?
বলি যাওনা ঢেউয়ের বহর দেখ গে,
হুঁ হুঁ হাঁ-করা মকর মুখিয়া আছে ।
(কোরাস) ড্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং
Inter-caste marriage hang !
পাতিল-বিল বাতিল—এই—
ছ্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং ।

পাতিল-প্রমাদ

ওকি ফের গুজ্‌গাজ্‌ ! কাণ্ড কি আজ !
ফের হাউমাউ ! চাও কি বাপু ?
হেরে হেরে দেবো হারিয়ে সবারে,
বচনে কখনো হব না কাবু ।

কি ? শৈব বিবাহ ? গোস্বামী-মত ?
বাধ্য নাহিক শূনিতে অত ;
গোস্বামী-মত হবে সে পরাহে,—
শ্রদ্ধাহীনের তর্ক যত !

ছাথ শুনে যাও শুধু, তর্ক করো না,
কথার উপরে কয়ো না কথা,
নিজের গলাটা জাহির করিতে
বাহির কোরো না ছুতো ও নতা ।
আমরা বলিব, তোমরা শূনিবে,
এই সনাতন দেশের রীতি,
মোদের দিয়ে থুয়ে তোরা ভক্তি করিবি,
নিয়ে থুয়ে মোরা জানাব প্রীতি !
তর্ক করো না, তর্কের শেষ
হয় না কখনো জান না তা কি ?

হেঁ হেঁ গণেশের কলা-বৌকে দেখিয়ে
শেষে উদ্ভিদ-বিয়ে চালাবে নাকি ?

(কোরাস) ড্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং
Inter-caste marriage hang !
পাতিল-বিল বাতিল—এই—
ছ্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং !

বিদায়-আরতি

ছাথ মোরা সনাতন রঙের গোলাম,
বর্ণের দাস আমরা সবে,
ভিন্ন রঙের টেকা যে মারি
সে কথা স্বীকার করিতে হবে ।

ওই পরের নহলা কেবলি ন ফোঁটা,
আমার নহলা চৌদ্দ সে,
একথা যেজন জানে না সে মূঢ়,
মানে না যে—চোর বৌদ্ধ সে ।

আমরা ফ্যাসানের ঝাঁকে হব না নেশান,
যা আছি তা মোরা রব নাগাড়,
দলাদলি ক'রে, কিলোকিলি ক'রে
ভাগে ভাগে স'রে যাব ভাগাড় !
শত্রুরা বলে চোটে গেছে রং,
যা আছে সে শুধু রঙের ঢং,
যাক্ রং, থাক্ ঢং আমাদের,
রঙের ঢঙের আমরা সং !

(কোরাস) ড্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং ।
Inter-caste marriage hang !
পাতিল-বিল বাতিল—এই—
ছ্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং ।

ছাথ ছুঁৎ-মার্গের আমরা পাণ্ডা
বর্ণ-গর্বে বনেদ গাঁথা,
মোদের বর্ণ যদিচ বর্ণনাশীত,
কিছু তামা, কিছু তামাক-পাতা !

পাতিল-প্রমাদ

তবু বর্নে আমরা শ্রেষ্ঠ শুনেছি,
 শ্রুতি সে যে-হেতু শোনা সে যায়,
ওহো শ্রুতি অমান্য করিবি-কি তোরা—
 ইহ-পরকাল খোয়াবি হায় !
জাগো জাগো তবে ভাই, ওঠ তবে ভাই,
 জাগহ, কিন্তু মেলো না চোখ,
 বর্ণ মানে যে রং হয়, সেটা
 জানা ভাল নয় বতই হোক ।
চক্ষু-কর্ণে বিবাদ বাধায়ে
 বল্ তো মানিবি কারে সালিস ?
তবে জেগে চোখ বুজে চোঁচায়ে,—যদি এ—
 নিরেট গুরুর সল্লা নিস্ ।

সোনামুগ কালো-কলায়ে তিসিতে
 ভূষিতে মিশিয়া রয়েছে বেশ,
বর্ণ-গর্ব রয়েছে বজায়
 চোখ খুলে কেন বাড়ানো ক্লেশ ?
বর্ণ সত্য জাতি সনাতন,
 Inter-caste ? কখনো নয় !
সনাতন চিড়িতন হরতন
 ইস্কাবনের গাহ রে জয় !

(কোরাস) ড্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং
Inter-caste marriage hang !
 পাতিল-বিল বাতিল—এই—
 ছ্যাডাং ড্যাং ড্যাডাং ড্যাং !

—

মধুমাধবী

রাত-বিরাতে কখন এলে, মৌন-চারিণী !
সবুজ-সবুজ উড়িয়ে নিশান, জান্তে পারেনি !
পাতায় পাতায় পাখ, পাখালির নাচন অনন্ত,
বসত বাঁধার যুক্তি ওদের দিক্‌না বসন্ত ।
অশথ-পাতা বোঁটার বাঁধন এড়িয়ে যেতে চায়,
পান্না-চিকন পাতার পাথার উল্লাসে উথলায় ।
ফর্দা হওয়ার পর্দাতে গান কোকিল ধরেছে,
চলনা তার কণ্ঠী চুনীর ঝালিয়ে পরেছে !
রসাল ডালে লাল কিশলয় লুকিয়ে ছিল যে,
কিশোর চুমায় মলয় তারে ছলিয়ে দিল রে !
শ্যাম্-সোনেলার শ্যাম্পেনে বুঁদ বাতাস ঢেউ তোলে,
নাইক্-খুমীর নাস্তানাবুদ ডাল্পালা দোলে ।

নিশ্বাসে তোর শীতের হাওয়ায় বাসন্তী শীংকার !
দিল্দরিয়ার ঢেউ দিয়েছে তোমায় চমৎকার
রামধনু তুই মাড়িয়ে এলি—অশোক ফুটিয়ে,—
অপাঙ্গে কি ভঙ্গী করে' ভোমরা ছুটিয়ে !
চাঁচর কেশে নাগকেশরের ঝাপ্টা জড়োয়ার,
ছুই কানে ছুই চাঁপার কলি, গলায় বেলীর হার !
বুক-জুড়ে তোর সজ্‌নে-ফুলের মোতির সাতনরী,
স্বজনী তুই মন-স্বজনের সুন্দরী পরী !
কাঁচা গায়ের লাবণ্যে যায় ছুনিয়া ছাপিয়ে,
পানিয়া কূজে প্রসাদ-গাঁথির 'প্রসন্ন-প্রিয়ে !

শরতের আলোয়

ফুলের পাখা ঢুলাও তুমি রজনীগন্ধার,
অঙ্গে তোমার দীপ্তি উষার, অপাঙ্গে সন্ধ্যার !
অ-ধর তোমার অঙ্গ-বিভা, স্বপন-মনোহর,
অনঙ্গের ও আলগা চুম্বার নয় না যেন ভর !
ঝপ টানে তোর মুখটি মাজা, মোহাগশালিনী !
মূর্ত্তিমতী শ্রীপঞ্চমী বকুল-মালিনী !
কপূরে চাঁদ আলিয়ে বাতি সকল রাতি-ভোর
তারায় তারায় আলোর ঝারায় বরণ করে তোর !
অশ্বরে তোর ওড়না ওড়ে, বসন্ত-বাহার !
মিহিন্ খাপি সিন্ধু-কাফি পিঁধন চমৎকার !
আঁচল হেনে পিয়াল-বনে করিস রে আলা,
ধূলায় ফেলিস্ মহয়া-ফুলের ভর্ত্তি পিয়াল !
পূর্ণিমা তোর হাসে মধুর হৃদয়-হারিণী !
আখির লীলায় লাস্য, নীরব স্বপ্ন-চারিণী ।

শরতের আলোয়

(গান)

আজ চোখে মুখে হাসি নিয়ে
মন জানিয়ে—
কার পানে তুই চাস অমন ক'রে ?
হৃদে লো আমায় বল্ সখী !
ও কি ! ও কি ! নিবল হাসি—
প্রাণ উদাসী—
চোখের কোলে জল এল ভ'রে

বিদায়-আরতি

তারে কি বিরূপ নিরখি' !

আহা ডাগর চোখে কিসের দুঃখে হঠাৎ এই ছায়া,
বুঝি প্রেমের ভাতি চিন্লাম না কেউ ভাবল বেহায়া ;
মরি বিষাদে তোর নীল হল মুখ
হা রে হা ! বিষ নাহি ভখি',—
বিমন নিরখি' ।

কাল কেয়াফুলের সকল কলাপ—
জর্দা গোলাপ
ঝরল হঠাৎ যার পরেশের ঘায়,
সে হাওয়া লাগল কি তোর গায় ?
শুকিয়ে এল ঠোঁট দুটি হায়
কাঁপছে যে কায়
হেম-প্রতিমা ছায় রে কালিমায়

সহসা দারুণ কোন্ ব্যথায় ?
তুই চোখ তুলে আর চাইতে পারিস, হায় অভিমানী,
বুঝি অকালে আজ মেঘ দেখে তোর নেই মুখে বাণী ;
তোর সব সোহাগের নিবল আলো
হা রে হা ! কার আঁখির হেলায়
দারুণ বেদনায় !

তোর উড়ে গেল ওড়না জরির,
নীলাশ্বরীর
কাজল আঁকা আঁচল যায় উড়ে
ফিরে আজ গগন-কিনারায় ;

শরতের আলোয়

তরল মোতির ঝাপ্টা দোলে
চুলের কোলে,
ঝামর-আঁখি দাঁড়িয়ে তুই দূরে
যেন কোন্‌ নিবিড় নিরাশায় !
বাজে বৃকের ছুরুছুরু মেঘের গুরুগুরুতে
হল ঝর্ঝর্ নয়ন হাওয়ার বুরুবুরুতে
বুঝি না-পাওয়া সোহাগের আভাস
হা রে হা ! কাদায় তোর হিয়ায়
গভীর নিরাশায় ।

মরি হারা দিনের হারা হাসির
কুসুমরাশির
আদর সে কি ডুবল অতলে ?—
বিসরণ- গহন বাদলে !
চেনা-চোখের অচিন্তাতি
জ্বালবে বাতি
বিমুখ হিয়ায় মেঘলা মহলে,
না রে না, ডুববে না জলে !
সখি, তড়িৎ হেসে মেঘ মিলাবে ওই দিঠির আগে,
ও যে ধারায় রোদে হর্ষে কেঁদে বাঁধবে সোহাগে,
ফিরে আদরে তোর ছাপায় গগন
হা রে হা সাগর উথলে
হিয়ার অতলে ।

ঝর্ণা

ঝর্ণা ! ঝর্ণা ! সুন্দরী ঝর্ণা !
তরলিত চন্দ্রিকা ! চন্দন-ঝর্ণা !
অঞ্চল সিঞ্চিত গৈরিকে স্বর্ণে,
গিরি-মল্লিকা দোলে কুন্তলে কর্ণে,
তন্নু ভরি' যৌবন, তাপসী অপর্ণা !
ঝর্ণা

পাষণের স্নেহধারা ! তুষারের বিন্দু !
ডাকে তোরে চিত-লোল উতরোল সিন্ধু ।
মেঘ হানে জু'ইফুলী বৃষ্টি ও-অঙ্গে,
চুমা-চুম্বকীর হারে চাঁদ ঘেরে রঙ্গে,
ধূলা-ভরা ছায় ধরা তোর লাগি ধর্ণা !
ঝর্ণা !

এস তৃষ্ণার দেশে এস কলহাস্রো—
গিরি-দরী-বিহারিণী হরিণীর লাস্রো,
ধূসরের উষরের কর তুমি অন্ত,
শ্যামলিয়া ও-পরশে কর গো শ্রীমন্ত ;
ভরা ঘট এস নিয়ে ভরসায় ভর্ণা ;
ঝর্ণা !

কে

শৈলের পৈঠায় এস তনুগাত্রী !

পাহাড়ের বুক-চেরা এস প্রেমদাত্রী !

পান্নার অঞ্জলি দিতে দিতে আয় গো,
হরিচরণ-চ্যুতা গঙ্গার প্রায় গো,
স্বর্গের সুখা আনো মর্ত্যে সুপর্ণা !

বর্ণা !

মঞ্জুল ও-হাসির বেলোয়ারি আওয়াজে
ওলো চঞ্চলা ! তোর পথ হ'ল ছাওয়া যে !
মোতিয়া মতির কুঁড়ি মূরছে ও-অলকে ;
মেথলায়, মরি মরি, রামধনু বলকে !
তুমি স্বপ্নের সখী বিদ্যুৎপর্ণা ।

বর্ণা !

—————

কে

চির-চেনার চমক নিয়ে চির-চমৎকার
নতুন ছুটি ভ্রমর-কালো চোখে
কে এলে গো হোরার মেলায় দৃষ্টি-অলঙ্কার
বৃষ্টি ক'রে পুলক স্বর্ণালোকে !

কে এলে গো !... অশোক-বীথির ছায়ায় ছায়ায় আজি
নিঃশ্বাসে পাই তোমার নিশাসখানি ।
পদ্মগন্ধা কে সুন্দরী জাফরাণে মুখ মাজি'
হাওয়ার পিঠে গেলে আঁচল হানি' !

বিদায়-আরতি

সৌরভে তোর বিভোর ভুবন মগজ সে মসৃণল,
ধূপের বাতি আগুন হ'য়ে ওঠে,
অগুরু-বাস আগুন-উছাস বিহ্বলে বিল্কুল,
সংজ্ঞাহারা বকুল ভূঁয়ে লোটে ।

শামার শিসে কোন্ ইসারা করিস্ গো তুই কারে—
মন গোপনে ওঠে কেমন ক'রে,
চির-যুগের বিরহী ধায় তোমার অভিসারে
অশ্রু-মুক্তা-অর্ঘ্যে ছ'হাত ভরে ।

চাঁদের আলোর রাজ্যে রাণী তুমি চাঁদের কোণা,
মর্ত্যজনের চির-অধর তুমি,
স্বর্গ তোমার প্রসাদ-হাসি, স্বপ্নে আনাগোনা,
মূর্ছে তৃষা তোমার আভাস চুমি' ।

আনন্দে তোর নিত্য-বোধন, পূজা শিরীষ-ফুলে,
আরতি তোর আঁখির জ্যোতি দিয়ে,
রিক্তা তুমি সন্ধ্যা-মেঘের রক্ত-নদীর কূলে,
পূর্ণা তুমি প্রাণের পুটে প্রিয়ে !

পারিজাতের পাপড়ি তুমি ইন্দ্রেরি উড়ানে,
রাঙা তুমি একশো হোমের ধূমে,
তপ্ত সোনার মূর্তি তুমি নিদাঘ-দিনের ধ্যানে,
স্মৃতি তোমার পদ্যরাগের ঘূমে ।

জ্যৈষ্ঠী-মধু

আহা, ঠুক্‌রিয়ে মধু-কুলকুলি
পালিয়ে গিয়েছে বুলবুলি ;—
টুলটুলে তাজা ফলের নিটোলে
টাটকা ফুটিয়ে ঘুলঘুলি !

হের, কুল কুল কুল বাস-ভরা
সুরু হ'য়ে গেছে রসু ঝরা,
ভোম্রার ভিড়ে ভোমরুলগুলো
মউ খুঁজে ফেরে বিন্‌কুলই !

তারা ঝাঁক বেঁধে ফেরে চাক্ ছেড়ে
ছপরের সুরে ডাক ছেড়ে,
আঙুরা-বোলানো বাতাসের কোলে
ফেরে ঘোরে খালি চুলবুলি' ।

কত বোলতা সোনেলা রোদ পিয়ে
বুঁদ হ'য়ে ফেরে রোঁদ দিয়ে,
ফল্‌সা-বনের জল্‌সা ফুরুলো,
মৌমাছি এলো রোল তুলি'

ওই নিঝুম নিথর রোদ খাঁ খাঁ
শিরীষ-ফুলের ফাগ-মাখা,
টুলটুলে কার চোখ ছুটি কালো
রাঙা ছুটি হাতে লাল রুলি !

বিদায়-আরতি

আজ ঝড়ে-হানা ডাঁটো ফজলী সে
 মেশে কাঁচা-মিঠে মজলিসে ;
 ‘রং-চোরা ফলে রস কি জাগালো’—
 কুহ কুহ পুছে কার বুলি !

ওগো, কে চলেছে ঢেলা-বন ঠেলে
 বুল্‌বুলি-খোঁজা চোখ মেলে,
 জাম্বুলী-মিঠে ঠোট ছুটি কাঁপে,
 তাপে কাঁপে তনু জুঁইফুলী !

মরি, ভোম্বরা ছুটেছে তার পাকে
 হাওয়া ক’রে ছোটো পাখনাকে,—
 ফলের মধুর মরুমুম যাপে
 ফলের মধুর দিন ভুলি’ !

গান

এসেছে সে—এসেছে !
টাঁপার ফুলে বুলিয়ে আলো হেসেছে !
পুলক-বীণায় সুর জাগায়ে
এসেছে গো সোনার নায়ে,
(ও যে) ভুবন-ভরা ভালবাসা বেসেছে !
দখিন-হাওয়ার ছন্দ নিয়ে এসেছে,
বকুল-মালার গন্ধ পিয়ে এসেছে,
অনাগত যাহার বিভায়
 মেল্‌ব আঁখি নূতন দিবায়
(ওগো) আকাশে তার হিরণ নিশান ভেসেছে ।

নরম-গরম-সংবাদ

- নরম । বিলেত হইতে আসিছে—মস্ত !—
গরম । বিলিতি ঘোড়ার—ডিম !
নরম । চোপ্ ! চোপ্ ! ডিম হোমা-পক্ষীর !
নেপথ্য । কিন্তু ততঃ কিম্ ?
গরম । গোড়াগুড়ি ব'লে রাখ'ছি, হাঁ,
আমরা ও-ডিমে দিব না তা ।
নরম । দেশোয়ালি ঘোড়া ডিম্ব পাড়িবে
এই কি তোদের ড্রীম্ ?
গরম । মিছে কর দাদা কথা-কাটাকাটি,
মিছে ঘরাঘরি কর লাঠালাঠি !
নরম । যা' যা' যা', আমরা লাট হব খাঁটি,
আমরা দেশের ক্রীম্ !
গরম । ক্রীমি বটে তা' তো দেখ'ছি চক্ষে,—
জান'ছি চিত্তে নিদেন পক্ষে,—
লাট ক'রে দেবে,—লাঠিয়ে কিন্তু.—
হাড় ক'রে দিয়ে হিম !
নরম । চোপ্ ! চুণোগলি চৌরঙ্গীর
ঢাক-ঘাড়ে যত বড় বড় বীর
জানিস্ কি পিঠ চাপ্‌ড়ায় কার—
ছায় জয়-ডিগ্‌ম ?
গরম । জানি গো নিরেট মডারেট তারা—
খালি-পেটে তোলে ঢেকুর যাহারা,
আচাভূয়া—মোয়া-লোভে উদ্বাহ
খায় যারা হিম্‌শিম্ !

বিদায়-আরতি

নরম । চোপ্ ! চোপ্ ! চোপ্ ! আমরা বক্তা,
স্পীচ্-মঞ্চের আমরা তক্তা,
আমরাই হব উজীর নাজীর,
দেরে-না দেরে-না ড্রিম্ !
গরম । মরি ! মরি ! মরি ! মস্ত গরিমা,—
মর্যাদার তো নাহি দেখি সীমা,—
মরে পরে মার,—হাড়মাস কীমা,—
নেপথ্যে । সম্প্রতি টিম্ টিম্ !—

বন্যাদায়

দামোদরের উদরে আজ একী ক্ষধা সর্বগ্রাসী !
বাঁধ ভেঙে, হায়, হত্যা হয়ে বন্যা এল সর্বনাশী ।
রাঙামাটির মূলুকে আর রাঙামাটির নেই নিশানা,
চারিদিকে অকুল পাথার—চারিদিকে জলের হানা ।
দেউলগুলোর ছয়োর ভেঙ্গে ঢেউ ঢুকেছে হল্লা ক'রে—
পয়সা নিতে পাণ্ডা-পুরুং দাঁড়ায়-নি কেউ কবাট ধ'রে ।
নীচু হওয়ার নানান্ ছথ—খুলে কি আর বল্ব বেশী—
বর্ষা হল কোন্ পাহাড়ে—ডুবল্ নাবাল্ বাংলা দেশই ।

এ দামোদর গোবিন্দ নয় ;—গো-ব্রাহ্মণের নয় এ মিতে—
হাজার গরু ডুবিয়ে মারে,—ধ্বংস করে হর্ষচিতে !
জগৎহিতের ধার ধারে না, অন্ধ অধীর অকুল-ধারা,
আপন ধর্ম্মে ধায় সে শুধু ক্রুদ্ধ যমের মহিষ পারা ;

এই মহিষের বাঁকা ছুঁশিং—তা'তে আকাল মড়ক বসে,
 চুসিয়ে চলে ডাইনে বামে, সোনার দেশের পাঁজর খসে !
 এ দামোদর গোবিন্দ নয়—সৃষ্টি যেজন পালন করে ;
 লম্বোদরী জন্তুলা এ গজ গিলেছে দন্তভরে !

মুছে গেছে গ্রামের চিহ্ন, চেটে নেছে ভিটের মাটি ;
 মরণ-টানে টান্ছে ডুরি,—সাতটা জেলায় কান্নাকাটি ।
 ধনে প্রাণে চের গিয়েছে—হিসাব তাহার কেউ জানে না ।
 ছন্দছাড়া, বন্ধুহারা,—ঘরে তাদের কেউ আনে না ।
 আল্গা চালার কাছিম-পিঠে যাচ্ছে ভেসে কেউ পাথারে,
 পুড়ছে রোদে উপবাসী, ভিজছে মূলবৃষ্টিধারে ;
 হারিয়েছে কেউ পুত্র কন্যা, হারিয়েছে কেউ বৃদ্ধ মায়,
 আজকে আধা বাংলা দেশে ঘরে ঘরে বন্যাদায় ।

অন্ধ, বুড়া, পঙ্গু কত পালিয়ে যাবার পায়নি দিশা, ।
 কত শিশুর জীবন-উষায় এসেছে হায় অকাল-নিশা ;
 কত নারী বিধবা আজ, অনাথ কত সন্ত-বধু !
 কত যুবার অশ্বাদিত রইল জগৎ-ফুলের মধু ।
 বর-ক'নেতে ভাস্ছে জলে হলুদ-বরণ সূতা হাতে
 ফুল-সেজে কার কাল এসেছে—বান এসেছে বিয়ের রাতে ।
 জল ঢুকেছে সাত শো গাঁয়ে, হাজার-ফোকর মোচাকৈতে ।
 ধুয়ে গেছে মধুর ধারা, সঞ্চিত আর নাইক খেতে ।

বট-পাকুড়ের ফেঁকুড়িগুলো অবশ হাতে পাকুড়ে ধ'রে
 কত লোক আজ কষ্টে কাটায় সাপের সঙ্গে বসত ক'রে ।
 অবাক্ হয়ে রয়েছে সব অসম্ভবের আবির্ভাবে,
 সত্য স্বপন গুলিয়ে গেছে,—কেবল আকাশ-পাতাল ভাবে ।

বিদায়-আরতি

হাল্ পুছিলে জবাব দিতে কেঁদে ফেলে শিশুর মত,
হারিয়ে মানুষ হারিয়ে পুঁজি গরীব চাষা বুদ্ধিহত ।
ভিক্ষা এদের ব্যবসা নহে,—হাত পাতিতে লজ্জা পায়,
দৈবে এরা ভিক্ষাজীবী,—আজকে এদের বন্যাদায় ।

বানের জলে দুধের ছেলে তক্তপোষের নৌকা চ'ড়ে
ভেসে ভেসে একলা এল কোন্ গোঁ হতে জলের তোড়ে ।
তুলতে ধ'রে ঠেকল ভারি তক্তপোষের একটি পায়া,
আঁকড়ে পায়া জলের তলে মরা মায়ের অমর মায়া !
লুপ্ত আজি পীযুষধারা মৃত্যুহত মায়ের বুকে,
দুধের ছেলে ক্ষুধা পেলে কে দেবে দুধ শুষ্ক মুখে ?
এক রাতে যার স্নেহের ছলল হ'ল পথের কাঙাল হায়,
কে দেবে তায় মায়ের স্নেহ ? আজ অভাগার বন্যাদায় ।

বানের মুখে সাঁতার টেনে আতুর স্বামীর প্রাণ বাঁচায়ে,
ডাঙায় তুলে কোলের ছেলে, সাঁতরে যে ফের ফিরল গোঁয়ে
বাঁধা গরুর খুলতে বাঁধন, তুলতে নিজের ক্ষুদ্র পুঁজি,
ফিরতে সে আর পারেনি হায় বন্যাজলের সঙ্গে যুঝি' ;
নেই বেঁচে সে চাষার মেয়ে দুঃসাহসী দয়াবতী,
আছে তাহার কোলের ছেলে, আছে তাহার আতুর পতি ;
তাদের কে আজ পথ্য দেবে—আজকে তারা নিঃসহায়,
হাতে হাতে মিলিয়ে নে ভাই, আজ আমাদের বন্যাদায় ।

আসল গেছে, ফসল গেছে, গেছে দেশের মুখের ভাত ;
সামুনে 'পূজো',—নতুন ধুতির সঙ্গে ভাসে তাঁতীর তাঁত ।
কোথায় গেছে হালের বলদ, কোথায় গেছে দুধের গাই,
কার ভিটেতে কে মরেছে,—কিছুরই খোঁজ খবর নাই ।

বন্যাদায়

উদাসী আজ কাজের মানুষ সকল-শূন্য-হওয়ার শোকে,
শুনছে না সে কিছুই কানে, দেখছে না সে কিছুই চোখে ;
দেশের যারা পুষ্টি কান্তি সেই চাষীদের পানে চাও,
বন্যাদায়ে নিঃসহায়ে ভিক্ষা দাও গো ভিক্ষা দাও ।

অমুজ সমান ছাত্রেরা আজ অগ্রজেরি কার্য্য করে,—
দেশের কাজে অগ্রে চলে—স্বচ্ছাসেবার দুঃখ বরে ।
আজকে যেন প্রলয়-বুকে স্রুপ্ত জ্যোতির্লেক্ষা হাসে—
ক্ষুদ্র দানের বটের পাতায় ভাবী দিনের ইষ্ট ভাসে ;
দুঃখীরূপে দুঃখহারী আজ আমাদের নেবেন সেবা,
দুন্দুভি তাঁর উঠল বেজে, না যাবে আজ এগিয়ে কেবা !
সর্বভূতের অন্তরাত্মা আজকে শোনো উঠছে কেঁদে ;—
বধির হ'য়ে থাকবে কে আজ ব্যর্থ জীবন বক্ষে বেঁধে ?
এ দায় নহে ব্যক্তিগত—যেমন-ধারা কন্যাদায়,
বাংলা জুড়ে রোল উঠেছে—আজ আমাদের বন্যাদায় ।

আছেন দেশে দুঃখহারী লক্ষদাতা কোটীশ্বর,
তাদের পুণ্যে লক্ষ প্রাণী দেখবে ফিরে সুবৎসর ,
কিন্তু তাও যথেষ্ট নয়—সপ্ত কোটির এদেশটিতে ।
ভরতে হবে ভিক্ষাপাত্র ক্ষুদ্র দানের সমষ্টিতে ।
শাকার্নের যে দু'এক কণা বাঁচে তোমার আমার ঘরে—
নিবেদিয়া দাও তা' আজি নারায়ণের তৃপ্তি তরে !
তৃষ্টিতে তাঁর জগৎ তুষ্ট—দুর্কাসারও ক্ষুধা হরে,
তাঁর নামে দাও মুষ্টিভিক্ষা, জয় হবে দুর্ভিক্ষ-পরে ।
গরীব-সেবাই হরির সেবা—ভারতবাসী ভুল্ছ তাও ?
বন্যাদায়ে নিঃসহায়ে ভিক্ষা দাও গো ভিক্ষা দাও ।

বিদায়-আরতি

মরুভূমির মানুষ যারা—মরা জলের দেশে থাকে—
তাদেরও প্রাণ সরস আজি—মরম বোঝে, ধরম রাখে ;
তারাও আজি মর্ত্যে বসি' চিত্ত-আরাম-স্বর্গ লভে,
দুঃস্থ শিরে ভগবানের ছত্র ধরে সগৌরবে ।
সার্থকতা দ্বারে তোমার, বন্ধ কর ব্যর্থ কথা,
মরম দিয়ে মরম বোঝ ঘুচাও মনের দরিদ্রতা ;
ঘুচাও কুণ্ঠা ওগো বন্ধু ! শক্তি কারো তুচ্ছ নয়,
হিম হতে যে বাষ্প লঘু,—তাতেই বাদল বন্যা হয় ।
যুগে যুগে পুণ্য খোঁজ,—পুণ্য আজি তোমায় চায়,
শূন্য হাতে ফিরিয়ে না গো ; রক্ষা কর বন্যাদায় ।

গুণী-দরবার

আমরা সবাই নাই ভিড়ে ভাই,
নাই মোরা নাই দলে,
বাস আমাদের গন্ধরাজের
পরিমল-মণ্ডলে !
আমরা জানিনে চিনিনে শুনিনে
আমরা জানিনে কারে,
হৃদয়ে যাহার রাজ্য—কেবল
রাজ-পূজা দিই তারে ;
মন যদি মানে তবেই মানি গো
পুলক-অশ্রুজলে ।

পরমায়

অরসিকে মোরা যোড়-হাতে কহি
ভিড় বাড়ায়েনা ভাই,
মরমী রসিকে হৃদয়ের দিকে
টেনে নিতে মোরা চাই ;
নাই আমাদের ভিতর বাহির,
কোন কিছু নাই ছাপা,
নিশানের পরে আগুন-বরণ
আঁকি বৈশাখী চাঁপা ।
মিলন মোদের গানের রাজার
ছন্দ-ছত্রতলে,
বসতি মোদের গন্ধরাজের
পরিমল-মণ্ডলে ।

— — —

পরমায়

(কবিগুরু শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের জন্মদিনে পঠিত)

ফুল-ফোটানো আবহাওয়া এই
করলে কে গো সৃষ্টি
মধুর তোমার দৃষ্টি !
প্রণাম তোমায় করি !
আমরা কমল, ভূঁইচাঁপা, যুঁই,
কুন্দ, নাগেশ্বরী ।

বিদায়-আরতি

মন্ হরিণের মনোহরণ

বাজাও তুমি বংশী
মানস-সরের হংসী,
তোমার পানে চায় গো
উল্লাসেরি কলধনি
কণ্ঠ তাহার ছায় গো

সত্যযুগের আদিম !—গ্রহ-

ছত্রপতি সূর্য্য,
তোমার সোনার তূর্য্য
ব্যক্ত চরাচরে ;
নাঈপ-গোপন শক্তিতে সে
বজ্র সৃজন করে !

সত্য-মণি জাগাও তুমি,
চারু তোমার কৰ্ম্ম,
ফুল-ফোটানো ধৰ্ম্ম
জাগরণের সঙ্গী !

বিশ্বে তুমি নিত্য কর
নূতন রঙে রঙ্গী !

তোমার প্রকাশ-মহোৎসবে
আমরা মিলি হর্ষে,—
মিলি বরষ-বর্ষে ;
নাই আমাদের স্বর্ণ,
আমরা আনি অন্তরিরি
প্রীতির পরম-অন্ন ।

কবি-পূজা

জন্ম-তিথির পরম প্রসাদ

দাও আমাদের ভক্তি,

প্রাণে পরম শক্তি,

দেখাও ছুঁগিরীক্ষ্য

অন্তরে যাঁর আরাম এবং

আসন অন্তরীক্ষ ।

— — —

কবি-পূজা

কুবেরের রাজ্য ছাড়ি'

উত্তরে যাদের বাড়ী

তোমারে পূজিল তারা স্বর্ণচম্পাদলে ;

বাল্মীকির সরস্বতী

লভিলেন নব জ্যোতি

হে কবি । তোমার পুণ্যে পুনঃ পৃথীতলে ।

ছনিয়ার জ্ঞানী গুণী

মুগ্ধ তব বীণা শুনি'

আজি বিশ্বগুণীগণে গণনা তোমার,

উজলিয়া মাতৃভূমি

আজি উজলিছ তুমি

জগতের যতনের নব রত্নহার ।

এ হার টুটিবে যবে

এ কাল সে কাল হবে

লুকাবে জ্যোতিষ্ক বহু বিস্মৃতি-আধারে,

তুমি রবে অবিচল

সূর্য্যকান্তি সমোজ্জল

অনন্ত কালের কণ্ঠে বৈজয়ন্তী-হারে ।

বিদায়-আরতি

বাণী তব বিশ্ব ছায় কুবেরেরও পূজা পায়,
পূজা পায় পুষ্পলাবী রতন কাঞ্চন,
তারি সঙ্গে অমুক্ষণ মোরা করি নিবেদন
অমুরক্ত হৃদয়ের আরক্ত চন্দন ।

নবজীবনের গান

বাজা রে শঙ্খ, সাজা দীপমালা,
হাতে হাতে আজি মিলা রে ভাই
ভারতে উদয় হয় নেশনের—
এসেছে সময় দেবী তো নাই ।

যমুনার কালো জলের সঙ্গে
কবে কোলাকুলি গঙ্গাজল,
যুবন্ প্রাণের গান শোনা যায়,
উড়ায়ে নিশান চল রে চল ।
আত্মপূজার আত্মস্তরী
রাক্ষসীটারে বাঁধিয়া রাখ্,
গাঁই-গোত্রের গ্রাম্য স্বার্থ
যুক্তবেণীর জলে মিলাক্ ।
ছত্রিশ জাতে ছত্রিশ ভাগে
হ'য়ে আছে জরা-সন্ধ দেশ,
পরায়ে বজ্র-কঙ্কণ তারে
ঐক্যে বাঁধিয়া ঘুচা রে ক্লেশ ।
চির-যুবা প্রাণ করে আহ্বান,
ভগবান্ আজি সহায় তোর,

কোরাস { ছোঁয়াছুঁয়ি নিয়ে গোয়াসুনে আর
বাহতে মিলা রে বাহুর ডোর ।
বাজা রে শঙ্খ, সাজা দীপমালা,
হাতে হাতে আজি মিলা রে ভাই
ভারতে উদয় হয় মহাজাতি,
এসেছে সময় দেবী তো নাই ।

মেশন হবার এসেছে সময়
নিশিদিন মনে রেখ সে কথা,
বুদ্ধ, নিমাই, নানক, কবীর
তোরি কাছে মাগে সার্থকতা ।
মিলনের সাম তারা অবিরাম
গাহিল যে সে কি মিথ্যা হবে,-
চিত্ত-কুপণ মরণ-পন্থী
ভেদ-অসুরের বিকৃত রবে ?
এক অখণ্ড জাতি হব মোরা
হীরা-চুনী-নীলা মিলাব হারে,
ঠাই ক'রে নিতে হবে যে নবীন
জগতের মহা সন্তাগারে !
হের রাক্ষস-সত্বে শেযে
করে প্রতীচ্য শান্তিপাঠ,
স্ব-প্রতিষ্ঠ হবে সব লোক,
গণ্ডী সে ভাঙে, খোলে কবাট ।
পৃথিবীর যত শূদ্র জেগেছে,
জেগেছে পরিশ্রমীর দল,
এখন শূদ্র তারাই যাদের
অতীতের লাগি শোক কেবল

বিদায়-আরতি

কোরাস { বাজা রে শঙ্খ, সাজা দীপমালা,
হাতে হাতে আজি মিলা রে ভাই ।
ভারতে মহতো মহীয়ান্ হের
এসেছে লগন দেবী তো নাই ।

আশার আলোর আভাস আকাশে
লেগেছে রে, আঁখি মেলিয়া ছাখ,
খণ্ড স্বার্থ আহুতি দে ভাই,
চরু নিবি যদি হ' তোরা এক ।
দেবহিতে দেহ দিয়েছে দধীচি ;—
দেশ-হিতে আজ তাঁহারি মত
দিতে হবে বলি ভেদবুদ্ধি ও
মর্যাদা-লোভ মজ্জাগত ।
নেশন গড়িতে অভিজাত জাপ্
সব দাবী ছেড়ে নোয়াল মাথা,
দাইমিয়ো-সামুঁরাই যা পেরেছে—
ক্ষত্র-বিপ্র ! পারিবে না তা' ?
ঋষির বংশ ব'লে দিশি দিশি
মানের কান্না কাঁদিবে কে রে ?
সূর্য্যবংশ ব'লে কি আমরা
কর দিই আজো রাজপুতেরে ?
শত্রু-শাতন সূক্তে তোমার
শত্রু-নিপাত হয় না আর,
প্রগতি পাবার কেন লোলুপতা ?
শেষ ক'রে দাও এ দীনতার

কোরাস

বাজা রে শঙ্খ, সাজা দীপমালা,
হাতে হাতে আজি মিলা রে ভাই ।
ভারতে উদয় মহাসঙ্ঘের
এসেছে সময় দেবী তো নাই ।

ক্ষত্রিয় হ'ল প্রখ্যাত আজ
ক্ষত্র-ত্রাণের অক্ষমতায়,
ষড়্ভাগ আর দক্ষিণা দাবী
মানিবে কি কেহ মুখের কথায় ?
বৃহতী বসুধা,—কে মিটাবে ক্ষুধা,—
বৃহৎ প্রাণের দীক্ষা নেবে ?
জনসাধারণে করাবে ধারণ
মহীয়ান্ ব্রহ্মণ্য-দেবে !
জন-সাধারণ করুক গ্রহণ
যুগ-সঞ্চিত জ্ঞানের চাবী,
বল হাসিমুখে, 'দিলাম—দিলাম—
দিলাম—না রেখে কিছুই দাবী ।'
এক বিরাটের অঙ্গ সবাই,
বিকারে রক্ত চড়েছে শিরে ;—
মাথার রক্ত মাথা হ'তে নেমে
ঘুরিয়া ফিরুক, সব শরীরে ।
স্বাস্থ্য ফিরুক, শক্তি ফিরুক,
কান্তি ফিরুক, বাঁচুক প্রাণ,
হৃদয়ের কল চলুক সহজে,
দূরে যাক গ্রানি কালিমা গ্লান ।

বিদায়-আরতি

কোরাস

বাজা রে শঙ্খ, সাজা দীপমালা,
হাতে হাতে আজি মিলা রে ভাই
ভারতে নেশান-নিশান উদয়—
এসেছে সময় দেবী তো নাই ।

ভেদের চিহ্ন কর হে ছিন্ন,
কুঠা ঘুচাও, জাগাও স্মৃতি,
ভারত ব্যাপিয়া হউক উদয়
এক অখণ্ড সঙ্ঘ-মূর্তি ।
প্রেমের সূত্র হোক আমাদের
ঐক্যের রাখী—রাখী আদিম,—
প্রতি পার্শ্বের সদ্রা যেমন,
প্রতি ইহুদীর তিফিলিম্ ।
বৃহৎ হবার জ্ঞানের জাগাও—
ব্রহ্মের জ্ঞান সবারি হোক,
যে প্রণবে প্রাণে নবীনতা দানে
সে প্রণবে দেশ হোক অশোক
হোক জগতের বৃহৎ ক্ষেত্রে
দ্বিতীয় জন্ম আমা-সবার,
হোক দ্বিজ আজ নিখিল-হিন্দু,
দাও খুলে দাও সকল দ্বার ।
সংস্কারের সঙ্কোচে ভরা
দীন আত্মারে দাও অভয়,
সকল দৈন্ত্য করিয়া বিনাশ
মহাজাতি-রূপে হও উদয় ।

নবজীবনের গান

কোরাস {

বাজা রে শঙ্খ, সাজা দীপমালা,
হাতে হাতে আজি মিলা রে ভাই
ভারতে উদয় বিশ্বরূপের—
এসেছে সময় দেবী তো নাই ।

এসেছে সুদিন, ওঠ্ ওরে দীন !
তোরে প্রসন্ন আজি বিধাতা,
হের নেশনের প্রসব-ব্যথায়
আতুরা বিধুরা ভারত-মাতা ।
গগকের দল বলিছে কেবল
এখন প্রসব বন্ধ থাক্,
দেবী নাকি ঢের শুভ লগনের,—
পেচকের বুলি চুলাতে যাক্ ।
ভাবী নেশনের নিশান উড়া রে,
পেয়েছি নিশানা ছাখ রে ভাই,
জাতে জাতে হাতে হাতে মিলাইতে
বাড়িয়েছে হাত হের সবাই !
কে আছিস্ জড়ভরতের মত
মিছে আচারের মুখেতে চেয়ে,
শক্তি সাধনে সমান আসনে
তুলে নিতে হয় হাড়ীরও মেয়ে ।
নেশনের শিব প্রাণে জাগে যার
শৈব-বিধানে হবে সে বর,
গোশ্বামী-মত খুলিবে দরজা
মম্বু যদি আজ করেনই পর ।

বিদায়-আরতি

কোরাস

বাজা রে শঙ্খ, সাজা দীপমালা,
হাতে হাতে আজি মিলা রে ভাই ।
ভারতে উদয় মহা মহিমার—
এসেছে সময় দেবী তো নাই ।

তোদেরি ঘিরিয়া খণ্ড ভারতে
মহান্ জাতির হইবে সৃষ্টি,
গ্রীকরাণী সহ চন্দ্রগুপ্ত
করিবে মাথায় পুষ্পবৃষ্টি,
আশিসিবে তোরে কণাদ কবচ
মহীদাস-মাতা পুণ্যবতী,
কল্যাণ তোরে করিবে কামনা
তপতী এবং সত্যবতী ।
বিশ্বামিত্র করিবে আশিস
ল'য়ে বশিষ্ঠ-সুতারে বামে—
বংশ যাঁহার কনোজে বিদিত
পূজিত আৰ্য্য-মিশ্র নামে ।
বিষ্ণু ও রমা, রুদ্র ও উমা,
সূর্য-ছায়ার অমোঘ বরে
সার্থক হবে নব-ভারতের
এ মহা-মিলন অবনী পরে ।
বহিবে যুক্তবেণী ঘরে ঘরে
ঘুচায়ে বর্ণ-ভেদের গ্লানি,
ঘরে ঘরে, ভাই, কানাই বলাই,
হবে যশোমতী ভারত-রাণী

কোরাস { বাজা রে শঙ্খ, সাজা দীপমালা,
হাতে হাতে আজি মিলা রে ভাই
ভারতে এবার মহা মিলনের
এসেছে সময় দেৱী তো নাই ।

হ'তে হ'তে যাহা স্ফুগিত রয়েছে,
পূরা সে হ'বেই, কে দিবে বাধা ?-
ঐরাবতের বৈরী হ'লেও
গঙ্গার কাজ হয় সমাধা ।
জহু জঠরে জাহ্নবী আব
নয় বেশীদিন জানি গো জানি,
হ'বে না ব্যর্থ তীর্থঙ্কর-
বোধিসত্ত্বের বিবেক-বাণী ।
ইরাণী, তুরাণী, মিশরী আশুরী,
শক, হুন, কোল, হাবসী, সিদি,
রস্কো-ড্রাবিড় মগ-মোগলের
রক্ত মিলাল ভারতে বিধি ।
আর্য্য-দস্যু ময়-কান্ধোজী
মালাই মিলেছে ভারত-দেহে,
ভাব হ'য়ে গেছে ; নিশাসে নিশাস
মিলেছে মিশেছে সখে স্নেহে ।
বিষে হ'য়ে গেছে ; এখন চলেছে
বাসী বিয়েটার রাত কাটানো,
নাই দেৱী আর ফুলশয্যার,—
শুরু ক'রে দে রে ফুল-খাটানো ।

বিদায়-আরতি

কোরাস { বাজা রে শঙ্খ, সাজা দীপমালা,
হাতে হাতে আজি মিলা রে ভাই
ভারতে উদয় মহামানবের—
এসেছে সময় দেবী তো নাই ।

মিলন ঘটেছে কত জাতে জাতে,
কত শ্রেণী সাথে মিশেছে শ্রেণী,
তাই ত সাগর-সঙ্গম আর
তীর্থ মোদের যুক্তবেণী ।
হ'য়ে গেছে বিয়ে, ছাখ না তাকিয়ে
হর-হৃদে তাই কালী বিরাজে,
শ্রাম জলধরে তাই ত দামিনী
রাই শোভে সারা ভারত মাঝে ।
হ'য়ে গেছে বিয়ে ; নাই সঙ্কোচ
সত্য স্বীকার করিতে কভু,
মহা-মিলনের রাখী হাতে হাতে
বাঁধেন নীরবে জগৎ-প্রভু ।
বাহাম্ন পীট এক হবে যাহে
উচ্চারো সেই মন্ত্র তবে,
আনো শক্তির কঙ্কালগুলি—
মহাশক্তির উদয় হবে ;
ছোট ছোট সব দেউল টুটিয়া
মিলুক দেবীর শক্তিরশি,
ভারতে আবার জাগুক উদার
উদাসী শিবের প্রসাদ-হাসি ।

বৈশাখের গান

হিমালয় হতে মলয়ালয়ম্
তাহারি আভাসে পুলকাকুল,
প্রলয়-পয়োধি-জলে তাই ফিরে
ফুটে ওঠে হের পদ্যফুল ।
মহাজীবনের বার্তা এসেছে
মহামিলনের লয়ে নিশান,
ডাকে ভবিষ্য, ডাকিছে বিশ্ব,
করিছে ইসারা বর্তমান ।

কোরাস

বাজা রে শঙ্খ, সাজা দীপমালা,
হাতে হাতে আজি মিলা রে ভাই
ভারতে উদয় হয় বিরাটের—
এসেছে সময় দেবী তো নাই

বৈশাখের গান

চলে ধীরে ! ধীরে ! ধীরে !
অনিবার মৃদুধারা ঘিরে ঘিরে ধরণীরে !
ধীরে ! ধীরে ! ধীরে !
খর রৌদ্রে বায়ু মূর্ছে, জ্বলে জ্বালা,
চির স্বপ্নে রহে চম্পা চির-বালা,
তম্বু-আলা চলে যাত্রী, ওড়ে ধূলি ঘুরে ফিরে ।
ধীরে ! ধীরে ! ধীরে !

বিদায়-আরতি

গলে সূর্য্য, ঝরে বহ্নি, মরে পাখী,
মেলে জিহ্বা মক্ক-তৃষা মোছে অঁখি,
ছায়া কাঁপে খর তাপে, বুকে চাপে মরীচি রে !

ধীরে ! ধীরে ! ধীরে !

দিশাহারা চলে ধারা পথ বাহি',
দিন রাত্রি নাহি তন্দ্রা, ভরা নাহি,
নাহি ক্লান্তি, শ্যাম কান্তি ঢালে শান্তি তীরে তীরে
ধীরে ! ধীরে ! ধীরে !

গান

কুহুধ্বনির ঝড় ওঠে শোন্
নিফুট আলোর কূলে কূলে ;
শিথানে মুখ লুকিয়ে কেন
কান্না রে আজ ফুলে' ফুলে' ?
বাসন্তী এই কোজাগরী
কিসের ব্যথায় উঠল ভরি',
কী ব্যথা সে কী ব্যর্থতা
বিষের হাওয়া হিয়ায় বুলে !
প্রাণের মেলায় মায়ার খেলায়
হঠাৎ বেসুন্ন বাজল কোথায়,
হারিয়ে গেল কী নিধি তোর
অশ্রুজলের আধার সোঁতায় ?

সিংহবাহিনী

সারা বুকের পাঁজর-তলে
রাঙা আঙার ফুঁপিয়ে আছে,
সপ্তপদীর শেষ হল কি
জীবন-ভরা ভুলে ভুলে !

সিংহবাহিনী

মরত-লোকে এলোকেশে ও কে এল তোরা যা দেখে ।
বিজুলি-ছটা ! বহির্জটা সিংহ পরে পা রেখে !
নিখিল পাপ নিধন তরে
মৃণাল-করে কৃপাণ ধরে,
ঈষৎ হাসে শঙ্কা হরে, চিনিতে ওরে পারে কে ।

তরুণ-ভানু-অরুণ-ঘটা নয়ন-তট ভূষিছে !
দন্ত-দূর দৈত্যাসুর ভাগ্য নিজ দূষিছে !
শান্ত-জন-শঙ্কা-হরা
অভয়-করা ঘড়া-ধরা
আবিভূতা সিংহ-রথে মাতৈঃ বাণী ঘোষিছে !

দমন হয় শমন নামে শমিত যম-যন্ত্রণা !
ইন্দ্র বায়ু চন্দ্র রবি চরণ করে বন্দনা !
ইঙ্গিতে যে সৃষ্টি করে,
গগনে তারা বৃষ্টি করে,
প্রলয়-মাঝে মন্দ্র-রূপা ! মৃত্যুজয়ী মন্ত্রণা

বিদায়-আরতি

শক্তিহীনে শক্তিরূপা সিদ্ধিরূপা সাধনে !

ঋদ্ধিরূপা বিত্তহীন-হৃদয়-উন্মাদনে !

আছা ! আদি-রাত্রি-রূপা !

অমর-নর-ধাত্রী-রূপা !

অশেষরূপা ! বিরাজো আজি সিংহবর-বাহনে

— — —

মূর্তি-মেথলা

বিশ্বদেবের দেউল ঘিরিয়া

মূর্তি-মেথলা রাজে—

কত ভঙ্গীতে কত না লীলায়

কতরূপে কত সাজে,

দিকে দিকে আছে পাপ্‌ড়ি খুলিয়া

সোনার মৃণাল মাঝে !

বিশ্বরাজের শত ঝরোথায়

আলোর শতেক ধারা,

শতেক রঙের অস্ত্রে ও কাচে

রঙীন হয়েছে তারা,

গর্ভগৃহেতে শুভ্র আলোক

অলিছে সূর্য্য-পারা ।

বিশ্ববীজের বিপুল বিকাশ

আকাশ-পাতাল জুড়ি'

মূর্তি-মেথলা

অনাদি কালের অক্ষয়-বটে
কত ফুল কত কুঁড়ি,
উর্দ্ধে উঠেছে লাখ লাখ শাখা
নিম্নে নেমেছে ঝুরি ।

বিশ্ববীণায় শত তার তবু
একটি রাগিনী বাজে,
একটি প্রেরণা করিছে যোজনা
শত বিচিত্র কাজে,
বিশ্বরূপের মন্দির ঘিরি'
মূর্তি-মেথলা রাজে ।

—শেষ—

কবি সত্যেন্দ্রনাথের রচনা

পুস্তকের নাম	প্রথম প্রকাশিত
বেণু ও বীণা (কাব্য)	১৩১৩
হোমশিখা „	১৩১৪
ভীর্থ-সলিল „	১৩১৫
ভীর্থরেণু „	১৩১৭
ফুলের ফসল „	১৩১৮
জন্মদুঃখী (উপন্যাস)	১৩১৯
কুহু ও কেকা (কাব্য)	১৩১৯
চীনের ধূপ (নিবন্ধ)	১৩১৯
রঙ্গমল্লী (নাট্য কাব্য)	১৩১৯
তুলির লিখন (কাব্য)	১৩২১
মণি-মঞ্জুষা „	১৩২২
অভ্র-আবীর „	১৩২২
হাসন্তিকা (ব্যঙ্গ কবিতা)	১৩২৩
বেলাশেষের গান (কাব্য)	১৩৩০
বিদায় আরতি „	১৩৩০
ধূপের ধোঁয়ায় (নাটিকা)	১৩৩৬
কাব্য-সঞ্চয়ণ (কাব্য)	১৩৩৭
শিশু-কবিতা „	১৩৫২

Barcode : 99999990339166

Title - Biday-Arati Ed. 4th

Author - Dutta, Satyendranath

Language - bengali

Pages - 179

Publication Year - 0

Barcode EAN.UCC-13

